মাসুদ রানা

কে কেন কিভাবে

কুচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



দুটি বই একত্রে

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কে কেন কিভাবে

মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম থেকে
সবাইকে জানিয়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে
পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। কিন্তু কেউ জানে না
'কে' করছে কাজটা, 'কেন' হেঁচকি তুলছে
কমপিউটর, 'কিভাবে' আত্মসাৎ করা সম্ভব
এতগুলো টাকা।

কুচক্র

সার্কভুক্ত দেশগুলোকে লুটেপুটে খাবার জন্যে
অত্যন্ত শক্তিশালী এক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে-
বিজনেস সিন্ডিকেট।

বাংলাদেশ থেকে টপ সিক্রেট একটি মূল্যবান ফর্মুলা
বের করে নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু কি করে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

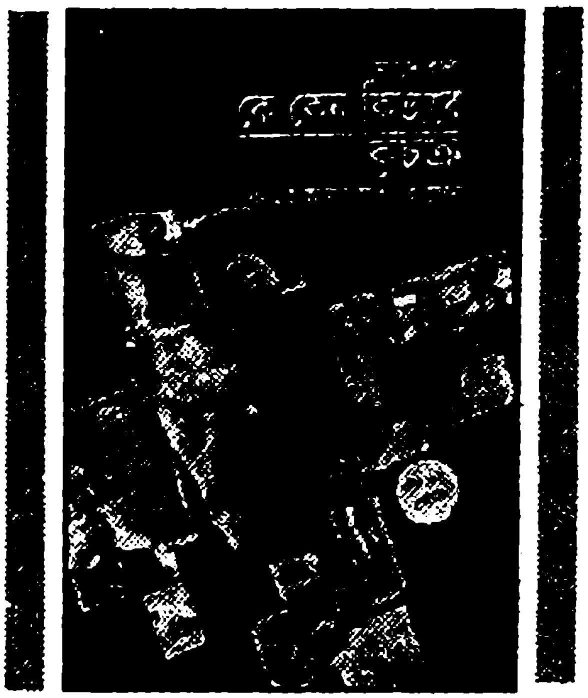
মাসুদ রানা

কে কেন কিভাবে

কুচক্র

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7619-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
KE KANO KIBHABEY

KUCHAKRO
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

উনআশি টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-

৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ বাঘীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ ৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয় সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অনধিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালো ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো কফিন ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ কিডন্যাপ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+মৃত্যুবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২,(একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+স্বর্ণের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চন্দ্রদ্বীপ+ইনকাগণের টেকা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্রাইড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুইন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

কে কেন কিভাবে

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৯

এক

মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম-এর জুরিখ হেডকোয়ার্টার। নিজের অফিসে বসে রয়েছে হেনরি নামফি। জানালার বাইরে লেক আর ফেরিবোটগুলো দেখছে। হতভম্ব নামফি বোট বা লেকের কথা ভাবছে না, তার মন চলে গেছে বহুদূর নিউ ইয়র্কে। অ্যাকাউন্টস পেয়েব্‌ল্ সেকশন, নিউ ইয়র্কে কাজ করছিল সে, প্রমোশন পেয়ে অ্যাকাউন্টস স্ক্রুটিনি জুরিখে চলে আসে, নিজের কাজ এবং ডেস্ক তুলে দিয়ে আসে টিনা সিরিল-এর হাতে। টিনা সিরিল ব্রুকলিনের মেয়ে, সে-জন্যেই বোধহয় আর দশটা আমেরিকান মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে আর চালাক-চতুর। সেই টিনা সিরিল তার কাজে একটা ভুল করেছে।

ছোট্ট একটা ভুল। মিটারের বদলে পড়া হয়েছে ফুট। সাউথ উইলিয়ামসবার্গ, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস থেকে স্টেনলেস স্টীল টিউব কিনেছিল মিডো, মাপটা মিটারের বদলে ফুট ধরায় পাওনার চেয়ে তিনগুণ বেশি দাম পেয়ে গেছে ডেল্টা টিউবস। বিশালবপু মিডো স্টীলের প্রকাণ্ড বাজেটের কথা মনে রাখলে বেরিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত টাকার অঙ্কটা নেহাতই নগণ্য, এবং গরমিলটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা দশ লক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগ। কিন্তু হেনরি নামফির রয়েছে কমপিউটরতুল্য স্মরণশক্তি, আর তাছাড়া ডেল্টা টিউবস-এর সাথে চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করার সময় সে নিজেও উপস্থিত ছিল। তার পরিষ্কার মনে আছে টিউবের দাম ধরা হয় মিটারের হিসেবে। কিন্তু ফুট হিসেবে পেমেন্ট দেয়ায় অতিরিক্ত সাতাশ হাজার মার্কিন ডলার বেরিয়ে গেছে। হেনরি নামফি শুধু হতভম্ব নয়, উদ্বিগ্নও বটে—এ-ধরনের ভুল করার মেয়ে টিনা সিরিল নয়। তাহলে?

তার টেলিফোনে আলো জ্বলে উঠল। রিসিভার তোলার পর অপারেটর বলল, 'নিউ ইয়র্ক, এক্সটেনশন টু সেভেন থ্রী নাইন।'

অপরপ্রান্ত থেকে এরপর টিনা সিরিলের কণ্ঠ ভেসে এল, 'অ্যাকাউন্টস পেয়েব্‌ল্, টিনা সিরিল।'

'এই কি সেই টিনা যার কখনও ভুল হয় না?' কৌতুক করার সুযোগটা ছাড়ল না নামফি, এ-ধরনের একটা প্রসঙ্গ তোলার জন্যে রসিকতা খুব সাহায্য করে।

'চিনেছি, তুমি সেই লেজবিশিষ্ট হনুমান...'

'হনুমান হলেও লেজটা এত বড় নয় যে মিটারের বদলে ফুট দিয়ে মাপতে হবে,' বলল নামফি।

সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল টিনা সিরিল। 'মিটারের বদলে ফুট, অ্যাকাউন্টস পেয়েব্‌ল্-এ। সেরেছে, সেরকম কিছু ঘটলে মোটা রকমের গচ্চা দিতে হবে...'

'হয়েছেও তাই। ডেল্টা টিউবস–ইনভয়েস সেভেন থ্রী ফাইভ ফুলস্টপ নিউ ইয়র্ক ফুলস্টপ ডাবল ও ওয়ান সিক্স টু। সাতাশ হাজার ডলার বেশি দেয়া হয়েছে।'

নামফি শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানে এরইমধ্যে কমপিউটারাইজড্ ফাইলিং সিস্টেমের বোতাম টিপতে শুরু করেছে টিনা সিরিল, ইনভয়েস নাম্বার দেয়ায় কমপিউটর তার সামনের মনিটর স্ক্রীনে ফুটিয়ে তুলেছে ট্র্যানজ্যাকশন প্রিন্টআউট। নিউ ইয়র্কে থাকার সময় সে নিজে সিস্টেমটা চালু করেছিল।

'এই তো, স্ক্রীনে দেখতে পাচ্ছি,' বলল টিনা সিরিল। 'সবই তো চেক করা হয়েছে...'

'চেক করা তো হবেই, তা না হলে ডিপার্টমেন্ট অডিটররা ব্যাপারটা ধরত। কিন্তু দাম ধরা হয়েছিল প্রতি মিটার হিসেবে, বুঝলে, প্রতি ফুট হিসেবে নয়।'

'কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ফুট হিসেবে।'

'শোনো, টিনা। চুক্তিপত্র সই হবার সময় আমি ছিলাম। পরিষ্কার মনে আছে, ব্যাপারটা প্রতি মিটার হিসেবে। খুব সহজেই চেক করে দেখতে পারো তুমি। এখুনি যদি তুমি তোমার...'

'জানি, বলতে হবে না। এ.পি.আই. ডাটা বেস-এর সাহায্য নিচ্ছি। অপেক্ষা করো, দেখি খালি পাওয়া যায় কিনা।'

কী-বোর্ডের বোতাম টিপছে টিনা সিরিল, এবার শব্দটা শুনতে পেল নামফি। ডাটা বেস-এ চোখ বোলানোর অনুরোধ করছে সে, যেটার 'মেমোরি'-তে অরিজিনাল ট্র্যানজ্যাকশন রেকর্ড করা আছে। নিউ ইয়র্ক অফিসের তিন নম্বর সাব বেসমেন্টে রয়েছে দৈত্যাকার কমপিউটর, অনুরোধটা গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেবে 'স্লেভ' অপারেশনে। টিনা যেটা চেয়েছে সেটা পাবার জন্যে সাজিয়ে রাখা ডাটা বেসগুলোর ভেতর সন্ধান চালাবে স্লেভ। এরইমধ্যে সেটা যদি সাজিয়ে রাখা হয়ে থাকে, সাথে সাথে চাক্ষুষ বা হস্তগত করার অনুমোদিত অধিকার টিনা সিরিলের রয়েছে। তার অফিসের লাইন কোড করা, সাঙ্কেতিক সংখ্যা জানা না থাকলে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তার কাছে চাবি আছে, প্রতিদিন সকালে ইমিডিয়েট বসের কাছ থেকে পায়।

'ডাটা বেস সাজিয়ে রাখা হয়েছে,' টেলিফোনে নামফিকে জানাল টিনা সিরিল। অপেক্ষা করছে নামফি, কল্পনায় দেখতে পেল মেয়েটা ইনভয়েস আর ট্র্যানজ্যাকশন কোড রেফারেন্স জানাবার জন্যে কী-বোর্ড অপারেট করছে। এবার স্লেভ কমপিউটর সংশ্লিষ্ট ডাটা বেস-এ সন্ধান চালাবে, ওটা থেকে পাওয়া ইনফরমেশন প্রিন্ট করবে, পাঠিয়ে দেবে মাস্টার কমপিউটরে। মাস্টার কমপিউটর পরীক্ষা করে দেখবে টিনা সিরিল ঠিক এই জিনিসটার জন্যেই অনুরোধ করেছিল কিনা, তারপর টিনা সিরিলের কোড করা নির্দেশ অনুসারে একটা প্রিন্ট আউট সেকশনে পাঠিয়ে দেবে সেটা।

হঠাৎ আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল হেনরি নামফি। তারপর শুনতে পেল টিনা সিরিল বলছে, 'ওহ্, মাই গড!' অথচ তার খুব ভাল করেই জানা আছে মেয়েটা ধর্ম ইত্যাদি মানে না।

'কি হলো...?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, হেনরি! ডাটা বেস মুছে ফেলা হয়েছে। কোন

ইনফরমেশনই নেই। তার বদলে একটা কথা...'

'কথা? কি কথা?'

'প্ল্যাটন থেকে সরাসরি পড়ছি, হেনরি। আমাদের ফাইল নম্বরটা ঠিক আছে, আর তারপর...'

'তারপর কি? ধুত্তোর, সিরিল, তুমি দেখছি...'

'তারপর: মিডো স্টীল, বলো তো, কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?'

গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্কের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় চলে এল চার্লি ফ্রানসি। দরজায় তালা, জানালার কাচ তোলা, চারদিকে তাকাচ্ছে। নোংরা পরিবেশ, রাস্তার ধারে আবর্জনার উঁচু স্তূপ। যে-ক'বার সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল, ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরা লোকজন হাতে ন্যাকড়া নিয়ে ছুটে এল গাড়ির দিকে, উইন্ডস্ক্রীন মুছে দিয়ে দু'পয়সা কামাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এক সময় একটা লোককে পছন্দ হলো চার্লি ফ্রানসির। টলতে দেখে বোঝা গেল মাতাল হয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে জানালার কাচ নামাল সে।

বলল, 'মদ খাবে? কথা বলার জন্যে একজনকে দরকার আমার।'

খুশিতে গলে গেল লোকটা। এ-ধরনের অনুরোধ মাঝে মধ্যে সাধারণত মধ্যবয়স্কা চর্বি থলথলে মহিলাদের কাছ থেকে আসে। এ ভদ্রলোক ব্যতিক্রম, সম্ভবত খুব কষ্টকর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর আছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, ভাবল সে, এক-আধ ঘণ্টা সঙ্গ দেয়ার বিনিময়ে ভাল বকশিশ পাওয়া যাবে। তবু, লাইটপোস্টের আলোয় গাড়ির ভেতরটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল সে। কাগজের ব্যাগ থেকে বের করে হুইস্কির একটা বোতল দেখাল চার্লি ফ্রানসি।

'মদ খাবে, নাকি খাবে না?' বিরক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'খেলে উঠে এসো। তোমার জন্যে এখানে আমি সারারাত অপেক্ষা করতে পারব না।'

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মনে শান্তি দিন,' বিড়বিড় করে বলল সে। কথা না বলে বাঁ দিকে বাঁক নিল চার্লি ফ্রানসি, জানালা খোলা রেখে ইস্ট রিভারের দিকে যাচ্ছে।

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?' এক সময় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বোতলটা কখন আমি হাতে পাব?'

দ্বিতীয় কাগজের ব্যাগে ছ'টা বিয়ারের ক্যান রয়েছে, তার একটা বের করে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। পরিত্যক্ত জেটির কাছাকাছি, প্রবেশপথের মুখে গাড়ি থামাল সে, এক সময় নিকিতা ক্রুশ্চেভ এখানে পায়ের ধুলো ফেলেছিলেন। ভাঙা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। নদীতে বোট চলাচল করছে, অন্ধকারের ভেতর ঢেউয়ের দোলায় দুলছে আলোগুলো। মাঝরাতের দিকে প্রায় খালি হয়ে যাবে নদী, তার আর বেশি দেরিও নেই। ওদের পিছনে আর মাথার ওপর হাইওয়েতে সাঁ সাঁ করে ছুটছে গাড়ির মিছিল, কংক্রিটের জেটিতে হেডলাইটের আলো কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি সৃষ্টি করছে। জেটির কিনারায় তারের বেড়া থাকলেও, লোনা পানির ছিটা লেগে মরচে ধরে গেছে, কোথাও কোথাও বেড়ার অস্তিত্বই নেই। বেড়া নেই এরকম একটা জায়গায় পানির দিকে পা ঝুলিয়ে বসল

ওরা, পিছনে গোটা ম্যানহ্যাটন জেগে থাকলেও ওদের আশপাশে অটুট নিস্তব্ধতা। যে-সব তথ্য চার্লি ফ্রানসির দরকার সেগুলো পেতে সব ক'টা বিয়ার আর আধ বোতল হুইস্কি খরচ হয়ে গেল। লোকটার নাম, কোথায় জন্মেছে, তার সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার, মা-বাবার আর জন্মস্থানের নাম। লোকটা থার্ড জেনারেশন আমেরিকান শুনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল চার্লি ফ্রানসি। গায়ে গলানো কাপড়টাকে এখন আর শার্ট বলা চলে না, সেটার পকেট থেকে সোশাল সিকিউরিটি কার্ডটাও বেরুল। সব তথ্য পাবার পর হুইস্কির বোতলটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

বলল, 'মেকোগান, ইন্ডিয়ানার লী হার্ভে, তোমার দুঃখ ভরা জীবনবৃত্তান্ত শোনার পর নিজের সব দুঃখ ভুলে গেছি আমি। খাও, ভাই, হুইস্কিটুকু খেয়ে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করো।'

সিকিউরিটি কার্ডটা এখনও তার হাতে রয়েছে, ছাপা অক্ষরগুলো কোন রকমে পড়া যায়। প্লাস্টিকের মোড়কের ভেতর আরও রয়েছে লী হার্ভের সাথে তোলা তার আট বছরের মেয়ে শার্লটের ফটো। ফটোটা দেখছে সে, লী হার্ভে চোখের পানি মুছে বলল, 'এই মেয়ের কথাই বলছিলাম, স্যার। দেবীর মত নিষ্পাপ, কিন্তু অকালে ঝরে পড়ল...' বাকি হুইস্কিটুকু খাবার পর তার কান্না থামল। খালি বোতলটা নদীতে ফেলে দিল চার্লি ফ্রানসি, দেখল ডুবে যাবার আগে কয়েক সেকেন্ড ভেসে থাকল ওটা। তারপর ব্র্যান্ডির বোতলটা খুলল সে।

অত্যন্ত দামী ব্র্যান্ডি, জীবনে চোখেও দেখেনি লী হার্ভে। বোতলটা অর্ধেক খালি হওয়ার আগেই জ্ঞান হারাল সে। বোতলটার সাথে লী হার্ভেকেও নদীতে ফেলে দিল চার্লি ফ্রানসি। ডুবে যাবার আগে লী হার্ভেও ভেসে থাকল কিছুক্ষণ।

দুই

সোরিন বাবি মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের প্রধান হিসাবরক্ষক। হেড অফিস জুরিখে তার অফিস কামরাটা সব রকম বাহুল্যবর্জিত–সাদা দেয়ালে ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, ছবি ইত্যাদি কিছুই নেই। স্টেনলেস স্টীলের ডেস্ক কালো ল্যামিনেট-এ মোড়া। ডেস্কের পিছনের চেয়ারটাও কালো, চেয়ারের পিঠ কাঠের এবং খাড়া। একই ধরনের আরও দুটো চেয়ার রয়েছে ডেস্কের সামনে ভিজিটরদের জন্যে। ডেস্কের ওপর কয়েকটা মনিটর স্ক্রীন, বিল্ডিংটার সাব-বেসমেন্ট থেকে মিডো কমপিউটর ওগুলোর খোরাক যোগান দেয়। একই ধরনের মনিটর স্ক্রীন রয়েছে দেয়ালগুলোতেও, শুধু বোতামে চাপ দিয়ে এক স্ক্রীন থেকে আরেক স্ক্রীনে স্থানান্তরিত করা যায় যে-কোন ইমেজ। তার ডেস্কের বাঁ দিকে রয়েছে টাইপরাইটার কী-বোর্ড, ওটার সাথেই রয়েছে একটা টেলিফোন ডায়ালিং সিস্টেম, ফলে এই কী-বোর্ডের সাহায্যে সোরিন বাবি 'কথা বলতে' পারে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের বসানো কয়েকটা কমপিউটরের সাথে। দুটো ম্যাগনেটিক কী-র সাহায্যে চালু করা যায় কী-বোর্ড। একটা চাবি সোরিন বাবি তার চশমার ডাঁটিতে বয়ে বেড়ায়, দ্বিতীয় চাবিটা রাতের

বেলা রাখা হয় মিডো স্টীলের ভল্টে।

ডেস্কের সামনে শক্ত একটা চেয়ারে বসে আছে হেনরি নামফি। সোরিন বাবি তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দুনিয়া জুড়ে মিডো স্টীলের সাজানো বা তৈরি করা ডাটা বেস তল্লাশি চালাতে এবং পরীক্ষা করার জন্যে প্রিন্ট করতে সময় লেগেছে মাত্র এক ঘণ্টা। 'কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?' এই প্রশ্নটা পাঁচবার পাওয়া গেছে, প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় ভাষায়। কেউ একজন গত এক বছরে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে সব মিলিয়ে পৌনে এক মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বের করে নিয়ে গেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে টাকাগুলো জমা পড়েছে মর্যাদা এবং সুখ্যাতি আছে এমন সব সাপ্লাইয়ার কোম্পানীর অ্যাকাউন্টে।

'পাঁচ-সাত বছর ধরে ইউনিক প্রিন্টিং-কে দিয়ে কাজ করাচ্ছি আমরা,' সোরিন বাবি বলল। 'অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক, অথচ দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্রায় আশি হাজার পাউন্ড ওরা আমাদের কাছ থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।'

'এক্সকিউজ মি, মি. বাবি,' বলল হেনরি নামফি। 'ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। ওরা আমাদেরকে একটা ইনভয়েস দিয়েছে এই বিশ্বাসে যে ওতে কোন ভুল নেই, আমরাও সেটা দেখে পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। আমাদের রিটার্ন ট্র্যানজ্যাকশনে দেখা যাচ্ছে পেমেন্টটা ওরা রিসিভ করেছে, কোন রকম উচ্চবাচ্য করেনি। আমাদের ফাইল বলছে, চেকটা ঠিকভাবেই মিডো ব্যাংকে পেশ করা হয়, ফলে ইউনিক প্রিন্টিং টাকাটা পেয়ে গেছে। আত্মসাতের ঘটনাটা অবশ্য ইউনিক প্রিন্টিং থেকেই ঘটেছে...'

'এবং অবশ্যই মিডোর কারও কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়ে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সোরিন বাবি। কী-বোর্ডের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে। এক মিনিট পর একটা আলো জ্বলে উঠল। আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে, ডেস্কটপে লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল অপারেটরের কণ্ঠস্বর, 'আপনার কল, মি. বাবি, ইউনিক প্রিন্টিঙের সাথে কথা বলুন।'

স্বাভাবিক গলায় কথা বলল সোরিন বাবি, জানে মাইক্রোফোন ঠিকমতই পৌছে দেবে। 'স্টিফেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সোরিন বাবি।'

'আরে, হ্যালো, সোরিন? তুমি ইংল্যান্ডে নাকি...?'

'না, আমার অফিস জুরিখে...'

'ভাবলাম তুমি বুঝি লাঞ্চের দাওয়াত দেবে। তোমার গলা এত পরিষ্কার...'

'ঠিক ধরেছ, লাঞ্চ খেতেই ডাকছি বটে, তবে জুরিখে।'

'ওহ্ গড, কী সৌভাগ্য! কিন্তু হায়, এক দণ্ড সময় নেই...'

'আরে রাখো। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাচ্ছে আমাদের হেলিকপ্টার, বুঝলে। কোম্পানীর প্লেনে করে সরাসরি চলে এসো...'

'আলফা, তোমাদের আলফা? সোরিন, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি বলো তো? অনেক দিনের ইচ্ছে তোমাদের একটা আলফায় চড়ব। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো?'

'আগে এসোই তো! তাহলে সে-কথাই রইল। একটার দিকে দেখা হবে

তোমার সাথে।'

'তোমরা টাইকুনরা কখন যে কি করো!' স্টিফেন ব্লোচার সোরিন বাবিকে ভাল করেই চেনে, জানে এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। আলফা পাঠিয়ে তাকে যখন জুরিখে নিয়ে যেতে চাইছে, গুরুতর কিছু একটা না ঘটেই পারে না। যেতে তাকে অবশ্যই হবে।

ঘটনাচক্রে ভিক্টর মার্জিন জুরিখেই ছিল, লাঞ্চে সে-ও ওদের সাথে যোগ দিল।

লন্ডনে বসে সোরিন বাবির সাথে টেলিফোনে কথা বলল স্টিফেন ব্লোচার, কয়েক মিনিট পরই মিডোর একজন লোক ইউনিক প্রিন্টিঙে পৌঁছে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে দেখা করতে চাইল। সেই সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতিতে স্টিফেন ব্লোচার অ্যাকাউন্টস ফাইলটা সাথে করে জুরিখে নিয়ে এল। লাঞ্চের অর্ডার দেয়া হয়েছে, এই ফাঁকে ফাইলটা পড়ে নিল ভিক্টর মার্জিন।

হার্ভার্ড থেকে পাস করেছে ভিক্টর মার্জিন, বয়স পঞ্চাশ, মিডোর ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস নামে খ্যাতি আছে তার। মিডো বোর্ড-এর চেয়ারপারসন লিনা অটারম্যানের ফিন্যানশিয়াল অ্যাডভাইজার সে। ফাইল পড়া শেষ করে মুখ তুলল, স্টিফেন ব্লোচারকে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পেরেছ কিভাবে কি করা হয়েছে?' ধরেই নিয়েছে, ত্রিশ মিনিট প্লেনে থাকার সময় ফাইলটা পড়েছে সে। স্টিফেন ব্লোচার মাথা ঝাঁকাল।

লাঞ্চ পরিবেশন করার পর কথা বলল, 'সত্যি আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। অবশ্যই আমরা অতিরিক্ত টাকাটা ফিরিয়ে দেব, ইন্টারেস্ট সহ।'

সোরিন বাবি ফাইলটা দেখেনি। ভিক্টর মার্জিন ব্যাখ্যা করল। 'দশম বার্ষিকী উপলক্ষে পুস্তিকাটা ওদেরকে আমরা ছাপতে দিয়েছিলাম। ওরা আমাদেরকে একটা সেটিং প্রাইস আর একটা প্রিন্টিং প্রাইস জানায়, পরবর্তী প্রতি হাজার ছাপলে রেট কি হবে তাও বলে দেয়। শুধু যদি এক হাজার ছাপা হয়, বিল হবে দু'হাজার সাতশো পাউন্ড স্টার্লিং। আমরা যদি দশ হাজার পর্যন্ত "রান অন"-এর অর্ডার দেই, বিলের সাথে মাত্র তিন হাজার পাউন্ড স্টার্লিং যোগ হবে কারণ এরইমধ্যে আমরা টাইপসেটিঙের খরচা দিয়ে রেখেছি। বলাই বাহুল্য, এই প্রাইস স্ট্রাকচারে আমরা রাজি হই।'

'প্রিন্টিং ব্যবসায় এটা একটা সাধারণ নিয়ম,' বলল স্টিফেন ব্লোচার।

'কিন্তু আমরা যখন ফাইন্যাল বিলটা পেলাম, দেখা গেল "রান অন" প্রাইসের যেন কোন অস্তিত্বই নেই,' বলল সোরিন বাবি।

'হ্যাঁ, তাই ঘটেছে,' ভিক্টর মার্জিন প্লেটে ফর্ক রেখে দিয়ে বলল। 'এক হাজার ছাপতে যে টাকা লাগল, দশ হাজার ছাপতে লাগল তার ঠিক দশগুণ।'

সোরিন বাবি কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারও খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। 'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,' বলল সে, বিস্ময় কাটছে না। 'এই অসঙ্গতি কমপিউটারে ধরা পড়েনি কেন? চুক্তিপত্র যখন চূড়ান্ত হলো নিশ্চয়ই তখন চুক্তিপত্রের শর্তগুলো একটা ডাটা বেসে তুলে রাখা হয়েছে। হিসাবটা অনুমোদন পাবার পর চেক রেডি করা হয়, তার আগে চুক্তির শর্তগুলো দেখে নেয়ার নিয়ম আছে। ওই চুক্তিপত্রের

একটা ভেরিফিকেশন কপি অবশ্যই স্টিফেনের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সাথে থাকার কথা কাজ শুরু করার জন্যে আমাদের অনুমোদন।'

'ঠিক,' বলল ভিক্টর মার্জিন। স্টিফেন ব্লোচারের ফাইল থেকে একটা ডকুমেন্ট বের করল সে। 'এই তো সেটা।'

ডকুমেন্টটা নিয়ে চোখ বোলাল সোরিন বাবি।

'বুঝতে পারছ কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল ভিক্টর মার্জিন। 'কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন থেকে রান-অন প্রাইস বাদ দেয়া হয়েছে। স্বভাবতই কমপিউটর যদি পড়ে প্রতি হাজারে দু'হাজার সাতশো পাউন্ড স্টার্লিং, পে-ও করবে দশগুণ আমরা যদি দশ হাজার ছাপি। তোমার অ্যাকাউন্ট সেকশন কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন পড়েছে, রান-অন টার্মস ছিল না তাতে। তাদের চোখে কোন ক্রটি ধরা পড়ার কথা নয়, ভেরিফিকেশন দেখে হিসেবটা অনুমোদন করেছে তারা।'

'কিন্তু ইউনিক প্রিন্টিঙের কারও চোখে ধরা পড়ল না?'

স্টিফেন ব্লোচার গম্ভীর, আবারও সে তার ফর্ক নামিয়ে রাখল। 'বুঝতে পারছি কিরকম দেখাচ্ছে ব্যাপারটা,' বলল সে। 'কারচুপি করে টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করেছি আমরা, তাই না? একটা কাজের মূল্য সম্পর্কে একমত হলাম, তারপর বিল করলাম দশগুণ, টাকাটা পেয়েও গেলাম। বাট অনেস্টলি, তোমাদের এত বেশি কাজ আমাদের করতে হয় যে মিডোর বড় চেকগুলো লেজারের মাধ্যমে পার করে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। লেজার ক্লার্ককে প্রিন্টিং সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্যে বেতন দেয়া হয় না, কমপিউটর আর কাগজ পড়ে যা পায় তাই নিয়ে কাজ করে সে। এক্ষেত্রে কি ঘটেছে? একটা কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন পড়েছে সে, তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া। আমাদের কাছ থেকে পেয়েছে একটা ইনভয়েস। তারপর তোমরা একটা চেক পাঠিয়েছ। তিনটে জিনিসই পরস্পরের সাথে মেলে, কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখেনি সে। কাজেই চেকটা ব্যাংকে জমা করা হয়।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আজ আমি আমার ব্যক্তিগত চেক বইটা সাথে করে নিয়ে এসেছি। তোমরা যদি আমাকে জানাও অতিরিক্ত যে টাকাটা আমরা নিয়েছি তার সুদ কত তাহলে···'

'তার কোন দরকার নেই,' শান্তভাবে বলল ভিক্টর মার্জিন। 'আমরা যাকে ধরতে চাইছি সে তুমি নও। লোকটা যে-ই হোক, সন্দেহ নেই অতিশয় পাকা চোর। ডাটা বেস থেকে কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন বদলে ফেলেছে। এক জায়গা থেকে নয়, চুরি করেছে পাঁচ জায়গা থেকে।'

মেকোগান, ইন্ডিয়ানার টাউন ক্লার্ককে টেলিফোন করল চার্লি ফ্রানসি। নিজের পরিচয় দিল লী হার্ভে। বলল, তার একটা চাকরি হতে যাচ্ছে, কাজেই বার্থ সার্টিফিকেট দরকার। টাউন ক্লার্ক লী হার্ভের বাপকে এক সময় চিনত, শুনেছে লী হার্ভের একমাত্র মেয়েটা অকালে মারা গেছে, কাজেই টেলিফোনে সদয় ব্যবহার করল সে। তাকে একটা হোটেলের ঠিকানা দিল চার্লি ফ্রানসি, বার্থ সার্টিফিকেটটা ওখানে পাঠিয়ে দিলেই সে পেয়ে যাবে। তার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো টাউন ক্লার্ক। টেলিফোন বুদ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। কোথাও তার

আটকাচ্ছে না, প্রতিটি কাজ সহজেই সারতে পারছে। ধনী হতে আর বেশি দেরি নেই।

তিন

ফিকে সবুজ, হালকা নীল আর কালো রঙের প্লেন; মিডোর প্রাইভেট একজিকিউটিভ জেট আলফা মার্ক টু, জুরিখের আকাশে উদয় হলো ভিন দেশী অচেনা পাখির মত। সাথে সাথে ল্যান্ড করার ক্লিয়ার‍্যান্স পেয়ে গেল পাইলট, মন্থরগতিতে গড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় থামার আগেই দেখা গেল একজন কাস্টমস অফিসার সেখানে অপেক্ষা করছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একমাত্র আরোহী মাসুদ রানা।

'এনিথিং, মি. রানা?' চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল কাস্টমস অফিসার।

জ্যাকেটের সাইড পকেট থেকে আলতোভাবে কালো একটা বাক্স বের করে খুলল রানা।

বাক্সের ভেতরটা দেখে শিস দিল অফিসার। 'কি ওটা?' জানতে চাইল সে।

'দ্য অর্ডার অভ দ্য নীজ্ন্ অভ দ্য শেভ্যালিয়্যার দ্'ওর।'

'একটা উপহার, মি. রানা?'

'পুরস্কার বলতে পারেন...মরক্কোর বাদশা দিয়েছেন।'

'তাহলে ওটাকে ব্যক্তিগত অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করা যায়,' বলল অফিসার। 'ইট'স আ বিউটিফুল থিং অ্যান্ড আ গ্রেট অনার। ইউ মাস্ট বি ভেরি প্রাউড...'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষীণ হাসল রানা, বিনয় সংযম এবং সামান্য গর্ব সহ তার এই ভঙ্গিতে আরও অনেক কিছু প্রকাশ পেল। টারমাকের বাকি বিস্তৃতিটুকু হেঁটে চলে এল এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের পাশে অপেক্ষারত মার্সিডিজের কাছে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে মিডোর ইউনিফর্ম পরা শোফার, স্যালুট করল ওকে।

মাসুদ রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ স্পাইদের অন্যতম একজন। তার কাঁধে রয়েছে দেশমাতৃকার বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার কঠিন গুরুদায়িত্ব। অসমসাহসী এই বাঙালী যুবক জ্ঞানে-গরিমায়, শিক্ষায়-অভিজ্ঞতায়, চিন্তায়-মননে আর দশজনের চেয়ে কিছুটা আলাদা। প্রয়োজনে সে নিষ্ঠুর চণ্ডাল হতে পারে, শত্রুহননে দয়ামায়াহীন পাষাণ। তার ভেতর মিথ্যে ভান, অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা নেই, কারণ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সে, জানে মানুষের শ্রেষ্ঠ সুন্দর রূপটি অধিকার করার সাধনায় তাকে বিজয়ী হতে হবে। বাংলার জলবায়ুর মতই তার রয়েছে কোমল একটা মন, সবার ওপর মানুষ শ্রেষ্ঠ এই ধ্রুবসত্যে বিশ্বাস। তার রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, গোটা অস্তিত্ব জুড়ে অজানাকে জানার অজেয়কে জয় করার দুর্মর আকুতি। অস্থির। হাতে কাজ না থাকলে মাঝে মধ্যেই ভবঘুরের মত নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে রানা, পরিচয়হীন অভিযাত্রী, কোথায় চলেছে বা কি উদ্দেশ্য নিজেরই কোন ধারণা নেই। পিছনে পড়ে থাকে তার

পরিচয়, দায়-দায়িত্ব, ঠিকানা আর যোগাযোগ। নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়ায়, পরিচিত হয় বিচিত্র সব মানুষের সাথে। হাসি-আনন্দে কেটে যায় রোমাঞ্চে ভরপুর কয়েকটা দিন, আবার কখনও বা জড়িয়ে পড়ে সঙ্কট আর যুদ্ধে। তারপর একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে, আবার কাঁধে তুলে নেয় দায়িত্ব। চলাতেই ওর আনন্দ। চলতে চলতে স্পর্শ করে জীবনকে। সঞ্চয় করে অনেক তিক্ত-মধুর স্মৃতি। মনের মণিকোঠায় অমূল্য রতনের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে আবার বেরিয়ে পড়ার একটা ব্যাকুল ইচ্ছা।

অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথেও রানা জড়িত। রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সে। রানা এজেন্সি বি.সি.আই-এরই একটা কাভার, দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে এজেন্সির শাখা রয়েছে। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন, নুমা, রেবেকার জাহাজ ব্যবসা, লিনার মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম ইত্যাদি আরও কয়েকটি সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় তাকে।

এগুলোর মধ্যে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের সাথে রানার সম্পর্ক ঠিক অফিশিয়াল নয়। ব্যারনেস লিনা অটারম্যানের সাথে রানার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময়।* ব্যারন মিডো অটারম্যানের বিধবা স্ত্রী লিনার সাথে জটিল বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল রানা। লিনাকে খুন করতে যাওয়ার মুহূর্তে নিজের ভুল উপলব্ধি করে রানা, সেই থেকে অদ্ভুত এক বাঁধনে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পড়েছে ওরা, যে বাঁধন ওদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করে না, বা পিছুটানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। আগে বা পরে আরও অনেক মেয়ে ভালবেসেছে রানাকে, কিন্তু ব্যারনেস লিনা তাদের সবার থেকে আলাদা। রানার প্রতি লিনার প্রেম পরিমাপ করা সম্ভব নয়, সেই সাথে রানার প্রতি তার কৃতজ্ঞতারও বুঝি কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই মিডো স্টীলের বড় একটা শেয়ার রানার নামে লিখে দিয়েছে লিনা, সেই সূত্রে মিডো বোর্ডের একজন ডিরেক্টরও বটে রানা। তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদেও থাকতে হয়েছে হেড অভ দ্য টেকনিক্যাল সেলস। তাছাড়া গোটা মিডো সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকটাও তাকে দেখতে হয়, মাঝে মধ্যেই লড়তে হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ আর স্যাবোটাজ-এর বিরুদ্ধে। মিডোর যে বিশাল আকার-আকৃতি, প্রতি বছর উৎপাদন আর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ খাতে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করতে হয়। প্রতি মাসেই মিডোর গবেষকরা নতুন কিছু না কিছু আবিষ্কার করছে, প্রতিপক্ষরাও সেগুলো গোপনে চুরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ-ধরনের অন্যান্য সমস্যা সংখ্যায় কম নয়, সামাল দেয়ার জন্যে রানা এজেন্সির কয়েকজন এজেন্টকে মিডোর বিভিন্ন কারখানায় এবং অফিসে বসানো হয়েছে। হঠাৎ মাঝে মধ্যে এমন দু'একটা সমস্যা দেখা দেয়, হালে পানি পায় না তারা, তখন ডাক পড়ে মাসুদ রানার। ডাক পেয়ে চলে আসে সে, বুদ্ধির খানিকটা ব্যায়াম হয়, সেই সাথে লিনার মধুর সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হয়।

---

* শ্বেত সন্ত্রাস দেখুন

রানা এজেন্সির একটা কাজে মরক্কোয় ছিল রানা, কাজটা শেষ করেছে এই সময় ব্যারনেস লিনার আমন্ত্রণ পায় সে। কাজেই রাবাতে আয়োজিত অঘোষিত রাজকীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে সরাসরি জুরিখে চলে এসেছে।

রাবাতে রানা এজেন্সি খুব জটিল একটা পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। মরক্কোর বাদশা মাসখানেক আগে ড্রাগস স্মাগলারদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পাকড়াও অভিযান শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আধা-সামরিক বাহিনীকে, সেই থেকে ঘটনার সূত্রপাত। গোপন সূত্রে রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে খবর আসে, স্মাগলারদের সাহায্য-পুষ্ট আধা-সামরিক, সামরিক এবং পুলিস বিভাগের কিছু অফিসার বাদশার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশী কূটনীতিকদের মাধ্যমে খবরটা জানানো হলে বাদশা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, রানা এজেন্সি যদি এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার কাজে সিকিউরিটি ফোর্সকে সহায়তা করে তাহলে অত্যন্ত খুশি হবেন তিনি। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশ পেয়ে বাদশার প্রস্তাবটা গ্রহণ করে রানা, এবং একটানা আঠারো দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং জীবনের ওপর বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে গোটা মরক্কো জুড়ে কম্বিং অপারেশন চালায়। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, জেল-হাজতে ভরা হয়েছে স্মাগলারদের, এবং সশস্ত্রবাহিনীর কিছু সদস্যকে পাঠানো হয়েছে কোর্ট-মার্শালে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় লাঞ্চ খাবার জন্যে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয় রানাকে, সেখানে বাদশা নিজ হাতে ওকে দান করেন পদকটি।

মার্সিডিজ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল শোফার, জানে সীটে রাখা মেসেজগুলো ঠিকই দেখতে পাবে রানা। এক এক করে এনভেলাপগুলো খুলল রানা। প্রথমটা, স্বভাবতই, লিনার হাতে লেখা। 'ওয়েলকাম ব্যাক, ডার্লিং। তুমি আসছ তাই সব কাজ আগেভাগে সেরে রেখেছি, যাতে আমাকে তোমার যখন যেভাবে খুশি দরকার হলেই পেতে পারো।' পরের এনভেলাপটা ওর অন্যতম সেক্রেটারি পাপিয়া রহমানের, 'ওয়েলকাম, স্যার। অগ্নিপরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি।'

সোরিন বাবি লিখেছে, 'পৌঁছুনোর সাথে সাথে তোমার সাথে আমার দেখা হওয়াটা জরুরী।' রানা ধারণা করল এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিশ্চয়ই কোন ধাঁধায় পড়েছে বাবি। সবশেষের এনভেলাপটা ভিনসেন্ট গগলের। রানার এই অদ্ভুত পুরানো বন্ধুটিও মিডোর একজন ডিরেক্টর, মোটা টাকার শেয়ার কেনার সূত্রে। সে লিখেছে, 'কংগ্রাচুলেশন্স, শেভ্যালিয়্যার।' আপনমনে ক্ষীণ একটু হাসল রানা, জানে পুরস্কার পদক ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে গগল। মিডো বিল্ডিঙের গ্রাউন্ড ফ্লোর কার পার্কে থামল মার্সিডিজ, বোতাম চাপ দিয়ে রানা দরজা না খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল শোফার, তারপর ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে গাড়ি নিয়ে নেমে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কের দিকে। ব্যারনেস লিনার রোলস রয়েস রয়েছে ওখানে, পাশে ভিক্টর মার্জিনের লিংকন, তার পাশে একটা ডিনো ফেরারি–সম্ভবত গগলের সর্বশেষ খেলনা। লিফট কিউবিকল-এ ঢুকে দেয়ালে ফিট করা মাইক্রোফোনে নিজের নাম বলল রানা, তারপর লিফটে চড়ল।

বন্ধ হলো দরজা। কমপিউটর ওর ভয়েস-গ্রাম পড়েছে, সংরক্ষিত নমুনার সাথে মিলিয়েছে, কাজেই বোতামে চাপ দিলে লিফট সচল হবে এখন। হস্তরেখার মত প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র, আর এই লিফট শুধু যাদের কণ্ঠস্বর ডাটা ব্যাংকে রেকর্ড করা আছে সেই অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই বহন করবে। সাবলীল ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠে এল লিফট, টেকনিক্যাল সেলস ফ্লোরে নামল রানা। বাঁ দিকে ঘুরে করিডর ধরে এগোল ও, দেখা হলো না কারও সাথে। বন্ধ দরজাগুলোর ভেতর থেকে টাইপরাইটার আর হাই-স্পীড প্রিন্টারের খটাখট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, কাজের লোকেরা সবাই খুব ব্যস্ত।

নিজের অফিসে অপেক্ষা করছিল ক্রিস্টিন ওটো। হাড় জিরজিরে পঞ্চাশোত্তীর্ণা, দক্ষ এবং চটপটে, জুরিখ অফিসে রানার দ্বিতীয় সেক্রেটারি, শুধু বৈধ সেলস-এর দিকটা দেখাশোনা করে। ওকে দেখামাত্র অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠল তার চেহারায়, কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে হাসলে ফোটে ওগুলো, এবং রানার অনুপস্থিতিতে এ-ধরনের হাসি তার মুখে দেখা গেছে এমন কোন রেকর্ড নেই। চেয়ার ছেড়ে ছুটে এল সে, অভিযোগের সুরে বলল, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার! একেবারে শুকিয়ে দেখছি কাঠ হয়ে গেছ!' মহিলার সন্তানাদি নেই, রানাকে অত্যন্ত আদর করে।

'কেমন আছেন, মিসেস ওটো?' হেসে ফেলল রানা, ওজন বাড়লেও অভিযোগটা শুনতে হয় ওকে। 'কাজকর্মের খবর কি?'

'এক হাজার চিঠি জমা হয়েছে, কিন্তু সে-সব পরে হবে'খন। তোমাকে বাবা খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও...'

নিজের ইনার অফিসে চলে এল রানা, বন্ধ করল দরজা, জানে নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও দরজাটা পাহারা দেবে ক্রিস্টিন ওটো। ড্রেসিংরুমে ঢুকে বিবস্ত্র হলো, প্রায় শুকিয়ে আসা কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল অন্যমনস্কভাবে। ছুরির কিনারা শুধু ছুঁয়ে দিয়েছিল, ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তবে রাবাতের আতঙ্ক গুণ্ডাসর্দার যতদিন বেঁচে থাকবে দুঃস্বপ্নের মত স্মরণ করবে রানার কারাতে কোপ। ভিজে তুলো দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করল রানা, তারপর শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গরম পানিতে গোসল করল। ক্ষতটায় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে প্লাস্টার দিয়ে ঢাকল। ওয়ার্ডরোব খুলে কাপড় বাছাই করল—গাঢ় রঙের হাফ-ওয়েট স্যুট, সী-আইল্যান্ড কটন শার্ট, সুলকা টাই।

অফিসে ফিরে এসে ক্রিস্টিনা ওটোর রেখে যাওয়া মেজেসগুলোর ওপর চোখ বোলাল। কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পল ওয়াকার লেখা একটা ফাইলের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল সব, সে-ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এরপর একদিকের দেয়াল লক্ষ্য করে এগোল, বসল একটা সোফায়। কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সোফার পিছনে, কালো চামড়ার নিচে লুকানো নবে চাপ দিল। গোটা দেয়াল, সোফাসহ, ঘুরে গেল আধ পাক। দেয়ালের অপর দিকটাও হুবহু একইরকম দেখতে, ফ্রেমে আটকানো রয়েছে একই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দুটো সোফা সেটের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় কামরাটা অবশ্য একটু ছোট। ডেস্কের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের চেয়ারপারসন ব্যারনেস লিনা অটারম্যান। রানার প্রতি যার মনোযোগ, শুভকামনা, কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের কোন তুলনা হয় না। রানার জীবনে আগেও অনেক মেয়ে এসেছে, আজও

আসে, কিন্তু সোহানা চৌধুরী ছাড়া ব্যারনেস লিনার মত আর কারও কাছ থেকে এই মাত্রার স্বাধীনতা এবং প্রশ্রয় কখনও পায়নি বা পাবার আশাও করে না ও।

আটটা কামরা নিয়ে এই অফিস, মিডোর প্রধান অফিস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা। এটার অস্তিত্ব এমনকি বোর্ড ডিরেক্টরদেরও অনেকের জানা নেই। অল্প কয়েকজন যারা জানে তারা হলো কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আর সেক্রেটারি, যারা প্রয়োজনে এই অফিসে বসে কাজ করে। বিশাল মিডো সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্যে নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু রিসার্চার, এঞ্জিনিয়ার, অ্যানালিস্ট, সিকিউরিটি অফিসার, অডিটর, পলিটিক্যাল এবং পাবলিক রিলেশন্স এক্সপার্ট; এদের সাথে মাঝে মধ্যেই একান্তে কথা বলার দরকার হয় ব্যারনেস অটারম্যানের। ঘানায় নক্রুমা ক্ষমতাচ্যুত হবার অনেক আগেই খবরটা জেনে ফেলে এই অফিস, ফলে আফ্রিকা থেকে মিডো তার ইনভেস্টমেন্ট প্রত্যাহার করে নেয়ার সময় পায় হাতে। জেনারেল আমীন এশিয়ানদের বের করে দিলেন উগান্ডা থেকে, তার আগেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী আর ডকুমেন্টস কাম্পালা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল মিডো। মিডোর ফ্যাক্টরিতে বোমা ফাটাবার পরিকল্পনা করল ইরা, বোমাগুলো কিভাবে কোথায় ফিট করা হলো মিডোর এক্সপার্টরা সব ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশনে দেখতে পেয়েছিল। বোমাগুলো অকেজো করল ব্রিটিশ আর্মি নয়, ট্রেনিং পাওয়া রানা এজেন্সির এজেন্টরা, রানা তাদেরকে এই কাজের জন্যেই উত্তর আয়ারল্যান্ডে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। মানাগুয়া থেকে ভূমিকম্পের খবর এল, মারা গেল কয়েক হাজার মানুষ, একটা মিডো আলফা খাবার আর মেডিক্যাল সাপ্লাই নিয়ে অকুস্থলে যখন পৌছুল দেখা গেল রিলিফ নিয়ে তারাই সবার আগে এসেছে।

শিরদাঁড়া খাড়া করে প্যাপিয়া রহমানের রিভলভিং চেয়ারে বসেছে ব্যারনেস লিনা, চোখে ব্যাকুল প্রত্যাশা। দেয়ালটা ঘুরতে শুরু করল দেখে হেলান দিয়েছে সে, হাসির রূপ নিয়ে গোটা অবয়বে ছড়িয়ে পড়ল খুশি। সুডৌল দুই কাঁধের মাঝখানে সরু লম্বা গলা, মাখন রঙা ত্বকে লাবণ্য আর উজ্জ্বলতার প্রলেপ, গলার ওপর মুখ আকৃতিতে ঠিক যেন একটা পদ্ম। গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে পকেটবহুল একটা স্যুট পরে আছে সে, রেশমের মত ফুলে থাকা চুল জড়ো হয়ে আছে দুই কাঁধে। 'আমি নাটোরের বনলতা সেন নই,' সহাস্যে বলল সে। রানারই উৎসাহে বেশ কিছুদিন বাংলা ভাষা আর কাব্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। 'তবু বলি, এত দিন কোথায় ছিলে?'

'এদিকে এসো,' বলে হাত দুটো সামনে লম্বা করে দিল রানা। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে এল লিনা, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে, তারপর সোফার সামনে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল। তার গালের দু'পাশে হাত রাখল রানা, নিজের দিকে টানল, চুমো খেলো ঠোঁটে। পরস্পরের প্রতি ওদের সমস্ত অনুভূতি আর ভালবাসার অস্তিত্ব এই দীর্ঘ মন্থরগতি চুম্বন যেন নতুন করে ঘোষণা এবং সমর্থন দান করল। 'তোমার অনুপস্থিতি ভুলে থাকার জন্যে কাজের ভেতর ডুবে ছিলাম, রানা। নিজেকে এক মুহূর্ত অবসর দিইনি।'

'আর আমি শুধু বেছে বেছে ঝুঁকি আছে এমন কাজগুলোয় হাত দিয়েছি।'

রানার গাল স্পর্শ করার জন্যে হাত তুলল লিনা, কাঁধে ছোঁয়া পেয়ে চোখ

কোঁচকাল রানা। 'ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস, চেহারায় উদ্বেগ। 'দেখতে দাও আমাকে...'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'ছুরিটা ঠিকমত লাগাতে পারেনি।'

'তুমি সংশোধনের অযোগ্য।' লিনা জানে, ক্ষতটা যদি মারাত্মক হত কোন ডাক্তারকে নিশ্চয়ই দেখাত রানা। বোকার মত ঝুঁকি নেয়ার মানুষ নয় সে। 'খুব খুশি হয়েছি বাদশার কাছ থেকে অর্ডার পেয়েছ শুনে।'

'সবাই দেখছি সব কিছু জানে!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা।

'সাংবাদিকরা নাছোড়বান্দার মত ঘুর ঘুর করছিল, বাধ্য হয়ে একটা বিবৃতি দিতে হয় আমাকে। বলেছি, "কোম্পানীর সদস্য এবং রাজপরিবারের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করা আমাদের পলিসি নয়। তাছাড়া, আলোচ্য ব্যক্তি মরক্কোয় মিডোর কোন দায়িত্ব পালন করছিলেন না বিধায়..." ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার বলো, পদকটা পেয়ে কেমন লাগছে তোমার?'

'এই মুহূর্তে একটামাত্র সম্মান পাবার জন্যে লালায়িত আমি,' সহাস্যে বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে কোথাও সাপার খেতে যাব।'

'নিশ্চয়ই কোন রেস্তোরাঁয় নয়?' হাসি গোপন করে জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস।

'তা যে নয় তুমি ভাল করেই জানো,' বলল রানা। 'বললাম না, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমি শুধু ঝুঁকিবহুল কাজগুলো হাতে নিচ্ছিলাম।'

'পাপিয়া কোথায় জানতে চাইছ না যে?'

'এটুকু জানি যে তার চাকরি যায়নি।'

'বোর্ড মীটিঙের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পাঠিয়েছি ওকে,' বলল ব্যারনেস। 'দুঃখিত, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার হাউসকীপারকে বিদায় করে দিয়েছি।' জুরিখে মিডোর কাজে এলে কোম্পানীর কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা হয় রানার। ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল লিনা, চুমো খেলো। 'আজ সারাদিন আমি অফিস করিনি, রানা। তোমার কিচেনে ছিলাম। আমি জানি কি কি খেতে ভালবাস তুমি...'

লিনাকে আরও কাছে টানল রানা, টেনে সোফায় তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ব্যারনেস। রানা হতভম্ব।

'সোরিন বাবি,' বলল লিনা। 'আর ভিক্টর মার্জিন। দু'জনেই তোমার সাথে কথা বলতে চায়। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।'

'গুরুত্বপূর্ণ মানে...এখনই?'

'আমিও ঠিক সেই ভয়ই করছি, শেভ্যালিয়্যার রানা।'

চার

নিউ ইয়র্কে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে চার্লি ফ্রানসি। ফিফথ্ এভিনিউ, রকফেলার সেন্টারে এল সে, পাসপোর্ট অফিসে ঢুকল। সাথে রয়েছে নিজের পাসপোর্ট সাইজ

ফটোগ্রাফ আর বার্থ সার্টিফিকেট, লী হার্ভের সোশাল সিকিউরিটি কার্ডটাও সাথে আনতে ভোলেনি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক ফটো, ফটোর পিছনে সই, পূরণ করা ফর্ম, বার্থ সার্টিফিকেট খুঁটিয়ে দেখল, তারপর একটা পিনে আটকে নিয়ে সবগুলোয় এক এক করে অফিশিয়াল সীল মারল। 'ঠিক আছে, মি. হার্ভে,' বলল মেয়েটা, 'দু'হপ্তার ভেতর পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন। কোথায় পাঠাব বলে যান।'

'পাঠানোর দরকার নেই, আমি এসে নিয়ে যাব,' শিস দিতে দিতে পাসপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি।

টিনা সিরিলকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল তার মা, আর মদ্যপানজনিত সমস্যায় কাবু কুৎসিত হোৎকা বাবার আদর-যত্ন কোনদিনই তার কপালে জোটেনি। বাড়ির পাশেই ছিল একটা ব্যবহৃত গাড়ি বেচা-কেনার বিশাল ব্যবসা, সেখানে মেকানিকের কাজ করত লোকটা। পাড়ার গ্রেড স্কুলে লেখাপড়া শুরু হলো টিনার, ফ্র্যাঙ্কলিন হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করল। কিশোরী টিনা যুবকদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না, লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই তার একমাত্র সাধনা। বাড়িতে মদ্যপ বাবার আচরণ সহ্য করার মত নয়, কিন্তু মুখ বুজে নিজের কাজ করে চলেছে সে। পাস করার পর সেক্রেটারিয়্যাল স্কুলে ভর্তি হলো। রেগে গিয়ে তার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দিল বাবা। তার ইচ্ছে সে যে কোম্পানীতে চাকরি করে সেখানেই ক্লার্ক হিসেবে যোগ দিক টিনা। বাধ্য হয়ে একটা রেস্তোরাঁয় বাসনকোসন ধোয়ার কাজ নিল মেয়েটা। তার দৃষ্টি নদীর ওপারে, ম্যানহাটনের দিকে। সময় পেলেই টাইমস্ স্কয়্যার আর ব্রডওয়ে ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটে, আর স্বপ্ন দেখে কোর্স শেষ করে বিশাল কোন কোম্পানীর মস্ত কোন ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি পেয়ে গেছে। তার যা চেহারা, টিভি বা সিনেমায় ভাল করতে পারত, কিন্তু সেদিকে কোন আগ্রহ নেই তার। তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে অঙ্ক, কম্পিউটর, কোন ব্যাংকের হেড অফিস ইত্যাদি। সেক্রেটারিয়্যাল কোর্স শেষ করে সি.পি.এ-তে ভর্তি হলো টিনা, রাতে ক্লাস করবে। আলফ্রেড বোনার-এর সাথে দেখা না হলে কোর্সটা ঠিকই শেষ করতে পারত সে। আলফ্রেড বোনার নাইট স্কুলেরই টীচার, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক রাতে টিনাকে ব্যবহার করল সে। কিছুদিন পর জানা গেল টিনা অন্তঃসত্ত্বা, খবর শুনে গায়েব হয়ে গেল আলফ্রেড বোনার। মরিয়া হয়ে সুদখোর এক লোকের কাছ থেকে এক হাজার ডলার ধার করে গর্ভপাত ঘটাল টিনা। টাকাটা ফেরত দিতে দীর্ঘ দু'বছর সময় লাগল তার, রেস্তোরাঁটায় নাইট শিফটেও কাজ নিতে হলো তাকে, ফলে পড়াশোনার জন্যে সময় থাকল না।

সুদখোর লোকটা সুদের সুদ আদায়ের জন্যে অফিসের পিছন দিকের একটা ঘরে সোফায় শুতে বাধ্য করত টিনাকে। যে দিন শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ করল টিনা, দুর্ঘটনাবশত লোকটার গোপন জায়গায় এত জোরে চাপ দিয়ে ফেলে যে মাসখানেক সে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এরপর বাবাকে বিদায় জানিয়ে নদী পেরোল টিনা, প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কখনও ফিরবে না।

ইন্টারভিউ দিয়ে মিডো স্টীলে ঢুকল টিনা সিরিল, ফাইলিং ক্লার্ক হিসেবে।

অ্যাকাউন্টিং স্কুলে অল্প দিন পড়াশোনা করলেও যা শিখেছিল কিছুই ভোলেনি সে, একটা লেজার কিভাবে সামলাতে হয় তা তার জানা ছিল। শেখার অদম্য আগ্রহ, অকাতর পরিশ্রম, মেধা আর উচ্চাভিলাষ ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সাহায্য করল তাকে। মিডোতে ঢোকার পর থেকে একটাই স্বপ্ন তার, একটা ডিপার্টমেন্টের প্রধান হওয়া। এই মুহূর্তে চূড়া থেকে আর মাত্র একটা ধাপ নিচে রয়েছে সে, এই ধাপটা টপকাতে পারলেই তার স্বপ্ন সার্থক হবে। আর ঠিক এই মুহূর্তেই কিনা কোথাকার কোন এক বেজন্মা শয়তান তার অ্যাকাউন্ট নিয়ে উল্টোপাল্টা করেছে! এর পরিণতি কি হতে পারে জানা আছে টিনা সিরিলের। ডেল্টা টিউবকে বেশি টাকা দিয়ে ফেলার ঘটনাটা কেন ঘটল তা যদি আবিষ্কার করা সম্ভব না হয়, মিডোতে তার পদোন্নতির সম্ভাবনা চিরকালের জন্যে উধাও হয়ে যাবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না টিনা, ডেল্টা ইনভয়েস যে-ই রদবদল করে থাকুক, তাকে খুঁজে বের করবে সে। কিন্তু তার আগে প্রথমে তাকে কমপিউটর সম্পর্কে জানতে হবে।

ছ'ফুট, খুব বেশি হলে ছ'ফুট এক ইঞ্চি, আন্দাজ করল টিনা সিরিল। ওজন…দুশো থেকে দুশো বিশ পাউন্ডের মধ্যে। লোকটাকে অনেকদিনই কমপিউটর রুম থেকে বেরোতে দেখেছে সে। শিং-এর তৈরি মোটা ফ্রেমের চশমা পরে, ওটা যেন তার সরু লম্বাটে মুখকে নিখুঁত দু'ভাগ করে রেখেছে। আজকাল আবার লম্বা চুল রাখার ফ্যাশন চালু হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা চুল কাটে ছোট করে। কাপড়চোপড় ভালই, তবে একটু পুরানো মডেল। পাঁচটায় অফিসের কাজ শেষ করে এলিভেটরে করে নেমে এল টিনা, লবিতে অপেক্ষায় থাকল। বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্র-পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করলেও একটা চোখ থাকল এলিভেটরের দিকে। কর্মচারীরা দলে দলে বেরিয়ে আসছে লবিতে, বিশেষভাবে কেউ লক্ষ করছে না তাকে। চশমা পরা লোকটা পাঁচটা পনেরো মিনিটে তিন নম্বর এলিভেটর থেকে নামল, ভিড়ের সাথে বেরিয়ে গেল আউটার সুইং ডোর ঠেলে। পিছু নিল টিনা।

রাস্তায় নেমে ডান দিকে বাঁক নিল লোকটা, সিক্সথ এভিনিউ ধরে দুটো ব্লক পেরোল, হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততার কোন ভাব নেই। বরাবর ত্রিশগজের মত পিছনে থাকছে টিনা। পরবর্তী ব্লকের কোণে একটা কফি শপ, ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। টিনা ঢুকে দেখল ইতোমধ্যে একটা টেবিলে বসেছে সে, দ্বিতীয় চেয়ারটা খালি। ভেবেচিন্তে একটা খালি টেবিল দখল করল টিনা, একটু দূরে হলেও মুখ তুললেই সামনে তাকে দেখতে পাবে লোকটা।

শুধু কফির অর্ডার দিল টিনা, কাপে চুমুক দেয়ার আগে মুখ তুলল না। দেখল লোকটার টেবিলে সাপার পরিবেশন করা হয়েছে, কোনদিকে না তাকিয়ে খাচ্ছে সে। মিনিটখানেক পর পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল যেন তাকে চিনতে পেরেছে লোকটা। ওয়েটার এল কফির কাপ নেয়ার জন্যে, টেবিল পরিষ্কার করল, কিছুক্ষণ পরস্পরকে ওরা দেখতে পেল না। ওয়েটার সরে যেতে আবার চোখাচোখি হলো ওদের, এবার মৃদু হাসল টিনা। লোকটাও হাসল। শান্তভাবে বলল টিনা, 'হাই।' লোকটাও সাড়া দিল, 'হাই।' হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল টিনা, ইঙ্গিতে পাশের খালি চেয়ারটা দেখাল। ইতোমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে লোকটার,

উঠে এল টিনার টেবিলে।

'সেদিনের পার্টিটা কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল টিনা।

'পার্টি...?'

'আমাকে যে নিয়ে গিয়েছিল, পৌঁছুবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি ডেকে তাকে পৌঁছে দিতে হলো বাড়িতে। তবে আপনার সাথে নাচটা সত্যি আমি উপভোগ করেছিলাম...'

'নাচ? আমার সাথে?' প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত গলা লম্বা করল লোকটা, হতভম্ব।

টিনার চেহারায় অপ্রতিভ এবং বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ওহ্ মাই গড,' বলল সে, 'কি লজ্জাকর ব্যাপার! আপনাকে দেখে মনে হলো একটা পার্টিতে আমাদের দেখা হয়েছিল, আমরা নেচেও ছিলাম...'

হেসে ফেলল লোকটা। 'এরকম ভুল হয়। কোন পার্টিতে নয়, আসলে আমাকে আপনি মিডো স্টীলে দেখেছেন।'

'আপনি মিডো স্টীলে আছেন?' টিনা আরও অবাক হবার ভান করল।

'কমপিউটরে...'

'আমি অ্যাকাউন্টসে আছি,' বলল টিনা। 'একেই বলে দৈব যোগ, কি বলেন? গড, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভোঁতা একটা মেয়ে ভাবছেন।'

'সুন্দরী মেয়েরা, সত্যিকার সুন্দরী মেয়েরা, কখনোই ভোঁতা হয় না,' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'শুধু কফি খেলেন দেখে আমি কি ধরে নিতে পারি আজ সন্ধ্যায় আপনি কাউকে সঙ্গ দিচ্ছেন না?'

'আজ আমার চুল ধোয়ার দিন।'

'আমি তো কোন প্রয়োজন দেখি না...'

সিনেমায় গেল ওরা, টিকেট কাটল লোকটা। হাত ধরাধরি করে রাস্তা ধরে হেঁটে ঢুকে পড়ল একটা বারে, বিয়ার খেলো, বিল মেটাল টিনা। আবার রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল ওরা, হাঁটতে হাঁটতে মাঝরাত পার করে দিল। একটার দিকে থামল ওরা ওয়েস্ট এইট্টি এইট স্ট্রীটে, টিনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দু'জনেই সময়টা দারুণ উপভোগ করেছে, পরস্পরকে ভারি পছন্দ হয়েছে ওদের।

'ওপরে উঠবে নাকি, চার্লি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল টিনা।

'কফির জন্যে?'

'কফির জন্যে।' ব্যাকুল দৃষ্টিতে চার্লি ফ্রানসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল টিনা। 'আমাকে আনাড়ী বলতে পারো, ভয় লাগা স্বাভাবিক, কাজেই কফি ছাড়া আর কিছুর প্রতিশ্রুতি প্রথম দিনই...বুঝতেই পারছ।'

'প্রথম দিন আমিও আড়ষ্ট বোধ করছি।'

'গ্রেট। তাহলে চলো, ওপরে উঠি।'

কিচেনে ঢুকে কফি বানাল টিনা, অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিল চার্লি ফ্রানসি। যা যা থাকলে আরামে বসবাস করা যায় তার সবই আছে, ফার্নিচারগুলো রুচি আর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও তুলে ধরছে, কিন্তু এমন কোন জিনিস দেখা গেল না যার সাথে ভাবাবেগের সম্পর্ক থাকতে পারে—কোন ফটো নেই, খেলনা বা পুতুল নেই, এমনকি কোন অ্যান্টিকসও নেই।

রাত তিনটের দিকে চলে গেল চার্লি ফ্রানসি, টিনাকে একটা চুমো পর্যন্ত খায়নি। কথাবার্তা বেশিরভাগই হয়েছে কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং টেকনিক নিয়ে। দরজা বন্ধ করে তালা দেয়ার আগে চার্লি ফ্রানসিকে বলল টিনা, 'পরেরবার কিন্তু তোমার গল্প শুনব, কেমন?'

'পরেরবারও কি শুধু কফি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ফ্রানসি।

'সেটা নির্ভর করবে আমার মূডের ওপর। মূড ভাল থাকলে···কে বলতে পারে!'

ওয়েস্ট ফরটি স্ট্রীটে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল ফ্রানসি, বিছানার তলা থেকে সুটকেস টেনে ভেতর থেকে মেগা-বক্স বের করল, এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ন'তলায়। ন'তলা থেকে ছাদে উঠল সিঁড়ি বেয়ে, পাঁচিলের মাথায় বসে হেলান দিল এলিভেটর শ্যাফটের বাইরের দিকের দেয়ালে। মেগা-বক্সের লিড একজোড়া টেলিফোন টার্মিন্যালের সাথে জোড়া লাগাল, কানের কাছে তুলে অ্যাডজাস্ট করল ইয়ারফোন, মাইক্রোফোনটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, তারপর শুরু করল বেআইনী ফোন কল।

এ তার নিজের উদ্ভাবিত একটা টেকনিক, যদিও কাজের সময় কিছুটা রদবদল করে নিয়েছে। একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় টেকনিকটা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছিল, ফলে পত্রিকার সেই সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে দুটো কমিউনিকেশন পয়েন্টের মাঝখানে উপস্থিত নরমাল ক্যারিয়ার ওয়েভ ট্যাপ করার জন্যে ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। ওয়েভটা কোন প্রচলিত পথ অবলম্বন করে না বা কোন ডাইরেক্ট লাইন ধরে যায় না, কাজেই টেলিফোন কোম্পানীর পক্ষে কিছু টের পাওয়া সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে, তার নিজস্ব অ্যাপারেটাসের সাহায্যে ফোন করায়, মাঝে মধ্যে কলটা গোটা পৃথিবী ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছায়, যেটা হয়তো মাত্র আধ মাইল দূরে। অ্যাপারেটাস বলতে মেগা-বক্সটাকেই বোঝায় ফ্রানসি। নামকরণটাও তার, সাধারণ লোকের ধারণার চেয়ে আকারে সেটা বড়। পাঁচিলের মাথায় বসে মেগা-বক্সটা অপারেট করার সময় গর্বে বুকের ছাতি যেন কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল তার, নিজেকে মনে হলো জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী। ছোট একটা বাক্স, ভেতরে সংখ্যা লেখা অনেকগুলো বোতাম, মাইক্রো সুইচ আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জঙ্গল বলা চলে—এগুলো তাকে যেন আমন্ত্রণ জানিয়ে বলতে থাকে আমরা কি করতে পারি তা জানিয়ে দিয়ে দুনিয়াটাকে একবার কাঁপিয়ে দাও হে। তবে আজ মেগা-বক্সটা সে সাধারণ একটা কাজে ব্যবহার করতে যাচ্ছে। হোয়াইট প্লেইনস ওভারসীজ লিঙ্ক ট্যাপ করল, ক্যারিয়ার ওয়েভ ধরে স্যাটেলাইট পর্যন্ত পৌঁছুল, প্রথমবারের চেষ্টাতেই একটা চ্যানেল পেয়ে গেল, চ্যানেলটা তাকে পৌঁছে দিল গুনহিলি ডাউনস এ অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিঙে।

ঠিক সাত সেকেন্ড ফোনটা বাজতে দিল ফ্রানসি, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাঁটায় কাঁটায় এক মিনিট অপেক্ষা করল, যোগাযোগ করল আবার।

'হ্যালো, চার্লি। আমরা নিরাপদ তো?'

'হ্যাঁ। ভিক, আমার বিশ্বাস ওরা আমাদের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে।'

'ডেল্টা?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। আমাদের এদিকেও কিছু নড়াচড়া টের পাচ্ছি। এস. বি-র ডাক পড়েছে মিডোর হেডকোয়ার্টারে, অ্যাকাউন্টস ফাইল নিয়ে পৌঁছে গেছে সে আজ।'

'গুড। তারমানে যে-কোন দিন সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'সামলাবার জন্যে কাকে ওরা দায়িত্ব দেবে বলে মনে করো তুমি?'

'প্রথমে ওরা অ্যাকাউন্ট সেকশনের লোকদের ডাকবে। আজ রাতে তাদের একজন আমাকে বেছে নিয়েছিল। মেয়েটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল-এর। ভারি সুন্দরী।'

'বয়স?'

'একদম ছুকরি, তবে আর বলছি কি!' হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি। 'মিডোর এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে, ওদের বেশিরভাগ মেয়েই কম বয়েসী আর সুন্দরী।'

'তারমানে আমারও কিছুটা আশা আছে, কি বলো? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা তোমাকে চিহ্নিত করল কিভাবে?'

'ঠিক তা নয়। কমপিউটর সেকশনের যে-কোন একজন লোক তার দরকার। আমারই নেহাত ভাগ্য যে চোখে পড়ে গেছি। মুহূর্তের জন্যেও এ-কথা মনে হয়নি যে আমাকে সে সন্দেহ করে। স্রেফ ইনফরমেশনের জন্যে আমাকে দরকার তার।'

'লাকি ডেভিল। বেচারিকে ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে ভুলো না।'

'আমাকে তুমি কঠিন হতে বলছ?'

'ন্যাকামি রাখো, বুঝলে। শোনো, কখন কি ঘটে সব জানাবে, কেমন? গুড ইভনিং।'

'এখানে রাত।'

'তাহলে গুড নাইট।'

উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী কয়েকজন কমপিউটর বিশেষজ্ঞের মাথা থেকে কুবুদ্ধিটা বেরোয়। তাদের জন্যে পদ্ধতিটা পানির মতই সহজ।

অ্যামস্টারডামে একটা কমপিউটর সিম্পোজিয়াম চলছিল, দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে কমপিউটর এক্সপার্টরা যোগ দিয়েছিল তাতে। সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছিল কমপিউটর অ্যান্ড কমপিউটর লিমিটেড, আলোচ্য বিষয় ছিল—'দ্য ইউজ অভ কমপিউটরস ইন অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওরস'। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল মিডো নিউ ইয়র্কের চার্লি ফ্রানসি, ইউনিক প্রিন্টিং ইংল্যান্ডের ডিক লোভেল, পিলমোর ফ্রানসের কেকারিয়া উইলিয়ামস। মাঝরাতের পর একটা ক্লান্তিকর সেসন শেষ করে মেয়ে আর মদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল তিনজন, মেয়ে না পেয়ে একটা বার-এ বসে গল্প শুরু করল ওরা। প্রসঙ্গটা প্রথমে চার্লি ফ্রানসিই তুলল—ব্যক্তিগত এবং বেআইনী স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওরে কমপিউটর কাজে লাগানো যায় কিনা। প্রথম বাধাটা, দ্রুত উপলব্ধি করল ওরা, এরইমধ্যে পেরোনো গেছে—বিভিন্ন কোম্পানীর লোকদের নিয়ে একটা নেটওঅর্ক গঠন করা, যে

কোম্পানীগুলো পরস্পরের সাথে ব্যবসা করে। মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত প্রায় সবগুলো কোম্পানীর হয় কাস্টমার নয়তো সাপ্লাইয়ার, কাজেই এই মুহূর্তে অ্যামস্টারডাম কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত লোকজনদের নিয়ে এখুনি একটা নেটওঅর্ক গঠন করা সম্ভব। চোদ্দ দিনের সিম্পোজিয়াম, বাকি ছিল সাত দিন, এই সাত দিনে ওরা দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার জন্যে উপস্থিত কমপিউটর এক্সপার্ট আর অ্যাকাউন্টস অফিসারদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে ফেলল। সবশেষে দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচে। এই পাঁচজন দুনিয়ার পাঁচ জায়গায় কাজ করে-কেউ প্রোগ্রামার, কেউ কমপিউটর-অপারেশন বিশেষজ্ঞ, কেউ শুধু অপারেটর, আবার কেউ কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সেকশনের অ্যাকাউন্টস অফিসার। ষড়যন্ত্রের সারমর্ম হলো, মিডো স্টীল তার কমপিউটরের মাধ্যমে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড হারাবে। দেখে মনে হবে বৈধ ইনভয়েস অনুসারে পেমেন্ট করা হয়েছে, পেমেন্ট করা হবে পরিচিত এবং নামকরা কোম্পানীগুলোর নামে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো থেকে অপারেটররা টাকা তুলে নেবে। হবু চোরদের এই সমিতির প্রত্যেক সদস্য দশ লাখ পাউন্ড করে ভাগে পাবে, বিরাট ধনী হয়ে যাবে এক একজন। পদ্ধতিটা পানির মতই সহজ; বৈধ একটা ইনভয়েসে গোপন ওভারপেমেন্ট-এর আকারে টাকাগুলো বেরিয়ে আসবে মিডো স্টীল থেকে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানীতে টাকা এসে পৌঁছুবার পর তা সরিয়ে নেয়া হবে। মিডো নিউ ইয়র্কের চার্লি ফ্রানসির মাথা থেকে আরেকটা চমকপ্রদ বুদ্ধি বেরুল। 'এসো,' বলল সে, 'পদ্ধতিটা আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি। পরীক্ষাটা কি রকম হবে বলছি। ব্যাপারটা যেন ওরা ধরে ফেলতে পারে। ফলে এ-ধরনের কাজ আর যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়া হবে। তারপর, যখন ওরা ভাববে আর কোন ফাঁক নেই, আমরা তখন সিকিউরিটি সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেব, বের করে নেব বড় অঙ্কের টাকা।'

'মিডো স্টীল, বলো তো, কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?' এই বাক্যটিও চার্লি ফ্রানসির মাথা থেকে বেরিয়েছিল।

মেগা-বক্স ব্যবহার করে এরপর লিয়নস, মিউনিক আর লিমার সাথে যোগাযোগ করল সে। তারপর নিচে নেমে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল। মনে মনে ভাবছে, টিনা সিরিল, বেশ মিষ্টি নাম। না-জানি বিছানায় কেমন হবে মেয়েটা।

পাঁচ

'এর যে কি তাৎপর্য তাই আমি বুঝতে পারছি না,' একজিকিউটিভ ডিরেক্টরদের বোর্ড মীটিঙে বলল চেয়ার-পারসন ব্যারনেস লিনা। তার ডান দিকে ফিন্যানশিয়াল অ্যাডভাইজার ভিক্টর মার্জিন, বাঁ দিকে ভিনসেন্ট গগল; যার ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বোর্ড-এর সদস্যরা প্রায় সবাই ধনকুবের, একমাত্র মাসুদ রানা বাদে, এবং ওদের সবার সম্পত্তি ব্যারনেস লিনা একাই যে-কোন মুহূর্তে

কিনে ফেলার সামর্থ্য রাখে।

'ব্যাপারটা আমি সরলভাবে বুঝতে চাই,' বলল গগল, তার মত আর সবাইও ফরাসী ভাষাটা ইংরেজীর মতই অনর্গল বলতে পারে। 'কেউ একজন কমপিউটারে এমন কারিগরি ফলিয়েছে যে ওটা নির্দিষ্ট কিছু ইনভয়েসের মাধ্যমে অতিরিক্ত টাকা পেমেন্ট করে ফেলছে।' ভিক্টর মার্জিন কথা বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সে। 'কিভাবে কাজটা করা হয়েছে আবার তা শোনার ইচ্ছে আমার নেই, ভিক্টর। শেষবার তুমি যা ব্যাখ্যা করলে তার কিছুই আমি বুঝিনি। কমপিউটর আমার কাছে তালা লাগানো দরজার মত, আর সেই তালা আমি খুলতেও আগ্রহী নই। কেউ আমাদের কমপিউটর ব্যবহার করছে যাতে আমরা আমাদের সাপ্লাইয়ারদের বেশি টাকা দিয়ে ফেলি। ওই সাপ্লাইয়াররা আসলেও টাকাগুলো রিসিভ করছে। অথচ প্রত্যেকে তারা সন্দেহের উর্ধ্বে, এবং টাকাগুলো তাদের সাথে রয়েও যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে কেউ টাকাগুলো চুরি করার চেষ্টা করেনি। কিংবা ব্যাপারটা গোপন রাখার কোন প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়নি।'

'সবচেয়ে যেটা আপত্তিকর,' ব্যারনেস বলল, 'ডাটা বেসে রেকর্ড করা কথাগুলো। কার এত স্পর্ধা এ-ধরনের অপমানকর...'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল রানা, টেবিলের আরেক মাথায় বসে আছে ও। 'আমি যেভাবে দেখছি—ক্রাইম একটা ঘটলেও ক্রিমিনালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ইউনিক প্রিন্টিং আর পিলমোর টাকা রিসিভ করেছে মাত্র, এবং টাকাগুলো নিয়ে এখন তারা খুবই বিব্রত। একটা ক্রাইমের পরিকল্পনা করা হলো অথচ কেউ তা থেকে লাভবান হবে না, স্রেফ হতেই পারে না। যারা এর পিছনে রয়েছে তারা সম্ভবত আরও বড় দাঁও মারার মতলবে আছে। সেই সাথে চ্যালেঞ্জ করছে, পারো তো ধরো আমাদের। জানে, তাদেরকে ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'স্টিফেন ব্লোচার ইউনিক প্রিন্টিঙে ফিরে গিয়েই,' বলল ভিক্টর মার্জিন, 'কর্ডন অ্যান্ড মারফিকে তদন্তের কাজে লাগাবে বলে জানিয়েছে। আমাদের জগতে ওরাই সেরা ইনভেস্টিগেটিভ অ্যাকাউন্টেন্ট। না, ইউনিক থেকেও এক পয়সা খোয়া যায়নি। অতিরিক্ত যে টাকাটা তাদেরকে ওভার-পে করা হয়েছে এখনও সব তাদের অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'হ্যাঁ, বিব্রত তো বটেই, সেই সাথে হতভম্বও।'

'এমনও হতে পারে কেউ হয়তো টাকাগুলো পরে সরাবে ভেবেছিল, তার আগেই আমরা জেনে ফেলেছি।' সমর্থনের আশায় রানার দিকে তাকাল গগল।

শান্তভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। সে-রকম ইচ্ছে থাকলে অন্তত ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখত। কিন্তু এখানে আমরা উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না?' সামনে খোলা নোট বইটার দিকে তাকাল একবার। 'তাহলে কি আমরা পেলাম?' ইতোমধ্যে টোকা পয়েন্টগুলোয় টিক চিহ্ন দিতে শুরু করল। 'এক, মিডোর স্টাফদের মধ্যে এমন কেউ একজন আছে যে একটা ডাটা ব্যাংকের ডাটা বেস বদলে দেয়ার জ্ঞান এবং দক্ষতা রাখে। দুই, ইউনিক প্রিন্টিঙের কেউ একজন, যে এখনও তার তৎপরতা দেখায়নি, ইচ্ছে করলে টাকা গ্রহণ করে নিজের কাজে লাগাতে পারে, ভাগ দিতে পারে মিডোয় তার

দোসরকে।'

মাঝখান থেকে একজন ডিরেক্টর বলল, 'হ্যাঁ, একই কথা পিলমোর এবং অন্যান্য কোম্পানী সম্পর্কে খাটে, যাদেরকে আমরা ওভারপেমেন্ট করেছি। ষড়যন্ত্রের সাথে একাধিক লোক জড়িত...'

রানা বলল, 'ইয়েস, অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টীলিং কনসোর্টিয়াম।'

গগল হাসল, তার সাথে বাকি অনেকেও। কিন্তু ব্যারনেস লিনার চেহারা আগের মতই থমথমে। 'আমার কাছে ব্যাপারটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ বলেই মনে হচ্ছে। কেউ আমাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দিয়ে মজা করবে, এ হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কোম্পানী আমাদের পুরানো এবং বিশ্বস্ত সাপ্লাইয়ার, তাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার দিকটা ভাবতে হবে। আজ সামান্য টাকা বেরিয়ে গেছে—কাল যদি বড় অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যায়, এবং কোথায় আছে জানার আগেই যদি সরিয়ে ফেলা হয়? আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জটা ওরা মি. মাসুদ রানাকে করেছে। আমরা অনুরোধ করতে পারি, তিনি যদি তদন্তের দায়িত্ব নেন...অবশ্য আমার ঠিক জানা নেই তিনি ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত কিনা...' প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক দূরত্ব এবং আচরণ বিধি মেনে চলে ব্যারনেস ও রানা, প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতি মেলে শুধু নিভৃতে।

মরক্কোর কাজটা শেষ করার পর বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা। পাবে না জানত, তবু স্রেফ খেয়ালবশত চাইতেই এক মাসের ছুটি পেয়ে গেছে ও। দীর্ঘ ছুটি, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানে না কিভাবে কাটাবে, এই সময় লিনার ডাক এল। ভেবেছিল জটিল কোন কেস পাবে হাতে, কিন্তু সব শুনে তেমন আগ্রহ বোধ করছে না ও। কয়েকজন অফিস কর্মচারী কমপিউটরের সাহায্যে কিছু টাকা হাতিয়ে নেয়ার তালে আছে, ভদ্রবেশী চোর, বলা যায় ছুঁচো—মারতে গেলে হাতই শুধু গন্ধ হবে। এ-কাজের জন্যে আরও লোক আছে, ওর নাক না গলালেও চলে। কিন্তু এই মুহূর্তে জেদি, অভিজাত, ছটফটে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল, সেই সাথে সিদ্ধান্ত নেয়াটাও সহজ হয়ে গেল পানির মত। ক্যাপিটালিস্ট খোক্কস বলে গাল দিয়েছিল ওকে মেয়েটা, ভোলেনি রানা। তার অকারণ ক্রোধ, ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের জবাব দেয়া হয়নি, সেবারে জরুরী কাজে পেরুর রাজধানী লিমা থেকে ঢাকায় ফিরে আসতে হয়েছিল রানাকে। জুয়েলা মাদ্রে এখনও কি লিমায় আছে, কাজ করছে ইউ.এম.পি-তে?

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যারনেস লিনার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল। কাজটাকে বড় করে দেখছে না ও, বেড়াতেই যাচ্ছে, সেই ফাঁকে যদি সম্ভব হয় আরেকবার দেখে নেয়া হবে জুয়েলা মাদ্রেকে। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু তার প্রতি শারীরিক কোন আকর্ষণ খুব জোরালভাবে অনুভব করেনি রানা। মেয়েটার চরিত্র বোঝার একটা আগ্রহ বাসা বেঁধেছিল মনে। খুব বেশি ছটফটে বলে? নাকি দেশের ওপর দরদ লক্ষ করে? একটা কথা অবশ্য ঠিক, তার প্রতি মেয়েটার রাগ আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেলেও, রানা কিন্তু পাল্টা রাগ করেনি বা বিরূপ ধারণা পোষণ করেনি। কেন, কি কারণ? তবে কি অবচেতন মনে মেয়েটার প্রতি দুর্বল সে?

বোর্ড মীটিঙে এরপর অন্য প্রসঙ্গ উঠল।

*

সন্ধ্যা হব হব, লিমা থেকে সাত মাইল দূরে হোর্গ শাভেজ এয়ারপোর্টে নামল আলফা মার্ক টু। জুরিখ থেকে বিরতিহীন উড়ে এসেছে প্লেনটা। কসমো মাদ্রে, স্থানীয় মিডো এজেন্ট, এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। দক্ষতার সাথে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ঝামেলা থেকে রানাকে দ্রুত মুক্ত করল সে, গাড়িতে তুলে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের একটা পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল। রানা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি কার্পেটের ওপর। ঢোলা গাউন পরে আছে সে, রঙটা বাদামী, হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। 'যে-ক'দিন থাকবেন, আপনার সমস্ত প্রয়োজন মার্ভেলা মেটাবে,' কসমো মাদ্রে বলল। মেয়েটার মধ্যে সশ্রদ্ধ এবং আড়ষ্ট একটা ভাব থাকলেও, কিচেনে পালাবার সময় যখন ঘুরে ছুটল, তার চোখে আনন্দ আর উত্তেজনার ঝিলিক দেখতে পেল রানা। তার ছুটে যাওয়াটা লক্ষ করল ও, বয়স আন্দাজ করল উনিশ কি বিশ। আবার বলাও যায় না, পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানরা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। গাউনটা ঢিলে-ঢালা হলেও মার্ভেলার মনোমুগ্ধকর দেহ-সৌষ্ঠব ঢাকতে পারেনি।

'আপনার কাজিন এখনও কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়?' কসমো মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি দেখছি মনে রেখেছেন, মি. রানা। হ্যাঁ, পড়ায়।'

'আপনার আরেক কাজিন...সে-ও কি এখনও ইউ.এম.পি-তে আছে?'

'হ্যাঁ। আবার বলতে হয়, আপনার স্মরণ শক্তি খুব ভাল।'

'আপনার অনেক কাজিন, তাই না, মি. কসমো?'

ঠোঁট টিপে হাসল কসমো মাদ্রে। 'সে তো মার্ভেলারও।'

'কিন্তু মার্ভেলার কাজিনরা তো, ধরে নিতে পারি, সুজকোর চারদিকে উঁচু পাহাড়ে বসবাস করে।'

'আপনার চোখের দৃষ্টিও খুব তীক্ষ্ণ, মি. রানা। লিমা শহরটা বড় হয়ে উঠছে। আমাদের এই দেশ পেরুর উন্নতির ব্যারোমিটার বলতে পারেন লিমাকে। কিন্তু আমার কাছে লিমা? ওটা তো মাদ্রেদের একটা গ্রাম মাত্র। আর সুজকো হলো মার্ভেলাদের গ্রাম।'

রানা জানে মিডোর এজেন্ট হিসেবে বছরে ত্রিশ হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ রোজগার করে কসমো মাদ্রে। মাদ্রেরা একান্নবর্তী পরিবারের মত, এবং বলা চলে প্রায় সকল অর্থে এই পরিবারটিই নিয়ন্ত্রণ করে লিমাকে। সন্দেহ নেই মিডোর হয়ে কাজ করা কসমোর একটা শখ বিশেষ, তবে পদমর্যাদা সবিশেষ গুরুত্ব পায় এমন একটা দেশে কাজটা তাকে এনে দিয়েছে দুর্লভ সম্মান। পুরানো নীতি আর মূল্যবোধ যখন দ্রুত বাতিল হয়ে যাচ্ছে তখন শুধু অভিজাত এবং প্রতিষ্ঠিত একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। এখন বংশগৌরবের সাথে বাণিজ্যিক তৎপরতাও চাই। সবচেয়ে বড় কথা, লিমায় তোমাকে সবার চোখে ব্যস্ত দেখাতে হবে–মিডো, আই.টি.টি, ইউনিয়ন কার্বাইড, ফোর্ড মটর কোম্পানী, আই.সি.আই, পেরিলি, এ-ধরনের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ককটেল পার্টিতে তুমি যদি নিমন্ত্রণ না পাও তাহলে আর তোমার দাম থাকল কি। লিমায় মিডোর কয়েকশো মিলিয়ন পাউন্ড

পুঁজি খাটছে—খনিজ, প্লাস্টিক, হেভি এঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যালস আর ফিশিং খাতে। কসমো মাদ্রের কাজ মিডোর এ-সব স্বার্থের ওপর নজর রাখা। এত বড় অঙ্কের পুঁজি খাটছে, অথচ রানা কিনা পেরুতে এসেছে চুরি যাওয়া সামান্য ক'টা টাকার খোঁজে।

মন-মানসিকতা বেড়ানোর হলেও রানা এ-ব্যাপারে সচেতন যে কেউ যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার বা পাউন্ড অথবা সোল কমপিউটরের মাধ্যমে চুরি করতে পারে তাহলে একই কৌশলে লোকটার পক্ষে আরও শত বা সহস্র গুণ চুরি করাও সম্ভব, কাজেই তদন্তের কাজে ঢিলা দেয়া উচিত হবে না। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল ও, পেরুতে সাড়ে সাতটা বাজে। সম্ভবত ঠিক এই মুহূর্তে মিডোর প্লাস্টিক অফিস সান মিগুয়েল-এ কর্ডন অ্যান্ড মারফি থেকে একদল ইনভেস্টিগেটর পৌঁছুচ্ছে, সাথে একজন উদ্বিগ্ন জেনারেল ম্যানেজার ও ফাইন্যানশিয়াল কন্ট্রোলার—স্থানীয় আইন অনুসারে দু'জনেই তারা পেরুর নাগরিক। একই সময়ে মিডো নিউ ইয়র্কের দু'জন কমপিউটর এক্সপার্ট কমপিউটর রূমে ঢুকবে, নিশ্ছিদ্রভাবে সীল করবে কামরাটা, তারপর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে প্রতিটি ডাটা বেস।

রানা ভাবল, চেচুয়া ভাষায় 'বাঁশ দেয়া' কথাটার অনুবাদ কি হবে? কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন কসমো মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। 'আমি আপনার কাজিন, প্রফেসর ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে চাই,' বলল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তার সময় হলেই। ইউ.এম.পি-তে আপনার অপর কাজিনের সাথেও দেখা করব। একজনের সাথে ইউনিভার্সিটিতেই, আরেকজনের সাথে এখানে। আপনি ব্যবস্থা করুন, ততক্ষণে আমি শাওয়ারটা সেরে নিই?'

রানা বেডরূমে ঢোকার আগেই ফোনের রিসিভার তুলে নিল কসমো। শোফারের তুলে আনা সুটকেস ইতোমধ্যে খুলেছে মার্ভেলা। ব্রাউন, লাইটওয়েট একটা সুট বেছে নিল রানা, লন্ডনের নামকরা দর্জিকে দিয়ে তৈরি করানো। বালি রঙা সুতী শার্ট নিল, বুয়েনস আয়ার্স থেকে কেনা, সাথে সুলকা টাই আর কাফ লিঙ্কস—টাইটা নিউ ইয়র্ক থেকে দুই ডলারে কেনা, এবং অদ্ভুত শোনালেও কাফ লিঙ্ক জোড়া সুইটজারল্যান্ডের এক গ্যারেজের মালিক তৈরি করে দিয়েছে। কাফ লিঙ্ক দুটো দেখতে ঠিক যেন সোনার ওপর বসানো একজোড়া পালিশ করা চুনি। ওগুলোর ভেতর মিনি মাইক্রোফোন লুকানো রয়েছে, মাইলখানেক দূরের একটা রিসিভিং স্টেশনের উদ্দেশে ট্র্যান্সমিট করতে পারে ওটা। রানার পকেটের ভেতর সোনালি সিগারেট কেসে যে খুদে টেপ রেকর্ডারটা রয়েছে সেটাও মাইক্রোফোনের মেসেজ রিসিভ করতে পারে। বাথরূম থেকে যখন বেরুল, বেডরূমের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মার্ভেলাকে, সেই ম্যাডোনা ভঙ্গিতে। 'ধন্যবাদ, মার্ভেলা,' বলল রানা। 'সুটকেস খুলে সব কিছু সুন্দর গুছিয়ে রেখেছ।' ত্রস্তা হরিণীর সংক্ষিপ্ত দৌড় আবার একবার দেখার সৌভাগ্য হলো, হঠাৎ লাল হয়ে ওঠা চেহারা নিয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল মেয়েটা।

পাঁচ সেকেন্ড পর মাঝরাত; নিউ ইয়র্ক কমপিউটর রূমে মুহূর্তের জন্যে থেমে আছে হাই-স্পীড প্রিন্টার, প্ল্যাটন-এর পিছনে ভাঁজ হয়ে থাকা নিস্তেজ কাগজ ঝুলছে, নেমে গেছে কার্ডবোর্ড বক্সের ভেতর। তারপর আবার চালু হলো প্রিন্টার, কী-গুলোকে

ছড়িয়ে এত দ্রুতগতিতে সচল হয়ে উঠল কাগজ যে খালি চোখে ধরা পড়ে না। ছোট এবং বড় অক্ষরগুলো হুবহু একই আদলের. চার ইঞ্চি চওড়া কাগজের ওপর ছোট অক্ষরগুলো ছড়িয়ে পড়ল–

```
ssss   h   h   u   u  lllll      ddd  oooo   w      w   nnn
s      h   h   u   u  ll         d  d o    o  w      w   n n
ssss   hhhh    u   u  ll ///// d  d   o    o  www    w   n n
s      h   h   u   u  ll         d  d o    o  www    w   n n
ssss   h   h   uuuu  ll          ddd  oooo   wwwwww     n n
```

সবশেষে, ক্যাপিটাল লেটারে, ছাপা হলো– G'NITE. G'NITE.

সময় কাঁটায় কাঁটায় মাঝরাত। স্থির এবং স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রিন্টার।

প্রিন্টারের পিছনে চলে এল ডিকসন আর জন. প্রিন্টআউটের বাক্সগুলো রবারের চাকা লাগানো ট্রলিতে তুলল। ডাস্ট লক-এর দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ডিকসন, সামনে ট্রলি নিয়ে এগিয়ে এল জন। দু'জনেই অপেক্ষায় থাকল যতক্ষণ না লাল আলো বদলে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। সাথে করে ওরা যে বাতাস নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সেটা পরিষ্কার হবার পর সবুজ আলো জ্বলে উঠল, এবার ওরা বেরিয়ে এসে ইনার ডাস্ট লক-এর দিকে এগোল, পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করা হলো এখানেও। কমপিউটর রুম এখন খালি, নিস্তব্ধ, এবং সম্পূর্ণ স্থির; কমপিউটর এখন সাময়িক বিশ্রামের মধ্যে রয়েছে।

রোজ রাতে এক ঘণ্টার জন্যে কমপিউটর রুম খালি করা হয়, এই ফাঁকে ভেতরের বাতাস বের করে নিয়ে নতুন করে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধুলোবিহীন বাতাস ভরা হয়। কামরাটার ওপর নজর রাখে একজোড়া ক্লোজড সার্কিট টিভি সিস্টেম, যেগুলো রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে মাঝরাতে চালু হয়। এই মুহূর্তে স্থির কমপিউটর রুমটাকে দুটো ক্যামেরার সাহায্যে দেখা যাচ্ছে, দু'দিকের দেয়ালে ফিট করা রয়েছে ওগুলো, একটা করে আউটপুট যোগান দিচ্ছে তিন জায়গায়–ডিউটি কন্ট্রোলারের অফিস, নাইট ওয়াচম্যানের ডেস্ক আর টেলিফোন সুইচবোর্ড রুমে।

পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, স্লেভ এবং মাস্টার, দুটো 1151মিডো কমপিউটর রয়েছে কামরাটায়। দুটোরই আলাদা আলাদা কনসোল রয়েছে, সাথে ডিস্ক আর টেপ ইনপুট মেশিনের উঁচু স্তর, আরও আছে হাই এবং লো স্পীড প্রিন্টারের উপস্থিতি। দেয়াল আর সিলিঙে অ্যালুমিনিয়ামের অবলম্বনসহ শব্দ-নিরোধক প্যানেল রয়েছে, সুড়ঙ্গবহুল কংক্রিটের মেঝে, খানিক পর পর তিন বর্গ ফুট আকারের একটা করে চ্যানেল, রবার মোড়া স্টীল প্লেট দিয়ে ঢাকা। কংক্রিটের সুড়ঙ্গ এয়ার কন্ডিশনিঙের ডাক্ট হিসেবে কাজ করে, তাছাড়া ভেতরে রয়েছে কয়েকশো মাইল লম্বা ওয়্যারিং, কামরার প্রতিটি অংশের প্রতিটি অ্যাপারেটাসকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে। চার্লি ফ্রানসি গুড়ি মেরে বসে রয়েছে কামরার শেষ প্রান্তে, চ্যানেলের ভেতর, একটা ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরার পিছনে। ক্যামেরার তার দেয়ালের ভেতর দিয়ে নেমে এসেছে, তারপর চার্লি ফ্রানসির চ্যানেলে ঢুকে আরেক দিকে চলে গেছে। তার হাতে একটা জিনিস দেখা গেল, দেখতে অনেকটা চিমটা বা সাঁড়াশির মত, মাথায় তারের কুণ্ডলী। এই তার একটা প্লাগের সাথে যুক্ত। হাতলে চাপ দিয়ে

চিমটাটা দু'ফাঁক করল সে, ফাঁকের ভেতর আনল টেলিভিশন ক্যামেরার তার, চিমটার মাথার সাথে শক্তভাবে আটকে গেল সেটা। প্লাগ থেকে তার ছাড়তে ছাড়তে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে এসে পকেট থেকে হুবহু একই রকম দেখতে আরেকটা চিমটা বের করল সে, দ্বিতীয় টেলিভিশন ক্যামেরার তারটাকেও একইভাবে চিমটার মাথায় আটকাল। এরপর মেইন সকেটে প্লাগটা ঢোকাল সে, ডায়াল-এর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে সুইচ অন করল। সঙ্কটময় মুহূর্ত, কি হয় বলা যায় না। ক্যামেরার ওয়্যারে চিমটার যে তার সে জড়িয়েছে তার ফলে পিকচার ইমেজ ফেটে গিয়ে ঝাপসা আর অস্পষ্ট দেখানোর কথা। এই মুহূর্তে যারা মনিটর স্ক্রীনে চোখ রেখে বসে আছে তারা ভাববে ত্রুটিটা মনিটরের, কাজেই সেটা অ্যাডজাস্ট করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কুণ্ডলী পাকানো তারের সাহায্যে চার্লি ফ্রানসি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এফেক্ট সৃষ্টি করেছে তা আবিষ্কার করার জন্যে ক্যামেরার ওয়্যার পরীক্ষা করতে হবে, সন্দেহ না হওয়ায় এখুনি সে-কাজে হাত দেবে না কেউ। মাথার ওপর থেকে স্টীল প্লেটটা সরাল সে, চ্যানেল থেকে উঠে এল কামরায়, হাতে দুটো কার্ডবোর্ড—কমপিউটর রুমের ছবি আঁকা রয়েছে ওগুলোয়, প্রতিটি ক্যামেরা লেন্সের অবস্থান থেকে তাকালে ঠিক যেমনটি দেখাবে। প্রতিটি ছবি সংশ্লিষ্ট ক্যামেরার সামনে আটকাল সে, ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে। তারপর চ্যানেলে ফিরে গিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েল-এর সুইচ অফ করল। মনিটর স্ক্রীনে এখন পরিষ্কার ছবি ফুটছে, স্ক্রীনের সামনে যারা বসে আছে তারা মনে করবে কমপিউটর রুমই দেখতে পাচ্ছে।

আগামী পঞ্চাশ মিনিটের জন্যে কমপিউটর রুমের ভেতর সম্পূর্ণ স্বাধীন চার্লি ফ্রানসি, যা খুশি করতে পারে, কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ডিকসন আর জন খেতে গেছে, হঠাৎ করে তারা ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা নেই।

হাতে প্রচুর সময় থাকলেও দ্রুত কাজ শুরু করল চার্লি ফ্রানসি, ঠিক কি করতে হবে ভাল করেই জানা আছে তার। ওভার-রাইড সুইচ অন করল সে, সাথে সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠল কমপিউটর, ছোট কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল কনসোলে। ইনপুট ব্যাংকের সামনে চলে এল সে, খালি এক বাক্স ডিস্ক বেছে নিয়ে মেশিনে চড়াল। চ্যানেলে নেমে গিয়ে নিজের সুটকেসটা আনল চার্লি। মেগা-বক্সটা রয়েছে ভেতরে, এরইমধ্যে টিউন করা আছে ক্যারিয়ার ওয়েভের দিকে। ক্যারিয়ার ওয়েভের উৎস হলো পিলমোর সেন্ট্রাল অফিস লিস্বন আর শহরের বাইরে পিলমোর ফ্যাক্টরি, ওয়েভটা বেছে নিয়েছে চার্লি আর্লি বার্ড স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে। কর্ম দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত বিরতিহীন সক্রিয় রাখা হয় ক্যারিয়ার ওয়েভ, ওটার সাথে পিলমোর কোম্পানীর সমস্ত অ্যাকাউন্ট ঝুলতে থাকে। চার্লি শুধু তার মেগা-বক্সের সাহায্যে ওই ক্যারিয়ার ট্যাপ করল, অ্যাকটিভেট করল পিলমোর অ্যাকাউন্টে ডাটা বেস, কপি করল নিউ ইয়র্ক কমপিউটরের সাহায্যে—মেশিনে সদ্য চড়ানো ডিস্কে, শুধু যে অংশটুকু তার দরকার। সে যে-ধরনের ডিস্কের বাক্স ব্যবহার করছে, ওতে পাঁচশো মিলিয়ন বাইট স্টোর করা যায়। গোটা পিলমোর অ্যাকাউন্ট আর তার অ্যাকটিভেটিং সিস্টেম রেকর্ড করতে চার্লির মাত্র বিশ মিলিয়ন দরকার। কাজটা শেষ করতে সময় লাগল তিন মিনিট।

এরপর সে একে একে ইউনিক প্রিন্টিং ইংল্যান্ড, ডেল্টা টিউবস নিউ জার্সি, ও ফ্যাবরিক ফ্যাবরিক মিউনিক-এর সিস্টেম ও অ্যাকাউন্ট কপি করল। আবার মেগা-বক্সের বোতামে চাপ দিল সে, পেরুর রাজধানী লিমার সাথে যোগাযোগ করা দরকার। লিমা আর টোয়েমেনকো টোকিওর মাঝখানে একটা ক্যারিয়ার ওয়েভ আছে, প্রাইভেট ওয়েভ, সেটা ব্যবহার করতে হবে তাকে। প্যাসিফিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টোকিও থেকে সাড়া পেল সে, সঙ্কেত পরিষ্কার এবং জোরাল-খুশি মনে ইউ.এম.পি. লিমা থেকে ইনফরমেশন পাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু না। কোন তথ্য আসছে না। ইউ.এম.পি. ক্যারিয়ার কাজ করছে না। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল সে। ধেত্তেরি, কাজ না করার কি কারণ ঘটল! ঠিক এই সময়ে এখানে তার আসার কারণই হলো রাত্রিকালীন বিরতির পর লিমা কমপিউটর আবার চালু হয়েছে। আবার বোতামে চাপ দিল সে। নাহ্। সুটকেস থেকে ছোট একটা বই বের করে পাতা ওল্টাল। ইউ.এম.পি. ফ্যাক্টরি সান মিগুয়েল আর মিডো প্লাস্টিক অফিসের মাঝখানে লিঙ্ক আছে, খুঁজে বের করল টেলিফোন কোডটা। কোডটাকে ইলেকট্রনিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে ট্র্যান্সমিট করল। কিছু না। ডাটা বেস আগের মতই অপারেট করতে ব্যর্থ হলো। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, কমপিউটর রুমটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হাতে আর মাত্র পনেরো মিনিটের মত পাওয়া যাবে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল-উঁহুঁ। সান মিগুয়েলের কমপিউটর কাঠের মত মৃত একটা ব্যাপার। রাগে গজ গজ করতে করতে ডাটা বেস বক্সে সাঁটার জন্যে দ্রুত একটা লেবেল লিখল চার্লি ফ্রানসি-EXPERIMENTAL-HOLD FOR S-2.মেশিন থেকে ডাটা বেস বের করে নিল, বাক্সে ভরল, তারপর বাক্সটা শেলফের ওপর প্রকাশ্যে রেখে দিল। এক্সপেরিমেন্টাল এস-টু লেবেল থাকায় কেউ ওটায় হাত দেবে না। সুইচ টিপে কমপিউটর বন্ধ করল সে, চ্যানেলে নেমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সুইচ অন করল। মনিটর স্ক্রীনে আবার এখন ছবির বদলে এলোমেলো আর আঁকাবাঁকা রেখা ও রঙ ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না, ধরা পড়ার কোন ঝুঁকি ছাড়াই ফটো কার্ডগুলো সরিয়ে নিতে পারে সে। কার্ডবোর্ড দুটো নিয়ে আবার চ্যানেলে নেমে এল, চ্যানেলের মাথায় জায়গা মত বসিয়ে দিল স্টীল প্লেট ঢাকনি, তার আগে কমপিউটর রুমের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিতে ভোলেনি। না, নিজের উপস্থিতির কোন চিহ্ন সে রেখে যাচ্ছে না।

ঢাকনি বন্ধ করে টর্চ জ্বালল সে। ইলেকট্রোম্যাগনেটের সুইচ অফ করল, তারগুলো জড়াল, তারপর সুড়ঙ্গের ভেতর শুয়ে লিমার অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরই কমপিউটর রুমে ঢুকল ডিকসন আর জন। ঢুকেই তারা কমপিউটর চালু করল। কনসোলের আলোগুলো ওদের উদ্দেশে চোখ টিপল আর হাই স্পীড প্রিন্টআউট জানাল G'MORN, G'MORN.

কমপিউটর মেধা চার্লি ফ্রানসি জানল না তার কাজে এরইমধ্যে বাধা সৃষ্টি করে বসেছে মাসুদ রানা নামের সাধারণ এক এসপিওনাজ এজেন্ট। রানার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলেই ইউ.এম.পি. লিমার সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

ছয়

কমপিউটর একটা মেশিন ছাড়া কিছুই নয়, ওটা ইলেকট্রনিকের সাহায্যে নির্দেশ পালন করে, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। নির্দেশগুলো প্রোগ্রামের ভেতর থাকে, আর ইনফরমেশনগুলো থাকে একটা ডাটা ব্যাংকের ডাটা বেস-এ। মিডো হেডকোয়ার্টার জুরিখের একটা ডাটা বেসে এই বিশাল করপোরেশনের সব ক'জন কর্মচারীর প্রাসঙ্গিক সমস্ত ইনফরমেশন রেকর্ড করা আছে। উদাহরণ হিসেবে, একটা প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব, যা কিনা কমপিউটরকে নির্দেশ দিয়ে বলবে কর্মচারীদের সবার সবগুলো ফাইল 'পড়ো' এবং তাদের মধ্যে যারা ফরাসী ভাষা জানে তাদের নামগুলো প্রিন্ট করো। মানুষের সাথে তুলনায় কমপিউটরের শ্রেষ্ঠত্ব হলো মানুষের ভুল হয়, কিন্তু কমপিউটরের হয় না, কাজেই প্রতিবার প্রতি মুহূর্তে শতকরা একশো ভাগ নির্ভুলতার জন্যে তার ওপর নির্ভর করা যায়, তাছাড়া কমপিউটর কাজ করে মানুষের চেয়ে অনেক অনেক দ্রুতগতিতে। সকল কর্মচারীর সব ক'টা ফাইল পরীক্ষা করতে মিডো কমপিউটরের লাগবে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময়, তারপর বের করে আনা ইনফরমেশনটা ছাপা শেষ করবে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। মাসুদ রানার লিখিত অনুমতি-পত্র নিয়ে হেডকোয়ার্টার জুরিখ কমপিউটর রূমে হাজির হলো পাপিয়া রহমান। হেড প্রোগ্রামার একজন কানাডিয়ান মেয়ে, হেলেন জার্মান, বয়স পঁচিশ, স্বর্ণকেশী। কমপিউটর সম্পর্কে কিছুই জানে না পাপিয়া, কাজেই কি তার দরকার ব্যাখ্যা করতে হলো, 'যাদের ফাইল দেখে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন না কোন সময় কমপিউটর নাড়াচাড়া করেছে বা কমপিউটর সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে—তাদের একটা তালিকা।'

'সে তালিকায় আমার নামও থাকবে,' বলল হেলেন জার্মান।

'জানি।'

'কাজেই, ধরো, আমার জানার অধিকার আছে কেন তুমি তালিকাটা চাইছ?'

'হ্যাঁ, আমিও একমত, জানতে চাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়,' জবাব দিল পাপিয়া।

'কিন্তু এরবেশি আর কিছু তুমি বলবে না?'

'মুশকিল হলো শুধু এটুকু বলারই অধিকার দেয়া হয়েছে আমাকে।'

একটা তথ্য-উদ্ধার প্রোগ্রাম তৈরি করতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল হেলেন জার্মানের। আরও পাঁচ মিনিট লাগল নির্দিষ্ট ডাটা বেসগুলো মেশিনে চড়াতে। তারপর কমপিউটর রূমের একটা কনসোলে বসল সে। 'ফিলিপস আইন্ডহোভেন-এর কনসোল ডিজাইন আমাদের চেয়ে ভাল,' গল্প শুরু করল হেলেন জার্মান, কিন্তু হাত থেমে নেই। কী-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ছে তার আঙুল, সেটা দেখতে সাধারণ একটা টাইপরাইটারের মত, কিন্তু সচল কোন প্ল্যাটন নেই, পাশে রয়েছে ছয় ইঞ্চি কিউবিক একটা বাক্স। কাজ শেষ করার পর বাক্স থেকে অক্সাইড মোড়া ব্রাউন একটা কার্ড বের করল সে। 'সাধারণত আরেকজন অপারেটরকে দিয়ে এটা

ভেরিফাই করিয়ে নেয়ার নিয়ম,' বলে হাসল একটু। 'তবে এক্ষেত্রে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি।' পাপিয়াকে দেয়া রানার অনুমতি-পত্রে যে কোড নম্বর লেখা আছে তার অর্থ হলো এই ইনফরমেশন টপ সিক্রেট এবং টপ প্রায়োরিটি। পাপিয়া ছাড়া আর শুধু হেলেন জার্মান এই কার্ড দেখতে পারবে।

'অনেকেই আজকাল পিওর ক্রোমিয়াম কার্ড ব্যবহার করছে,' বলল সে। 'নতুন টেপ রেকর্ডারে যেমন দেখা যায়...' কথা বলে গেলেও আসল কাজে তার গভীর মনোযোগ রয়েছে। একটা রিডার-এ কার্ড ঢোকাল সে, কার্ডের ইলেকট্রনিক প্রতীকগুলো বিশ্লেষণ করে কমপিউটরে ট্র্যান্সফার করতে সময় লাগল রিডারের মাত্র এক মাইক্রোসেকেন্ড। কমপিউটর এখন জানে কি তাকে করতে হবে, এবং বোতাম টিপে হেলেন জার্মান কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতেই, বোতাম থেকে হাত সরাবার আগেই কাজটা শেষ করে ফেলল। 'এবার চলো ওদিকে যাই,' বলল হেলেন জার্মান, হেঁটে প্রিন্টিং সেকশনে চলে এল ওরা দু'জন। এখানে মেশিনগুলো আকারে বড়, স্ট্যান্ডের ওপর বসানো রয়েছে টাইপরাইটার-টাইপ প্ল্যাটন, স্ট্যান্ডগুলো আকারে তিন বর্গ ফুট, লম্বায় চার ফুট। স্ট্যান্ডের সাথে কাগজও রয়েছে, মেশিনের পিছন দিককার একটা বাক্স থেকে আসছে ওগুলো, দাঁত-লাগানো চাকার মাধ্যমে প্ল্যাটন হয়ে ফিরে যাচ্ছে মেশিনের পিছনদিককার আরেক বাক্সে। হেলেন জার্মান যে প্রোগ্রাম লিখেছে সেটা একটা 'হোল্ড কোড' সম্বলিত, সে না চাইলে প্রিন্টআউট বেরুবে না। একজন লোক ট্রলি ভরা বাক্স না নামানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

'সি.আই. কেনেথ।'

কাজ থামাল কেনেথ, ধীর পায়ে প্রিন্টআউট সেকশন থেকে বেরিয়ে গেল, হাত-ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল আরও দু'জন অপারেটরকে। কামরার এদিকের অংশটুকু খালি হবার পরই শুধু মেশিনে কার্ডটা ঢোকাল হেলেন জার্মান, এটাই প্রিন্টআউট শুরু করার নির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। কাগজের উদ্গিরণ শুরু হলো, গতি এত দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না, ছাপা হয়ে যাচ্ছে নামের একটা তালিকা, স্টাফ নাম্বার, লোকেশন, কমপিউটর সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। পরিষ্কার ঝকঝকে ছাপা, ছক কাটা ঘরের ভেতর কলামগুলো নির্দিষ্ট মাপের—তালিকার নামগুলো এল বর্ণানুক্রমিক নিয়মে, কর্মস্থলের নামও সেভাবে এল। জুরিখ হেডিঙের নিচে ইনফরমেশনগুলো ছাপা শেষ হতে প্রিন্টারের সুইচ অফ করে দিল কমপিউটর, তারপর আবার শুরু করল তার দৈনন্দিন রুটিন বাঁধা কাজ—অ্যাকাউন্টিং, স্টক কন্ট্রোল, সেলস অ্যানালাইসিস।

পাপিয়া বিষম বিস্মিত। 'এরইমধ্যে পেয়ে গেছ?' জানতে চাইল সে। 'মাত্র দশ মিনিট হলো এখানে এসেছি আমি।'

একটা কার্ড তুলে নিল হেলেন জার্মান। 'শেষ নেই এমন সব সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত আমরা,' হেসে উঠে বলল সে। 'কথাটার মধ্যে যদি আত্মপ্রসাদের ভাব টের পেয়ে থাকো, বলব ঠিক ধরেছ, এইমাত্র আমরা সাতচল্লিশ মিলিয়ন বাইট-এর ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েছি...'

'বাইট কি?'

'ইনফরমেশনের একটা ইউনিট। আমার নাম, জার্মান, মানে ছয় বাইট—সাত,

যদি আমি প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিট্যাল লেটারে চাই।'

'বলছ, এইমাত্র আমরা সাতচল্লিশ মিলিয়ন বাইটের ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েছি?'

'হ্যাঁ। আর ছেপেছি দু'লাখেরও বেশি।'

মেশিন থেকে কাগজ বের করে নিয়েছে হেলেন জার্মান। সেটা একটা মেটাল কেসে ভরল, বন্ধ করে লক করল কেস, দেরাজ থেকে লেড সীল বের করে লকের ওপর বসাল, সীল ক্লিপার দিয়ে আটকে দিল শক্ত করে। 'এরপর কি?' জানতে চাইল সে।

'আমরা জানতে চাই–ক, তালিকার লোকদের মধ্যে কাদের বুক-কিপিং বা অ্যাকাউন্টিং এক্সপিরিয়েন্স আছে। কিংবা–খ, কারা জার্মান, স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে পারে। কিংবা–গ, কোম্পানীর তরফ থেকে অফিশিয়ালি যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, অথবা প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে। যারা ক খ গ এই তিন শ্রেণীতেই পড়বে তাদের আলাদা একটা তালিকা চাই।'

'আমি তাহলে বাদ পড়লাম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল হেলেন জার্মান। 'স্প্যানিশ বা জার্মান জানি না, বুক-কিপিং বা অ্যাকাউন্টিঙের অভিজ্ঞতাও আমার নেই, তাছাড়া সদ্য প্রমোশন পেয়েছি···'

কথা বলছে, কিন্তু কাজ তার থেমে নেই। মনটাকে একাধিক কাজে ব্যস্ত রাখার এই কৃতিত্ব লক্ষ করে মুগ্ধ হলো পাপিয়া। সে লক্ষ করল, একদিকে কথা বলছে হেলেন জার্মান, আরেকদিকে জটিল কমপিউটর প্রোগ্রাম তৈরি করছে, অথচ যখনই কোন কাজে কনসোলটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কেনেথ অ্যান্ডারসন, যেন নিজের অজান্তে অভ্যেসবশত তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে সে, হাত তুলে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে চুল। কেনেথ অ্যান্ডারসনের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, দেখতেও সুপুরুষ। হেলেন জার্মান দক্ষ কমপিউটর প্রোগ্রামার হলে কি হবে, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র হারায়নি।

দু'জন হেঁটে এল প্রিন্টার সেকশনে। ওরা অপেক্ষা করছে, আবার একবার সেকশন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হলো কেনেথকে। মন্থরগতি একটা প্রিন্টারে কাজ হচ্ছিল, হঠাৎ করে কী-র ছন্দবদ্ধ ক্ল্যাক-ক্ল্যাক-ক্ল্যাক শব্দ মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিল। হেলেন জার্মান অলসভঙ্গিতে সেদিকে একবার তাকাল, তারপরই তার ভুরু কুঁচকে উঠল। প্রিন্টারটা ইনভয়েস প্রিন্ট করছে, প্রতিটি কাগজের শীটে একটা করে ইনভয়েস, সাথে কোম্পানীর নাম, সরবরাহ করা পণ্যের বর্ণনা, ইউনিট প্রতি মূল্য, এবং চূড়ান্ত হিসেবে সর্বসাকুল্যে দেয় মূল্য। ইনভয়েসগুলো মেশিন থেকে নামানো হলে আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে ঢুকে যাবে উইন্ডো এনভেলাপে, তারপর চলে যাবে ডাকবাক্সে। কিন্তু খানিক পরপর, মনে হলো, প্রিন্টারটা যেন হেঁচকি তুলছে, আর একবার হেঁচকি তুললেই গোটা একটা পাতা বাদ পড়ছে–থামছে একমুহূর্ত, তারপর লাফ দিয়ে চলে যচ্ছে পরবর্তী পাতায় অর্থাৎ পরবর্তী ইনভয়েসে, এবং দেখে মনে হলো একেবারে নিখুঁত ছাপা হচ্ছে সেটা।

'অদ্ভুত তো,' বলল সে, চেহারায় শুধু কৌতূহল নয়, উদ্বেগও ফুটে আছে।

হাই-স্পীড মেশিনে কার্ড ঢোকাল সে, পাপিয়ার চাওয়া তথ্যগুলো উগরে দিল

মেশিন।

ক খ গ, এই তিন শ্রেণীতেই পড়ে এমন কেউ মিডোয় নেই। তবে যে-কোন দুটো শ্রেণীতে পড়ে এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। বহু লোক কমপিউটর সম্পর্কে জ্ঞান রাখে আবার অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওর সম্পর্কেও জানে। বহু লোক জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর স্প্যানিশ ভাষা বলতে পারে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এমন কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, ব্যারনেস লিনা কড়া শৃঙ্খলার সাথে কোম্পানী পরিচালনা করে, নিরপেক্ষ সততার সাথে যার প্রাপ্য তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং একইভাবে প্রয়োজনে ও সুনির্দিষ্ট কারণে কারও কারও পদাবনতি ঘটানো হয়।

না পড়েই লক করে প্রিন্টআউট সীল মারল হেলেন জার্মান। ডকুমেন্ট কেসটা তার হাত থেকে নিল পাপিয়া, রসিদে সই করল। সে লক্ষ করল, লো স্পীড প্রিন্টারকে হেঁচকি তুলতে দেখার পর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে হেলেন জার্মান, এখন আর সে একই সময়ে একাধিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। এমনকি কেসটা সীল করা হয়েছে দেখে কেনেথ যখন তার কাজে এদিকে ফিরে এল, তার দিকে তাকিয়ে হাসার কথা ভুলে গেল হেলেন জার্মান, চুলে হাতও উঠল না। মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, নিজের খেয়ালে ইনভয়েস ছেপে যাচ্ছে ওটা। প্রতি সাত সেকেন্ডে একটা করে ইনভয়েস ছাপা হলেও, হাই-স্পীড প্রিন্টারের সাথে তুলনায় ওটাকে কুঁড়ের বাদশা বলা যেতে পারে। আবার ওটা হেঁচকি তুলল, আবার একটা খালি পাতা বেরুল। দ্রুত প্রিন্টআউট থামাল হেলেন জার্মান, খালি পাতার আগের এবং পরের সিকোয়েন্স নাম্বার পড়ল। মিল আছে, কিছুই বাদ পড়েনি।

'ধেত্তেরি ছাই, আমাকে জানতে হবে কেন ওটা ওরকম করছে...' বিড়বিড় করে বলল সে। সুইচ টিপে আবার চালু করল প্রিন্টআউট, কিন্তু তার আগেই পাপিয়া দেখে ফেলেছে বিরতির পরে যে ইনভয়েসটা ছাপা হয়েছে সেটা লিয়নস, ফ্রান্সের পিলমোর কোম্পানীর নামে।

লিমায় মাঝরাত, অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রূমে বসে রয়েছে রানা, জানালার কাচ লাগানো থাকায় অ্যাভেনিডা অ্যাবানসে থেকে যান-বাহনের কোন শব্দ ভেতরে ঢুকছে না। সোফা ছেড়ে উঠল ও, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কবাট সামান্য একটু ফাঁক করতেই যান্ত্রিক শব্দজট হামলা চালাল কর্ণকুহরে। ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাতে যাবে, মিষ্টি ডোর-বেলের আওয়াজ হলো। জানালার দিকে পিছন ফিরে অপেক্ষায় থাকল ও। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মার্ভেলা।

'সিনর মাদ্রে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, সিনর রানা,' বলল সে, তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল সিনর কসমো মাদ্রের কাজিন, প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি ইউ. এম. পি-তে কাজ করে। অ্যালকোহলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে, মার্ভেলার হাত থেকে গ্রহণ করল এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, বসল জানালার পাশের একটা চেয়ারে।

'ব্যাপারটা কি নিয়ে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের ইনভয়েসে ওভারপেমেন্ট। অঙ্কটা আমার কাজিন আমাকে জানিয়েছে, সাথে করে আমি চেক বই-ও নিয়ে এসেছি। মি. রানা, দয়া করে আমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ দিন যে আমি মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করিনি

আমরা আপনাদের কোম্পানী থেকে পাওনার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করছি…'

'আপনাদের সততা সম্পর্কে কারও মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে কেউ একজন দায়ী, আমরা তাকে ধরতে চাই। আপনাদের কমপিউটর অপারেশনে ক'জন স্টাফ রয়েছে?'

'সব মিলিয়ে বারোজন।'

'ওদের মধ্যে ক'জন প্রোগ্রাম লিখতে পারে?'

'মাত্র চারজন। ডিরেক্টর, অবশ্যই; ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট, অবশ্যই; আর দু'জন প্রোগ্রামার।'

'বাকি আটজন?'

'ওরা অধস্তন সাধারণ অফিস কর্মচারী, সিনর, নির্দেশ পালন ছাড়া কাজের ধরন বা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।'

'ওদের কেউ কমপিউটর সম্পর্কে ট্রেনিং নিয়েছে, সম্ভব?'

'না, সিনর রানা–ওদের সম্পর্কে জানি আমি। গোটা সেকশনটা চালুই হয়েছে মাত্র এক বছর হলো। ট্রেনিং নিয়ে পাকা হবার সময় কোথায়!'

'ওদের চারজন সম্পর্কে আপনি আমাকে কি জানাতে পারেন?'

'ডিরেক্টর একজন মাদ্রে…'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল রানা। পুরানো রীতিনীতি বদলাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কেউ কেউ সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। 'আমি রূঢ় হতে চাইছি না, সিনর, কিন্তু জিজ্ঞেস না করেও পারছি না যে কেউ মাদ্রে হলেই ধরে নিতে হবে তার দ্বারা কোন অন্যায় অপরাধ সম্ভব নয়?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সিনর মাদ্রে। 'আছে, ধরে নেয়ার কারণ আছে,' বলল সে। 'অন্তত এই একটা কারণ আছে। মাদ্রেরা যারা ইউ.এম.পি-তে কাজ করে, সব মিলিয়ে পাঁচজন, সবাই নিঃসন্দেহে এ-কথা জানে যে তাদের একজনও যদি সদ্ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করে তারা সবাই একযোগে পদত্যাগ করবে। মাদ্রে পরিবারের ঐক্য এতই…'

'ঠিক যেরকম নিউ ইয়র্কে ইটালিয়ান পরিবারগুলো…?'

'আপনি যদি মাফিয়াদের কথা বলেন…'

'তিক্ততার মধ্যে যেতে চাই না, সিনর মাদ্রে…যদি আপনার কথা মেনে নিই, তাহলে তালিকায় থাকছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর দু'জন প্রোগ্রামার। আপনার কাজিনকে বাদ দিয়ে এদেরকে সন্দেহ করা হলে আপনি খুশি হন?'

'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, প্রত্যেকের ব্যাপারে তদন্ত চালানো হোক, আমার "কাজিন"-কেও বাদ দেয়ার দরকার নেই–সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা পাবেন আপনি। ভাল কথা, ডিরেক্টর আমার ভাগ্নী, কাজিন নয়।'

মিডো প্লাস্টিক আর ইউ. এম. পি-র মধ্যে যে-ক'টা চুক্তি বা ব্যবসা হয়েছে তার সবগুলোর অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করল ওরা। অনিয়ম পাওয়া গেল মাত্র এক জায়গায়। মিডোর কাছ থেকে তিন লাখ সোল ওভারপেমেন্ট পেয়েছে ইউ.এম.পি.। গোলমালটা লিখিত মূল্যে–মূল্য ডলারে উল্লেখ করা হলেও মিডো পেমেন্ট করেছে স্টার্লিঙে। ব্যক্তিগত নোটবুকে একটা মন্তব্য লিখল রানা, 'মিডো নির্দিষ্ট একটা

কারেন্সিকে যদি বেছে নেয় এবং তারপর শুধুমাত্র ওই কারেন্সি যদি কোট করা হয় তাহলে এ-ধরনের বিপদ থেকে বাঁচার একটা স্থায়ী উপায় বেরিয়ে আসবে।'

ও বলল, 'আজ সন্ধেটা আমি ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়েছি আপনার আরেক কাজিনের সাথে।'

'কমপিউটর ডিপার্টমেন্টের হেড...?'

'হ্যাঁ।'

'সাকসেসফুল মীটিং ছিল...?'

রানা জানে ভদ্রতার খাতিরে মীটিঙের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইছে না সিনর মাদ্রে, তবে বিষয়টা সম্পর্কে তাকে বলতে চায় ও। 'সিনর কসমো মাদ্রের সাথে পরামর্শ করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের কমপিউটর সেকশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আপাতত ইউনিভার্সিটির কমপিউটর আর তাদের স্টাফরা আপনাদের সমস্ত ট্র্যানজ্যাকশন সামলাবে। আপনার কমপিউটর স্টাফদের ওপর এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে।'

'তাদের মধ্যে কি ডিরেক্টরও আছে?'

'তাদের মধ্যে ডিরেক্টরও আছেন।'

'আপনি কি পুলিস ডাকছেন?'

'এখুনি নয়।'

'লিমার পুলিস চীফও আমার একজন কাজিন...'

'তা আমি জানি। সিনর কসমো মাদ্রের ধারণা, লিমা একটা গ্রাম...'

'তার ধারণা মিথ্যে নয়।'

'গ্রাম হোক আর শহর, এই অন্যায় লেনদেনের জন্যে যে দায়ী তাকে আমরা ধরব...'

'এবং তারপর?'

'তারপর আপনার কাজিন লিমার পুলিস চীফকে খবর দেব।'

'কিন্তু যদি দেখা যায়, ধরুন, দায়ী আসলে আমার ভাগ্নী?'

'তবু আমরা আপনার কাজিনকে খবর দেব, তবে তিনি যদি...' কথা শেষ করার আগে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, ওকে বাধা দিল সিনর মাদ্রে।

'সিনর রানা, আপনার কাছে আমার শুধু একটা উপকার চাওয়ার আছে।' রানা উপলব্ধি করল, একজন মাদ্রের পক্ষে উপকার প্রার্থনা করা খুব কঠিন ব্যাপার, তবে মনের কথা গোপন রাখল ও, সাহায্যের হাত বাড়াল না। নিজেদের পরিবারে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ওদেরই। 'কোন কুক্ষণে আপনি যদি আবিষ্কার করে বসেন যে আমার ভাগ্নীই দায়ী, তাহলে আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ পুলিস চীফকে খবর দেয়ার আগে দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন।'

'পারিবারিক একটা সভা ডাকবেন?'

'আমাদের যে-টুকু সম্মান আছে তা রক্ষা বা উদ্ধার করার চেষ্টা করব।'

সোজা কথা কঠিন সুরে বলার সময় হয়েছে। 'দেখুন, সিনর মাদ্রে। আমি মিডোর প্রতিনিধিত্ব করছি, কাজেই শুধু তাদের স্বার্থই দেখব আমি। সময় চেয়ে আপনি আসলে...'

'কিন্তু সিনর, আপনি একজন সমঝদার ব্যক্তিও তো বটেন।'

'শুধু মনে রাখবেন, প্লীজ, আপনি যার সাথে কথা বলতে এসেছেন তিনি বিশ্বস্ততা বিক্রি করেন না। আপনি কোন রকম নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে ফেলতে পারেন সেই ভয়ে কথাটা আমাকে বলতে হলো।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, সিনর রানা। মাদ্রে পরিবারে এমন অনেকেই আছে যারা আমাদের পারিবারিক রীতিনীতি অনুসারে সৌজন্য দেখানোর সুযোগ পেলে সম্মানিত বোধ করবে। বিশ্বস্ততার কথা যদি বলেন, মাদ্রে পরিবারের বিশ্বস্ততা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আনন্দময়। আমার যতটুকু জানা আছে, আপনি এখনও বিয়ে করেননি, সিনর।' সরাসরি না হলেও, প্রস্তাবটা ঘুষের। কোন মাদ্রে যদি দায়ী হয়, আসুন, পরিবারে যোগ দিন···

পেরুতে মিত্রের বিরাট ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে, কাজেই মাথা গরম করা ঠিক হবে না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে বের করে দেয়ার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করল রানা। বলল, 'আপনি গুলিয়ে ফেলছেন। ব্যক্তিগত বিষয় আর অফিশিয়াল দায়িত্ব দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

সবিনয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল সিনর মাদ্রে। 'আপনি একটা ক্ষুর, সিনর রানা।'

মাদ্রেকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিল মার্ভেলা। এটা তার জন্যে একটা সম্মান এবং সুযোগ, দায়িত্বের অংশ নয়। সিনর মাদ্রে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সলজ্জভঙ্গিতে তার শার্টের আস্তিন স্পর্শ করল মার্ভেলা। সিনর মৃদু হাসল।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর রানাও বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। একটা বেজে গেছে, রাস্তা প্রায় খালি। চীনা এলাকায় পাঁচ-সাতটা আর মাঝ শহরে গোটা দুয়েক ইন্টারন্যাশনাল রেস্তোরাঁ খোলা রয়েছে, আলো আর নড়াচড়া দেখা গেল কয়েকটা নাইট ক্লাবে, এগুলো বাদ দিয়ে লিমাকে এই মুহূর্তে মফস্বল শহর বলেই মনে হলো। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রানা বেরুবার পর থেকেই এক লোক অনুসরণ করছে ওকে। অ্যাভেনিডা অ্যাবানসে পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে এগোল রানা, রাস্তার মোড়ে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস, ওর আপাদমস্তক পরখ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। অ্যাভেনিডা রুজভেল্টে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, সরাসরি হেঁটে এসে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। অনুসরণরত লোকটা বসল প্যাসেঞ্জার সীটে।

'হ্যালো, মি. কেভিন।'

'আমাকে গুয়াম বলেই ডাকবেন, স্যার,' গুয়াম ম্যাককেভিন হেঁড়ে গলায় অনুরোধ জানাল। তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় পেরুর সুজকো গোত্রের লোক সে, চেহারায় ইন্ডিয়ানদের ভাবসাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তবে বেশিরভাগ সময় নিউ ইয়র্কে থাকে সে। 'আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যিনি বেরুলেন, তাঁর পেছনে একজনকে পাঠিয়েছি, স্যার।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রুজভেল্ট ধরে অ্যাভেনিডা বলিভিয়াতে চলে এল রানা। ডান দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকল অ্যাভেনিডা উইলসনে, মাইক্রোবাস থামাল অ্যাভেনিডা টাকনায়, হোটেল ক্রিলন-এর কাছে। এই মুহূর্তে রাস্তায় যানবাহন যা আছে তার বেশিরভাগই হোটেল ক্রিলনের সামনে। এই জায়গা ছাড়া শহরের অন্য যে-

কোনখানে মাইক্রোবাসটাকে সন্দেহজনক বলে মনে হবে।

একটা বেজে সতেরো মিনিট, ট্র্যানসিভার অন করল রানা, সাময়িকভাবে ওর সীটের পিছনে ফিট করা হয়েছে। লাউডস্পীকার ওর সামনে, ড্যাশবোর্ডের নিচে, নব ঘুরিয়ে মৃদু করে রাখা হয়েছে আওয়াজ। ঠিক একটা আঠারো মিনিটে রিপোর্ট আসতে শুরু করল। জুয়েলা মাদ্রে, ইউ.এম.পি. কমপিউটারের ডিরেক্টর, ব্রিজের অপর দিকের একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সাপার খাচ্ছে। তার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও রয়েছে।

'যাক, স্যার, খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল,' মন্তব্য করল গুয়াম।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'দু'জনকে আলাদা ভাবে ছারপোকা দান করা হয়েছে, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে বহন করছেন তাঁর হ্যান্ডব্যাগের হ্যান্ডলে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাঁর সিগারেটের প্যাকেটে।'

'সিগারেটের প্যাকেট খালি হয়ে গেলে ফেলে দেবে,' আবার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'সারা দিনে তিনটের বেশি খান না, স্যার।' এক গাল হাসল গুয়াম।

তবু রানা খুশি হতে পারল না। 'ভাল হত যদি ওর শরীরের সাথে কোথাও...'

'জানি, মি. রানা। কিন্তু কোনভাবে পারা যায়নি। ভদ্রলোক ভারি সৌখিন, স্যার। প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পর পর কাপড় পাল্টান। তাছাড়া, ভদ্রলোক মাষকলাই ফেমসার, স্যার। সকালে বিকালে দু'বার খেলেন। কাজের সময় ছারপোকা লাগানো সম্ভব নয়। আজ রাতে ভাগ্য আমাদের ভাল, খেলছেন না।'

প্রোগ্রামার দু'জনই বাড়িতে রয়েছে, একজন এরইমধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপরজন তার বান্ধবীকে সঙ্গ দান করছে—সংশ্লিষ্ট অপারেটর হাঁ করে ওদের প্রেমালাপ শুনছে, ঢোক গিলছে ঘন ঘন। তার পাঁজরে মৃদু একটা খোঁচা মারল গুয়াম। চমকে উঠে কুঁকড়ে গেল সে, তাজ্জব হয়ে বলল, 'বিয়ে করেছি দশ বছর, দেখছি কিছুই আমার শেখা হয়নি!'

পেশার এই অংশটুকু সবচেয়ে অপছন্দ করে রানা, নির্দোষ লোকজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজের এই সব অন্তর্ঘাত, চুরি, কারচুপি, জালিয়াতি ইত্যাদি ব্যাপারে সুরুচি প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

প্রথম অপারেটর লাউডস্পীকারে বলল, 'মনে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে খানিকটা ফাঁকি দিচ্ছেন জুয়েলা মাদ্রে। বাথরুমে যাচ্ছি বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন বারে, কথা বলছেন চীনা মালিকের সাথে, ফোনটা ব্যবহার করতে চান। লং ডিসট্যান্স কল, মাইক্রোফোন থেকে কড়কড়ে নোটের আওয়াজ শুনে বুঝেছি টাকাও দিয়েছেন তিনি। ফোনে এবার কথা হবে, আশা করি সব শুনতে পাব।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অ্যাভেনিডা টাকনায় চলে এল রানা, রিমাক নদীর দিকে যাচ্ছে মাইক্রোবাস। ক্যালে লিমায় পৌঁছে থামল গাড়ি, অদূরে রিমাক ব্রিজ।

লাউডস্পীকারে অপারেটরের গলা ভেসে এল, 'ফোনে কথা হতে যাচ্ছে।'

'জায়গার নাম আর নম্বর কি?' গাড়ি চালিয়ে আসার সময় লাউডস্পীকারের দিকে

রানার মন ছিল না, জানে কথাগুলো টেপ করা হচ্ছে।

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অপারেটর, 'দুঃখিত, স্যার। রেস্তোরাঁ মালিকের সাথে বারে কথা বলে ফোন বুথে যখন ঢুকলেন জুয়েলা মাত্রে, তাঁর সাথে হাতব্যাগটা ছিল না। মালিক পরে সেটা দেখতে পেয়ে বুথে এসে দিয়ে গেছে। ফোনের পাশে শেলফেই বোধহয় রাখা হয়েছে, কারণ দু'দিকের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলতে পারি, স্যার। জুয়েলা মাত্রে নিউ ইয়র্কের সাথে কথা বলছেন।'

ভাগ্যের ওপর রাগ হলেও, মুখে কিছু বলল না রানা। সাবজেক্টের শরীরে মাইক্রোফোন না থাকলে এই-ই হয়। ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে অন্য কোথাও ফেলে রেখে আসা হয় জিনিসটা।

'অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে,' বলল অপারেটর। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী, যে-কোন মুহূর্তে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে। যাকে ফোন করা হয়েছে, ভাগ্য ভাল হলে, নিজের নম্বরটা উচ্চারণ করতে পারে সে।

কিন্তু আবারও অপারেটরের গলাই পাওয়া গেল, 'কোন সাড়া মেলেনি। জুয়েলা মাত্রে অপারেটরকে বললেন, পরে আরেকবার চেষ্টা করবেন তিনি।'

সখেদে ভাবল রানা, শুধু যদি হাতব্যাগটা পিছনে ফেলে না যেত! আবার এক্সিম স্টার্ট দিয়ে ব্রিজের দিকে এগোল ও।

হেঁড়ে গলায় ওয়াম বলল, 'মেয়েমানুষ হলে আরও জ্বালা, মাইক্রোফোন গছানো ভারি ঝামেলার কাজ। কাপড়, হাতব্যাগ, জুয়েলারি, এমনকি উইগ পর্যন্ত ওরা ঘন ঘন বদলাচ্ছে আজকাল...'

'ফোন কোম্পানীতে একবার খোঁজ নিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিসকে ঘুষ না দিয়ে কর্তৃপক্ষের কারও সাথে দেখাই করতে পারবেন না, স্যার। তাছাড়া, গত পনেরো মিনিটে অন্তত পঞ্চাশটা কল গেছে নিউ ইয়র্কে।'

অপারেটর এবং ওয়াম দু'জনেই, নিমাবাসীদের রীতি অনুসারে, ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আরে না, আমি অভিযোগ করছি না। অল্প সময়ের নোটিসে যথেষ্ট করেছ তোমরা।'

এবার ক্যালে ক্যাপন-এ মাইক্রোবাস থামাল রানা, সাণ্ডেইল্যাজ কার এখানেই পার্ক করা হয়েছে। মাইক্রোবাস থেকে নেমে চারদিকে তাকাল ও। শান্ত পরিবেশ, রাস্তায় কোন লোকজন নেই। মাত্র দুটো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এখনও আলো জ্বলছে। দুটোর একটায় জুয়েলা মাত্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর খানিক আগে সাপার খেয়েছে, অপর রেস্তোরাঁটা মাথায় ড্রাগন নিয়ে রাস্তার ওপারে, নিঃশ্বাসের সাথে কমলা শিখা বেরিয়ে আসছে। ড্রাগন সাইনের নিওন আংশিক ভাঙা, অগ্নিশিখার পুরো আকৃতি বুঝতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। আশপাশের গেট বা দরজার সামনে ও ভেতরে অন্ধকার, দু'দিকের মোড়ে এবং দু'পাশের গলিমুখে কিছু নড়ছে না। একটা গলির মুখে, একধারে বেতের একটা চেয়ার দেখা গেল, কাপড় দিয়ে আংশিক ঢাকা—কাল আবার বসবে ওটায় অন্ধ ফকির, মোজা বোনায় ব্যস্ত থাকবে

কোনখানে মাইক্রোবাসটাকে সন্দেহজনক বলে মনে হবে।

একটা বেজে সতেরো মিনিট, ট্র্যানসিভার অন করল রানা, সাময়িকভাবে ওর সীটের পিছনে ফিট করা হয়েছে। লাউডস্পীকার ওর সামনে, ড্যাশবোর্ডের নিচে, নব ঘুরিয়ে মৃদু করে রাখা হয়েছে আওয়াজ। ঠিক একটা আঠারো মিনিটে রিপোর্ট আসতে শুরু করল। জুয়েলা মাদ্রে, ইউ.এম.পি. কমপিউটরের ডিরেক্টর, ব্রিজের অপর দিকের একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সাপার খাচ্ছে। তার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও রয়েছে।

'যাক, স্যার, খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল,' মন্তব্য করল গুয়াম।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'দু'জনকে আলাদা ভাবে ছারপোকা দান করা হয়েছে, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে বহন করছেন তাঁর হাতব্যাগের হাতলে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাঁর সিগারেটের প্যাকেটে।'

'সিগারেটের প্যাকেট খালি হয়ে গেলে ফেলে দেবে,' আবার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'সারা দিনে তিনটের বেশি খান না, স্যার।' এক গাল হাসল গুয়াম।

তবু রানা খুশি হতে পারল না। 'ভাল হত যদি ওর শরীরের সাথে কোথাও...'

'জানি, মি. রানা। কিন্তু কোনভাবে পারা যায়নি। ভদ্রলোক ভারি সৌখিন, স্যার। প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পর পর কাপড় পাল্টান। তাছাড়া, ভদ্রলোক নামকরা ফেনসার, স্যার। সকালে বিকালে দু'বার খেলেন। কাজের সময় ছারপোকা লাগানো সম্ভব নয়। আজ রাতে ভাগ্য আমাদের ভাল, খেলছেন না।'

প্রোগ্রামার দু'জনই বাড়িতে রয়েছে, একজন এরইমধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপরজন তার বান্ধবীকে সঙ্গ দান করছে–সংশ্লিষ্ট অপারেটর হাঁ করে ওদের প্রেমালাপ শুনছে, ঢোক গিলছে ঘন ঘন। তার পাঁজরে মৃদু একটা খোঁচা মারল গুয়াম। চমকে উঠে কুঁকড়ে গেল সে, তাজ্জব হয়ে বলল, 'বিয়ে করেছি দশ বছর, দেখছি কিছুই আমার শেখা হয়নি!'

পেশার এই অংশটুকু সবচেয়ে অপছন্দ করে রানা, নির্দোষ লোকজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজের এই সব অন্তর্ঘাত, চুরি, কারচুপি, জালিয়াতি ইত্যাদি ব্যাপারে সুরুচি প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

প্রথম অপারেটর লাউডস্পীকারে বলল, 'মনে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে খানিকটা ফাঁকি দিচ্ছেন জুয়েলা মাদ্রে। বাথরূমে যাচ্ছি বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন বারে, কথা বলছেন চীনা মালিকের সাথে, ফোনটা ব্যবহার করতে চান। লং ডিসট্যান্স কল, মাইক্রোফোন থেকে কড়কড়ে নোটের আওয়াজ শুনে বুঝেছি টাকাও দিয়েছেন তিনি। ফোনে এবার কথা হবে, আশা করি সব শুনতে পাব।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অ্যাভেনিডা টাকনায় চলে এল রানা, রিমাক নদীর দিকে যাচ্ছে মাইক্রোবাস। ক্যালে লিমায় পৌঁছে থামল গাড়ি, অদূরে রিমাক ব্রিজ।

লাউডস্পীকারে অপারেটরের গলা ভেসে এল, 'ফোনে কথা হতে যাচ্ছে।'

'জায়গার নাম আর নম্বর কি?' গাড়ি চালিয়ে আসার সময় লাউডস্পীকারের দিকে

রানার মন ছিল না, জানে কথাগুলো টেপ করা হচ্ছে।

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অপারেটর, 'দুঃখিত, স্যার। রেস্তোরাঁ মালিকের সাথে বারে কথা বলে ফোন বুদে যখন ঢুকলেন জুয়েলা মাদ্রে, তাঁর সাথে হাতব্যাগটা ছিল না। মালিক পরে সেটা দেখতে পেয়ে বুদে এসে দিয়ে গেছে। ফোনের পাশে শেলফেই বোধহয় রাখা হয়েছে, কারণ দু'দিকের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলতে পারি, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে নিউ ইয়র্কের সাথে কথা বলছেন।'

ভাগ্যের ওপর রাগ হলেও, মুখে কিছু বলল না রানা। সাবজেক্টের শরীরে মাইক্রোফোন না থাকলে এই-ই হয়। ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে অন্য কোথাও ফেলে রেখে আসা হয় জিনিসটা।

'অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে,' বলল অপারেটর। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী, যে-কোন মুহূর্তে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে। যাকে ফোন করা হয়েছে, ভাগ্য ভাল হলে, নিজের নম্বরটা উচ্চারণ করতে পারে সে।

কিন্তু আবারও অপারেটরের গলাই পাওয়া গেল, 'কোন সাড়া মেলেনি। জুয়েলা মাদ্রে অপারেটরকে বললেন, পরে আরেকবার চেষ্টা করবেন তিনি।'

সখেদে ভাবল রানা, শুধু যদি হাতব্যাগটা পিছনে ফেলে না যেত! আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ব্রিজের দিকে এগোল ও।

হেঁড়ে গলায় গুয়াম বলল, 'মেয়েমানুষ হলে আরও জ্বালা, মাইক্রোফোন গছানো ভারি ঝামেলার কাজ। কাপড়, হাতব্যাগ, জুয়েলারি, এমনকি উইগ পর্যন্ত ওরা ঘন ঘন বদলাচ্ছে আজকাল...'

'ফোন কোম্পানীতে একবার খোঁজ নিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিসকে ঘুষ না দিয়ে কর্তৃপক্ষের কারও সাথে দেখাই করতে পারবেন না, স্যার। তাছাড়া, গত পনেরো মিনিটে অন্তত পঞ্চাশটা কল গেছে নিউ ইয়র্কে।'

অপারেটর এবং গুয়াম দু'জনেই, লিমাবাসীদের রীতি অনুসারে, ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আরে না, আমি অভিযোগ করছি না। অল্প সময়ের নোটিসে যথেষ্ট করেছ তোমরা।'

এবার ক্যালে ক্যাপন-এ মাইক্রোবাস থামাল রানা, সার্ভেইল্যান্স কার এখানেই পার্ক করা হয়েছে। মাইক্রোবাস থেকে নেমে চারদিকে তাকাল ও। শান্ত পরিবেশ, রাস্তায় কোন লোকজন নেই। মাত্র দুটো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এখনও আলো জ্বলছে। দুটোর একটায় জুয়েলা মাদ্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর খানিক আগে সাপার খেয়েছে, অপর রেস্তোরাঁটা মাথায় ড্রাগন নিয়ে রাস্তার ওপারে, নিঃশ্বাসের সাথে কমলা শিখা বেরিয়ে আসছে। ড্রাগন সাইনের নিওন আংশিক ভাঙা, অগ্নিশিখার পুরো আকৃতি বুঝতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। আশপাশের গেট বা দরজার সামনে ও ভেতরে অন্ধকার, দু'দিকের মোড়ে এবং দু'পাশের গলিমুখে কিছু নড়ছে না। একটা গলির মুখে, একধারে বেতের একটা চেয়ার দেখা গেল, কাপড় দিয়ে আংশিক ঢাকা—কাল আবার বসবে ওটায় অন্ধ ফকির, মোজা বোনায় ব্যস্ত থাকবে

বিবর্ণ হাত দুটো, ভাষাহীন দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকবে রাস্তার দিকে।

সার্ভেইল্যান্স কার শেভ্রোলের পিছনের সীটে উঠে বসল রানা। লাউডস্পীকারে জুয়েলা মাদ্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কথা শোনা যাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ওরা, ধন্যবাদ জানাচ্ছে ওয়েটার আর রেস্তোরাঁ মালিককে। লিফট দেয়ার প্রস্তাব করল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল জুয়েলা মাদ্রে। দু'জন একসাথে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা, রাস্তার দু'দিকে তাকাল।

অপারেটর, সানসেজ, একজন ইন্ডিয়ান, কাজ করে মিডো মেক্সিকো সিটিতে, স্পীকারের আওয়াজ এত কমিয়ে দিল যে প্রায় শোনাই যায় না। সঙ্গীর সাথে ত্রিশ গজ দূরে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, অথচ কানের কাছে ওদের ফিসফাস কথাবার্তা অদ্ভুত লাগল রানার। ফুটপাথের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল জুয়েলা মাদ্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তার গাড়িতে চড়ল। গাড়িটা টয়োটা, স্টার্ট নিল এঞ্জিন, চলে গেল। তারপর, যেন আগে থেকে ঠিক করা সঙ্কেত পেয়ে, গলিমুখ থেকে বেরিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রের সামনে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা পন্টিয়াক। মাত্র এক সেকেন্ড থামল গাড়িটা, তারপর আবার ছুটল। সামনের রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়েছে জুয়েলা মাদ্রে। ক্ষিপ্রতার সাথে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেছে সে।

রানার দিকে ফিরল মেক্সিকান অপারেটর। 'কিভাবে ফলো করব, স্যার? কাছ থেকে, নাকি দূর থেকে?'

'খুব কাছ থেকে নয়।'

গাড়ির পিছু নিতে অভ্যস্ত লোকটা, আগেই দেখে রেখেছে কোন্ দিকে বাঁক নিয়েছে পন্টিয়াক। 'ব্রিজের দিকে যাচ্ছে ওরা,' বলল সে। দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিল সে, এমব্যাঙ্কমেন্ট রোডে পৌঁছুবার পর দেখা গেল উল্টোদিক থেকে ছুটে এসে ব্রিজে চড়ছে পন্টিয়াক।

ব্রিজ পেরিয়ে টাকনা, ডান দিকে মোড় ঘুরে ক্যালাও, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আরিকায়। পন্টিয়াক দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রায় অন্ধকার চার্চের সামনে।

'কি করব, স্যার?' মেক্সিকান ইন্ডিয়ান জিজ্ঞেস করল।

'সোজা যেতে থাকো,' বলল রানা, হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা ধরে কাছে আনল। 'ওরা দাঁড়িয়েছে, গুয়াম। আরিকায়, চার্চের সামনে।'

'অ্যারিকুয়েপায় ঢুকে পন্টিয়াককে স্যান্ডউইচের ভেতর আনব?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ক্যানে কাইলোমা হয়ে ক্যালে হুয়ানকাভেলিকায় ঢুকব আমরা।'

'মাই গড! কোথায় সেটা, স্যার?'

'ম্যাপে দেখে নাও।'

খানিক পর গুয়াম বলল, 'পেয়েছি।'

'আমরা অ্যাভেনিডা টাকনার দিকে মুখ করে থাকব, তুমি উল্টোদিকে। ওরা টাকনা বা নদীর দিকে গেলে আমরা ফলো করব, উল্টোদিকে গেলে তুমি,' বলল রানা।

শেভ্রোলেটাকে ফুটপাথের কিনারা ঘেঁষে, একটা জুতোর দোকানের সামনে থামাল মেক্সিকান সানসেজ। সময় বয়ে চলল, পন্টিয়াক নড়ে না। দশ মিনিট ধরে

অপেক্ষা করছে ওরা। এক এক করে কয়েকজন পাশ কাটাল শেভ্রোলেকে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও জুয়েলা মাদ্রে বলে মনে হলো না। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল একটা পুলিস কার, আরোহীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত। এগারো মিনিটের মাথায় ক্লারিজ হোটেলের সামনে মিউনিসিপ্যালিটির একটা ট্রাক থামল, ঢাকনি থাকলেও সেটা এই মুহূর্তে খোলা। কোদাল ইত্যাদি নিয়ে পৌর-কর্মীরা নেমে এল রাস্তায়, হোটেলের আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাবে। লাইডস্পীকারের আওয়াজ বাড়াল অপারেটর, ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ আর পৌর-কর্মীদের চেঁচামেচি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। পনেরো মিনিটের মাথায় পন্টিয়াকের দরজা খোলার আওয়াজ শুনল ওরা, শব্দ শুনে বোঝা গেল কয়েকজন লোক গাড়িতে চড়ল।

হঠাৎ করে ঘোষণা করল রানা, 'মিস জুয়েলা মাদ্রে চার্চে গিয়েছিল।'

'কিভাবে বুঝলেন, স্যার?'

'চার্চই একমাত্র জায়গা যেখানে কোন মেয়ে তার হাতব্যাগ নিয়ে যাবে না।'

পন্টিয়াক স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনল ওরা, দেখল এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিচ্ছে ক্যালে অ্যারিকুয়েপার দিকে।

গুয়ামের গলা পাওয়া গেল মাইক্রোফোনে, 'ওদেরকে আমি পেয়েছি।'

'বাঁ দিকে ঘুরে টাকনায় ঢুকব আমরা,' বলল রানা, সানসেজ তার নির্দেশ পালন করল। রানা বিস্মিত। 'রেস্তোরাঁ থেকে চার্চে আসার সময় গাড়িতে ওরা দু'জন ছিল, এখন পাঁচজন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'ওরা হয়তো কয়েকজনকে লিফট দিচ্ছে, স্যার।'

'অদ্ভুত নয়? এত রাতে চার্চে লোকজন থাকা?'

'আমাদের দেশে,' বলল মেক্সিকান ইন্ডিয়ান, 'রাতদিন সব সময় চার্চে যাই আমরা।'

কিন্তু রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না। সান ক্রিস্টোবাল-এর পাহাড়ের সুন্দর একটা বাড়িতে থাকে জুয়েলা মাদ্রে। 'আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

'জ্বী, স্যার,' বলল সানসেজ। 'জুয়েলা মাদ্রে বাড়ি ফিরছে না। সান ক্রিস্টোবাল উল্টোদিকে।'

শুরু হলো অনুসরণ, কখনও মাইক্রোবাস কখনও শেভ্রোলের সাহায্যে, যখন যেমন সুবিধে। তবে সব সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকল ওরা। অবশেষে শহরের বাইরে, নোংরা একটা এলাকায় পৌঁছুল। পন্টিয়াকের আরোহীরা কেউ কোন কথা বলছে না, ওরা শুধু তাদের কাপড়চোপড়ের খসখস আর মাঝে মধ্যে একজনের মৃদু শিস দেয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। প্রায় পরিত্যক্ত একটা প্লাজায় ঢুকল পন্টিয়াক। রাস্তার পাশের জায়গা দখল করে রেখেছে সার সার ট্রাক, অচল ঠেলাগাড়ি, বাতিল লোহা-লক্কড়, ইত্যাদি। আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। অনেক দোরগোড়ায়, যেখানে আলো আছে, লোকজনের নড়াচড়া টের পাওয়া গেল। কেউ কেউ দরজার সামনে বসে আছে। একটা বার দেখা গেল, জানালায় আলো। রাস্তার ধারেও লোকজন রয়েছে, পাঁচ-সাতজনের একটা করে দল দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা কার দাঁড়িয়ে আছে, দু'একটা এঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। দুটো কার উল্টোদিক থেকে এসে

দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার কিনারায়। আড়ষ্টভঙ্গিতে নামল লোকজন। তাদের মধ্যে একজন দেয়ালের দিকে মুখ করে ট্রাউজারের চেইন খুলে ফেলল। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজনদের দেখে মনে হলো বেশিরভাগই মাতাল। ইঁটের দেয়াল ঘেরা একটা বাড়ির সামনে থামল পন্টিয়াক, বারের ঠিক সামনে। ঘরের দরজা প্রতি মুহূর্তে খুলে যাচ্ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। লোকজন যেমন ঢুকছে, তেমনি বেরিয়েও আসছে। পন্টিয়াক থেকে পাঁচজন নামল, গাড়ির দরজায় তালা লাগাল একজন। কেউ কোন কথা বলল না। সরু ফুটপাথ পেরিয়ে, আবর্জনার স্তূপ টপকে, দরজার ভেতরে ঢোকার জন্যে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে দাঁড়াল সবাই।

যেন মনে হলো ভেতরে ঢোকার জন্যে টিকেট লাগে, সেটা দরজা থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দীনহীন বলে মনে হলো রানার। 'ধ্যেৎ, আবার হাতব্যাগটা ফেলে গেছে সে।'

দেখা গেল জুয়েলা মাদ্রে লাইনে দাঁড়ালেও, তার সঙ্গীরা তাকে নিজেদের শরীর দিয়ে প্রায় ঢেকে রেখেছে। আরও একটা কাজ করছে তারা–অস্থিরদৃষ্টিতে রাস্তার দু'দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কিন্তু ওদের দিকে বিশেষভাবে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। মাতালরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত।

'হাতব্যাগ রেখে গেছেন দেখে আমি কিন্তু, স্যার, একটুও অবাক হচ্ছি না,' সানসেজ বলল। 'ভেবে দেখুন, কোথায় এসেছেন তিনি।'

'কোথায়?'

'পঞ্চাশ সেন্টাভো দিলে সারারাত কাটানো যায়, স্যার,' মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল সানসেজ। 'বেশ্যাপাড়া, স্যার।'

প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'আপনি তো ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনে গেছেন, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'এই বেশ্যাপাড়ার নাম, মানে এখানকার লোকেরা এটাকে "লন্ডন" বলে ডাকে।'

সাত

মিডো নিউ ইয়র্কের কমপিউটর রুম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে চলে এল চার্লি ফ্রানসি, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের একটা মিডো আলফা ধরল, ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল মিউনিকে। নিউ ইয়র্ক ছাড়ল স্থানীয় সময় ভোর চারটেয়, পৌঁছুল স্থানীয় সময় ভোর চারটেয়। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ছোট একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল সে। 'মি. পারকার,' হোটেল ক্লার্ককে বলল। 'কামরা বুক করা আছে।'

'মি. পারকার, হ্যাঁ, বুক করা আছে বটে। এই কার্ডটা পূরণ করুন, প্লীজ।' মহিলা ক্লার্ক, বয়স চল্লিশ, মেকআপ করা চেহারা, কলপ লাগানো চুল; চোখে ক্ষুধার্ত

'সকালে, কেমন? আমি খুব ক্লান্ত, একটু সাঁতার কেটে বিছানায় উঠতে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সকালে হলেও ক্ষতি নেই।'

নিজের কামরায় ঢুকে সুটকেস খোলার ঝামেলায় গেল না, ফোনের রিসিভার তুলল সে। কোন কথা না বলে মহিলা ক্লার্ক তাকে বাইরের লাইন পাইয়ে দিল, ছয় ডিজিটের এক সংখ্যা ডায়াল করল সে–লোকাল কল। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, হাতঘড়ির দিকে চোখ, ঠিক সাত সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মেগ ফিলিপ, রিঙ হচ্ছে শোনার পর সে-ও সাত সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হোটেলে। ইতোমধ্যে কাপড় ছেড়েছে চার্লি ফ্রানসি, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটছে হোটেলের বেসমেন্ট পুলে। বড়সড় একটা ঘরের ভেতর পুলটা, চারদিকে কৃত্রিম পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কামরায় আরও রয়েছে ছোট আকারের তিনটে সনা কিউবিক্‌ল্‌, একটা এক্সারসাইজ রুম। মেগ ফিলিপ পিছনের দরজা দিয়ে এল, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে একটা সনা কিউবিক্‌ল্‌-এ লুকাতে হলো তাকে, কারণ করিডরে পায়ের শব্দ, এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'কি ভাই, সব ঠিক আছে তো?' মহিলা ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল চার্লি ফ্রানসি ওরফে পারকারকে।

পুলের ওপর থেকে চিৎকার করল সে, 'সব কুছ ঠিক হ্যায়।'

প্রয়োজনের চেয়ে জোরে হেসে উঠল মহিলা। 'বলুন আপনার জন্যে আর কি করতে পারি। কফি লাগবে? কিংবা আরামদায়ক ম্যাসেজ? আমাকেও আপনি পেতে পারেন–ম্যাসেজ করানোর জন্য।'

'ওরে-ওরে, এ যে দেখছি আস্ত একটা ডাইনী!' ভাবল চার্লি ফ্রানসি। বলল, 'না, ধন্যবাদ। কাল সকালে হয়তো লাগতে পারে, কেমন?'

চোখে প্রত্যাশার আলো নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ক্লার্ক। পুল থেকে উঠে সনা কিউবিকলে ঢুকল চার্লি ফ্রানসি, মেগ ফিলিপকে বলল, 'পেত্নীটা চলে গেছে।'

'তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে,' দাঁত বের করে হাসল মেগ ফিলিপ, তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা নিরাপদ তো?'

'পেত্নীটার কথা বাদ দিলে সব ঠিক হ্যায়।'

'ওর কথা ভেবো না,' আশ্বস্ত করল মেগ ফিলিপ। 'শেষ রাতের দিকে অন্তত বিশবার এসেছি এখানে সাঁতার কাটতে, এর আগে কখনও ওকে নিচে নামতে দেখিনি। যাই হোক, যেটার কথা বলেছিলাম–এদিকে দেখো।' ঝুঁকে কাঠের একটা তক্তা সরাল সে, ছয় ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো। নিচে একটা ডাক্ট, পানি আসার পথ। দেয়ালের গোড়ায় একটা চৌকো গর্ত, আড়াই ফুট। 'গর্তটা আট ফুট গভীর,' মেগ ফিলিপ বলল। 'আমরা যদি প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে নিই তাহলে যে-কোন জিনিস ওখানে লুকিয়ে রাখতে পারব–সুটকেস বলো, ডিস্ক ভর্তি বাক্স বলো...'

'ঠিক বলেছ,' অন্যমনস্কভাবে সায় দিলো চার্লি ফ্রানসি, তাকিয়ে আছে ডাক্টের

দিকে ঝুঁকে থাকা মেগ ফিলিপের দিকে। ছোট একটা লোহার বার তার খুলির গোড়ায় সজোরে বসিয়ে দিল সে। জিনিসটা এক্সারসাইজ রুম থেকে আগেই এখানে এনে রেখেছিল, সাধারণত পেশী শক্ত করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। মেরুদণ্ড যেখানে খুলির সাথে যুক্ত হয়েছে, আঘাতটা সেখানে লাগল। একেবারে গুঁড়িয়ে গেল হাড়গুলো। মেগ ফিলিপের লাশ ডাক্টের ভেতর পড়ে গেল। ঝুঁকল চার্লি ফ্রানসি, ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের গোড়ার দিকে ঠেলে ফেলে দিল গর্তের ভেতর। এক্সারসাইজ রুম থেকে আরও একটা জিনিস এনে রেখেছিল সে–পাঁচটা দশ কিলো ওয়েট। মেগ ফিলিপের গায়ের ওপর এক এক করে সেগুলোও নামাল, ছোট বারটা সহ। ভারের ফলে ডুবে গেল লাশ, একসময় লাশ আর ওয়েট ঘোলা পানির নিচে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা ব্রীফকেস ছাড়া মেগ ফিলিপ যে এখানে এসেছিল তার আর কোন চিহ্ন নেই।

কিউবিকল্-এর বেঞ্চের ওপর রয়েছে সেটা। চার্লি ফ্রানসি জানে কোহল জি এম বি এইচ-এর কমপিউটরের জন্যে তৈরি করা সমস্ত অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওর প্রিন্টআউট আকারে রয়েছে ওটার ভেতর, আরও আছে সিকিউরিটি প্রসিডিওর, যেটা মিডো মিউনিক অফিসের সাথে মিল রেখে তৈরি করেছে কোহল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল চার্লি ফ্রানসি, ডেস্ক ক্লার্ককে পাশ কাটাল, ব্রীফকেসটা কোটের ভেতর লুকানো।

'সাঁতার ভাল লাগল?' জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক।

'খুব। ঘুমোবার আগে সামান্য হেঁটে আসব।'

'দারুণ আইডিয়া। আপনি ফিরে এলে দু'জনের জন্যে কফি বানাব।'

'বেশ তো। আর তারপর নাহয় আপনার সেই ম্যাসেজ সম্পর্কে নতুন করে ভাবা যাবে, কি বলেন?'

উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল মহিলার চোখ।

চার্লি ফ্রানসিকে সামনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে। রাস্তা ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে চার্লি ফ্রানসি, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লার্ক, জানে না, পালিয়ে যাচ্ছে একজন খুনী।

অল্প পথ, হেঁটেই এয়ারপোর্টে পৌঁছুল চার্লি ফ্রানসি, স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় লিয়নস ফ্লাইট।

মাসুদ রানার নির্দেশে তিনজনের দলটা থেকে যে দু'জন লোক মেগ ফিলিপকে অনুসরণ করে হোটেল পর্যন্ত পৌঁচেছিল, তারা দেখল ডেস্ক ক্লার্ক এক ভদ্রলোককে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, ধারণা করল ভদ্রলোক তার প্রেমিক হতে পারে। দলের বাকি লোকটা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকে বেসমেন্টে নামল, এই পথই ব্যবহার করেছিল মেগ ফিলিপ। কিন্তু আতিপাতি করে খুঁজেও মেগ ফিলিপের দেখা পেল না সে। তিনজন আবার মিলিত হলো তারা, পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল। তৃতীয় লোকের বক্তব্য, মহিলা ক্লার্কের দিকে নজর থাকায় সামনের দরজা দিয়ে মেগ ফিলিপ বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায়নি ওরা। বাকি দু'জনের বক্তব্য, তুমি শালা সিগারেট ফোঁকার সময় পেচ্ছাব করতে বসেছিলে, সেই ফাঁকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে লোকটা। ক্লার্ককে প্রশ্ন

করেও কিছু জানা গেল না। মেগ ফিলিপ এখনও যে হোটেলের ভেতর থাকতে পারে, এ-ধারণাটা তাদের কারও মাথায় ঢুকল না।

বাড়ির ছাদ অবিকল ছাতার মত, লোহার কাঠামোর ওপর ঢেউ খেলানো টিন, দেয়ালগুলো ইঁটের। সব মিলিয়ে দশটা সারি, প্রতি সারিতে দশটা করে খুপরি, দুই খুপরির মাঝখানে আটফুট উঁচু দেয়াল। দরজাগুলোর কবাট নিচে এবং ওপরে খোলা যায়। চারদিকে ঘাম, প্রস্রাব আর পচা আবর্জনার গন্ধ। পনেরো বছরের নিচে একদল কিশোর অবিরাম সারিগুলোর এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হন হন করে আসা-যাওয়া করছে, কারও হাতে পানিভর্তি বালতি, কারও হাতে গরম চা ভরা কেটলি বা ইনকাকোলা, স্যান্ডউইচ, তুলো, সিগারেট ইত্যাদি।

মেয়েরা হয় কাজ করছে নয়তো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার চেষ্টা করছে। মেয়েটি যত বেশি সুন্দরী তার দরজা তত কম খোলা থাকছে। কয়েকটা খোলা দরজার সামনে তিন চার জন করে লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন সারি সারি খুপরির সামনে হাঁটাচলা করছে, কেউ কেউ মাতাল, প্রায় সবার ঠোঁটে সিগারেট। মাঝে মধ্যে পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে কেউ তারা লজ্জাবোধ করছে না। কত নম্বর থেকে বেরুল বা কত নম্বরে ঢুকতে চায়, চলতি হপ্তায় ক'বার আসা হলো, কে কেমন খেল্ দেয় ইত্যাদি বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা চলছে। খুপরিগুলোর কাছাকাছি আসা-মাত্র সঙ্গীরা আবার তাদের শরীর দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলল জুয়েলা মাদ্রেকে। ট্রাউজার স্যুট পরে থাকায়, তাছাড়া মাথায় হ্যাটও রয়েছে, জুয়েলা মাদ্রেকে হঠাৎ দেখে মেয়ে বলে চেনা কঠিন। লোকজনের মিছিলে মিশে সামনে এগোল পাঁচজনের দলটা। এক সারি থেকে আরেক সারিতে আসতে প্রচুর সময় লাগল ওদের, অবশেষে দলটা সাঁইত্রিশ নম্বর খুপরির কাছাকাছি পৌঁছুল। আশপাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের মধ্যে অনেকেই পাহাড়ী গোত্রগুলো থেকে এসেছে, তাদের ছোটখাট দেহ-কাঠামো আর বিশাল বুক দেখে সহজেই চেনা যায়। খুপরির ভেতর নারী-পুরুষের হাসি আর রেডিও থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। পাঁচজনের দলটা থেকে এক লোক হঠাৎ ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল পঁয়ত্রিশ নম্বর খুপরির দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক খদ্দের, ভেতরে চোখ পড়তেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল তার। খুপরির মেয়েটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, একটা বালতির ওপর বসতে যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে বাইরে। লোকটার সাথে চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল সে, 'একজন একজন করে কিংবা সবাই একসাথে, যেমন আপনাদের খুশি—ঢুকে পড়ুন।'

সাঁইত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে এল বড়সড় একটা অ্যালসেশিয়ান, ধীর পায়ে ওদের দিকেই এগিয়ে এল সেটা। হঠাৎ করে থামল, নাকটা জুয়েলা মাদ্রের পায়ের দিকে তাক করে গন্ধ শুঁকল। গর গর করে উঠল অ্যালসেশিয়ান, জুয়েলা মাদ্রের পায়ে নাক ঠেকাল। জুয়েলা মাদ্রে, আতঙ্কে নীল, পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁইত্রিশ নম্বরের নিচের দরজা আরও একটু খুলল, দড়াম করে উন্মুক্ত হলো ওপরের অংশ, বেরিয়ে এল রাইফেল কাঁধে এক পুলিস, ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গলাচ্ছে। দরজার বাইরে এক লোক অপেক্ষা করছিল, পুলিস দেখে শশব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল

সে।

'আধ ঘণ্টার জন্যে ওটা কারও কোন কাজে আসবে না,' সগর্বে ঘোষণা করল পুলিস লোকটা, কোমরে বেল্ট পরছে সে।

অপেক্ষারত লোকটা অপ্রতিভ হাসল, বলল, 'বিশ্বাস করলাম, সিনর।'

কুকুরটাকে দেখতে পেল পুলিস, জুয়েলা মাদ্রের পা শুঁকছে। 'টাইগার!' ধমকে উঠল সে, কিন্তু অ্যালসেশিয়ান মনিবের কথায় কান দিল না।

জুয়েলা মাদ্রের পিছনের লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'নড়বে না,' ফিসফিস করে বলল সে, ঝুঁকে জুয়েলা মাদ্রের জুতো থেকে মাংসের একটা টুকরো দু'আঙুলে ধরে তুলে ফেলল। টুকরোটা লক্ষ্য করে লাফ দিল অ্যালসেশিয়ান, ঠিক তখুনি সেটা ছেড়ে দিল লোকটা। মাংস পেয়ে মুখে পুরল টাইগার, এক ঢোকে গিলে ফেলল, ফিরে গেল পুলিসের কাছে।

'তোমাকে কামড়ে দেয়নি তো?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল জুয়েলা মাদ্রে। মাথা নাড়ল লোকটা।

খুপরিগুলোকে পাশ কাটিয়ে হাঁটছে পুলিস, ওদের দিকে তাকাল না। তেত্রিশ নম্বরের সামনে মুহূর্তের জন্যে থামল সে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল দরজায়। 'এরপর তুমি,' বলল সে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

দরজার ওপরের অংশ খুলে গেল, উঁকি দিল একটা কিশোরী মেয়ের মুখ। দেখেই বোঝা যায়, পাহাড়ী মেয়ে। 'আমার সৌভাগ্য, কর্তা!' দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি নিয়ে চলে গেল পুলিস।

পাঁচজনের দলটা এবার সাঁইত্রিশ নম্বরের সামনে পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পুলিসের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যে লোকটা ওখানে অপেক্ষা করছিল, সে লাইনের মাথায় থাকার জন্যে সামনে বাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু জুয়েলা মাদ্রের সামনে দাঁড়ানো লোকটা কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে। প্রতিবাদ করল লোকটা, যে-কোন মুহূর্তে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। 'সারারাতের জন্যে মেয়েটাকে আমরা ভাড়া করেছি,' বলল জুয়েলার পাশ থেকে একজন। 'গোলমাল করলে এমন প্যাঁদানি দেব যে বাপের নাম ভুলে যাবে।'

দলে ওরা পাঁচজন দেখে পিছিয়ে গেল লোকটা, উনচল্লিশ নম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝখানে জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল ওরা চারজন। দরজা খুলে গেল, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, সাথে সাথে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিক্সটিনা বালতির পাশে চেয়ারে বসে আছে, ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়াচ্ছে। 'বেজন্মা স্যাডিস্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে, জুয়েলা মাদ্রের দিকে তাকাল না। বিছানার এক কোণে বসল জুয়েলা মাদ্রে, হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল, যেন বমি পাবে। নগ্ন সিক্সটিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'দুনিয়াটা অত্যাচারী স্বার্থপরদের দখলে, যে অবস্থাতেই থাকো সাহস আর বুদ্ধি হারিয়ো না।'

হঠাৎ ফোঁস করে উঠে সাপের মত ফণা তুলল সিক্সটিনা। দামী কাপড় পরা জুয়েলা মাদ্রেকে দেখে তার পিত্তি জ্বলে উঠল। 'এ-সব নরম গরম উপদেশ আমাকে শোনাতে হবে না। তোমাকে যদি প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ জন লোকের জন্যে শুতে হত

তাহলে বুঝতে সাহস আর বুদ্ধি কোন কাজে আসে কিনা!'

চিন্তাটাই অসুস্থ করে তুলল জুয়েলা মাদ্রেকে, এখনও সে কুমারী। এবং এর জন্যে, ভাবল সে, পেরুর বিধ্বস্ত অর্থনীতিই দায়ী। সিক্সটিনা একা নয়, ওর মত আরও বহু মেয়ে যৌতুকের টাকা সংগ্রহের জন্যে 'লন্ডনে' চলে আসে। যৌতুক দিতে না পারলে ভাল বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। এদের সম্পর্কে এটুকুই জানে জুয়েলা মাদ্রে। তার কল্পনা করতে ইচ্ছে হলো, সিক্সটিনার প্রেমিক লন্ডনের বাইরে অপেক্ষা করছে, যৌতুক দেয়ার মত যথেষ্ট টাকা নিয়ে মেয়েটা উপস্থিত হলেই চার্চে গিয়ে বিয়ে করবে ওরা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বাকি চারজন। চেয়ারটা জুয়েলা মাদ্রেকে ছেড়ে দিয়ে উল্টো করে রাখা একটা বালতির ওপর ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল সিক্সটিনা, এখনও সে কাপড় পরেনি। ভাঙা আয়নাটা ম্যাডোনার ছবির নিচে লটকানো, সেদিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল সে। অরবিটাস, ওদের মধ্যে ওরই শুধু গোঁফ আছে, বসে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রের পাশে বিছানার ওপর, সে-ই সিক্সটিনার সাথে কথা বলে গোপন বৈঠকের জন্যে এই খুপরিটার ব্যবস্থা করেছে। 'আমরা শুধু তোমার ঘরটা মীটিং করার জন্যে ব্যবহার করব,' সিক্সটিনাকে বলেছে সে। 'লন্ডনে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করবে না।' সিক্সটিনা রাজি হয়েছে শুধু একটা কারণে, যে-টাকা ওরা দেবে তাতে তিন মাস আগে এই নরক থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। ঘরে বসে ওরা কি করবে না করবে সেটা ওদের ব্যাপার, তার কিছু আসে যায় না।

জুয়েলার চারপাশে ওরা যারা রয়েছে তারা সবাই নিবেদিতপ্রাণ জাতীয়তাবাদী। বেশ ক'বছর হলো লিমার প্রধান পরিবারটিকে জুয়েলা মাদ্রে বোঝাবার চেষ্টা করছে পেরুর অর্থনীতি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে দিলে তার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে। অল্প কিছু পেরুবাসীর বিপুল অর্থ এবং সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। পশ্চিম দুনিয়া কিভাবে উন্নতি করছে বা বাণিজ্য করছে সে-সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা নেই। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে জুয়েলা মাদ্রে, সে যেটাকে পেরুর জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা বলে মনে করছে তার সমাধানে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পেরুর অর্থনীতিতে বিদেশীরা অনুপ্রবেশ করেছে, যে-কোন মূল্যে সে তাদেরকে বিতাড়িত করতে চায়। সংশ্লিষ্ট মহলকে জুয়েলা মাদ্রে চিলির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অল্প ক'জন তরুণ বাদে কেউ তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি।

তরুণদের মধ্যে একজন হলো অরবিটাস, বিছানায় তার পাশে যে বসে রয়েছে। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর একজন অ্যাটর্নি সে, পেরুর ফিশিং ইন্ডাস্ট্রিতে তার পরিবারের রয়েছে বিরাট স্বার্থ। বিডমাচার, এই মাত্র যে চেয়ারে বসল, জুয়েলা মাদ্রের জুতো থেকে মাংসের টুকরো তুলে নিয়েছিল, আমেরিকান ইউনিয়ন কার্বাইডের একজন কর্মচারী—এঞ্জিনিয়ার। কসমো বৈবাহিক সূত্রে দূর সম্পর্কীয় কাজিন, একদিন সে বানকো পেরুয়ানো ডেল সোল-এর মালিক হবে, তখনও যদি কোন ব্যাংকের মালিক হওয়ার পরিস্থিতি থাকে। অপর তরুণ, যাকে ওরা তার ডাকনাম পাকো বলে সম্বোধন করে, পলিটিক্যাল ইকোনমিক্সের ছাত্র, সদ্য ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই একদিন নামকরা

রাজনীতিবিদ হবে সে। কে জানে, হয়তো প্রেসিডেন্ট হওয়াও অসম্ভব নয়।

পাকোর দিকে ফিরে আড়ষ্ট একটু হাসল জুয়েলা মাদ্রে। 'কল্পনাও করিনি এ-ধরনের পরিবেশে বসতে হবে আমাদের। জানা থাকলে আসতাম না।'

উৎসাহ দিয়ে হাসল পাকো। 'কেন ভাবছ দুনিয়ার সবটুকুই নীল আকাশ! যাদের অবস্থার উন্নতি দেখতে চাও তারা কিভাবে বেঁচে আছে এখানে না এলে টের পেতে?'

ঠিক তখুনি বালতি নিয়ে দরজায় হাজির হলো এক কিশোর, কড়া নাড়ছে আর পানি পানি বলে চিৎকার করছে। প্রায় লাফ দিয়ে দরজার সামনে পৌঁছুল সিক্সটিনা, অমনি খুলে গেল নিচের কবাট। ঘরের ভেতরটা আড়াল করে দাঁড়াল সিক্সটিনা। 'একজন খদ্দের পেয়েছি সারারাত থাকবে। অন্যরকম মানুষ, কেউ এলে লজ্জা পায়। রাতে আর এসো না, কেমন?' ছেলেটাকে ক'টা টাকা ধরিয়ে দিল সে, এই মাত্র তাড়াতাড়ি তার হাতে যেগুলো গুঁজে দিয়েছে অরবিটাস।

'খুব মালদার মক্কেল, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তোমার ভাগ্যটা তাহলে ভাল আজ।' জিভ আর টাকরা সহযোগে আনন্দসূচক আওয়াজ করে চলে গেল সে।

'গলা চড়াবেন না,' ওদেরকে পরামর্শ দিল সিক্সটিনা।

বিছানা থেকে চাদরটা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল জুয়েলা। 'এটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ো—তোমার ঘুম পেয়েছে।'

এরপর ওদের বৈঠক শুরু হলো। অরবিটাস রিপোর্ট করল, তাদের উদ্দেশ্য পূরণে আইনগত যে-সব ব্যবস্থা নেয়া যায় তার সবগুলো চিহ্নিত করেছে সে। মাঝপথে রয়েছে সে, তাকে বাধা দিল বিউমাচার—তার বক্তব্য, প্রচলিত আইন দিয়ে ঘণ্টা হবে। সে অ্যাকশন চায়। একজন এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার ধারণা বিদেশীদের কলে-কারখানায় যদি স্যাবোটাজ চালানো যায়, শালারা পালাতে দিশে পাবে না। অন্তত নতুন বিদেশী পুঁজি যে বিপুলগতিতে আসছে সেটা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। 'এসো,' উদাত্ত আহ্বান জানাল সে, 'কিভাবে স্যাবোটাজ করা যায় তার একটা স্কীম তৈরি করি আমরা। দরকার হলে আমরা বিদেশী ব্যবসায়ীদের দু'একজনকে গায়েব করে দেব।'

কসমো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলল, পেরুর বিপুল সম্পদ কিভাবে অবহেলায় পড়ে আছে, এবং যদি তা প্রচলিত ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয় তাহলেও সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসবে না। 'হ্যাঁ, ধনীরা চিরকালই ভাল থাকবে।'

জুয়েলা মাদ্রে বলল, 'এই মুহূর্তে শান্তিপূর্ণ রাজনীতি নিয়ে আমাদের দেশটা শান্ত রয়েছে, কারণ দেশের সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু ধনীরা যদি চিরকাল ধনী থাকে, আর গরীবরা যদি বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে আধপেটা থাকে, কেউ বলতে পারে না হঠাৎ করে আমরা কখন ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে বা চিলিয়ান টাইপ বিপ্লবের শিকার হব। কে যেন বলেছিল, "দারিদ্র্য আর ক্ষুধা মার্ক্সিজমের প্রজননক্ষেত্র"?'

কেউ ওরা বিপ্লব চায় না। ওরা জাতীয়তাবাদী একটা গ্রুপ, ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য পেরুকে পেরুবাসীদের উন্নতির জন্যে পরিচালিত করা। সেটা সম্ভব জাতীয় অর্থনীতিকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা গেলে।

বিউমাচারের মারমুখো বক্তব্য আর অরবিটাসের আইন আঁকড়ে ধরে থাকার

জেদ উত্তপ্ত করে তুলল গোপন সভার পরিবেশ। ঘণ্টাখানেক বাক্যুদ্ধের পর সবাই ক্লান্ত। মিনিট দশেক হলো কথা বলেনি জুয়েলা মাদ্রে, শুধু শুনে গেছে। সে বুঝতে পারল, ওরা দু'জন কখনোই একমত হতে পারবে না।

কাজেই, অবশেষে, সে ওদেরকে পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট সম্পর্কে বলল।

আট

লিয়নে প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্ট বাসে করে শহরে চলে এল চার্লি ফ্রানসি। বাস টার্মিনাল থেকে হাঁটা পথে ব্যাংক এগ্রিকোল অল্প দূরত্ব। কাউন্টারের পিছনে বসা মেয়েটাকে এক হাজার ডলারের একটা বিল দিল সে, কিন্তু সবিনয় হাসির সাথে মেয়েটা বলল, 'এখানে টাকা ভাঙানোর সুযোগ নেই, মশিয়ে। আপনাকে ক্রেডিট লিয়নাইস-এ বা ব্যুরো চ্য চেঞ্জ-এ যেতে হবে।' তার পিছন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কি ঘটছে জানতে চাইল সে

সব শুনে বলল, 'আপনার টাকা আমরা ভাঙিয়ে দিতে পারি, মশিয়ে।' এক হাজার ডলার, রেটের চেয়ে দু'পার্সেন্ট কম পাবে চার্লি ফ্রানসি, একটু হেঁটে ব্যুরো দ্য চেঞ্জ থেকে ভাঙিয়ে এনে দিলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পকেটে চলে আসবে দশ ডলার।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসার সময় চার্লি ফ্রানসি আশা করল ওর দেয়া ঠিকানাটা যে ভুয়া সেটা খুব তাড়াতাড়ি ওরা জানতে পারবে না। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজছিল সে, পেয়েও গেল একটা—খেলাধুলার দোকান। শো-কেসে সাজানো বাইসাইকেলটা খুঁটিয়ে দেখল—হ্যাঁ, ঠিক এ-ধরনেরই একটা দরকার তার। মডেলটার ফ্রেমে দাম লেখা রয়েছে ফ্রাঙ্কে—দেড়শো ডলারের সমপরিমাণ। দোকানে ঢুকল সে। 'শো-কেসের লাল বাইসাইকেলটা।'

'আহ্, আপনার পছন্দের প্রশংসা করি!' সেলসম্যান বিনয়ে বিগলিত।

'তাড়াতাড়ি।'

সেলসম্যান সাইকেলটার গুণাগুণ বর্ণনা শুরু করল। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। 'আমার খুব তাড়া আছে।'

স্টোর থেকে একই মডেলের অন্য একটা সাইকেল নিয়ে আসা হলো। বলা হলো, বহু ধরনের হুইল আছে, যে-কোন একটা বেছে নিতে পারে সে।

বিরক্ত হয়ে চার্লি ফ্রানসি বলল, 'শো-কেসেরটায় যা আছে আমি তাই চাই।'

সেলসম্যান হতবাক । 'কিন্তু মশিয়ে, ওটা তো একটা কমবিনেশন নাইন স্পীড ডিরেইলার গিয়ার, রেসিং-এর জন্যে!'

'আমার ওটাই চাই,' বলল চার্লি ফ্রানসি, মনে মনে কুত্তার বাচ্চা বলছে সেলসম্যানকে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা মানেই লোকটা ওর চেহারা বেশ ক'দিন মনে রাখবে। এরপর সেলসম্যানের দিকে পিছন ফিরে শো-কেসের দিকে মনোযোগ দিল সে। নাইলন ট্র্যাক স্যুট, সাইক্লিং গ্লাভস, সাইক্লিং শু আর একটা সাইক্লিং ক্যাপ

কিনল। উৎসাহী হয়ে উঠে ট্যুর দ্য ফ্রান্স সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে শুরু করল সেলসম্যান, কিন্তু তার কথায় কান থাকলেও তার দিকে ফিরল না চার্লি ফ্রানসি। সবশেষে ইস্পাতের ব্যারেল লাগানো একটা পাম্প কিনতে চাইল সে।

'কিন্তু মশিয়ে!' সেলসম্যান আবারও হতভম্ব। 'আপনার দরকার হালকা ব্যারেল, ঠিক এই পলিপ্রোপাইলিন...'

চার্লি ফ্রানসি মাথা নাড়ল। 'ক্রোমিয়াম প্লেট স্টীল ব্যারেল চাই আমার।'

সাইকেল নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সে, বিড়বিড় করে তাকে গাল দিল সেলসম্যান, 'ভালগারিয়ান!'

শহরের অলিগলি দিয়ে এক কিলোমিটারের মত হেঁটে এল চার্লি ফ্রানসি, মনের মত নির্জন একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে প্যাকেট থেকে বের করল লাইট-ওয়েট ট্র্যাক স্যুট, পরে থাকা স্যুটের ওপরই পরল সেটা। একটু আঁটসাঁট হলো, তাতে কিছু আসে যায় না। রেসিং ও পরল, ওয়াকিং ও রেখে দিল সীটের তলায়। ক্যাপ মাথায় চাপিয়ে যখন সে প্যাডেল মেরে রওনা হলো, এক কোটি বিশ লক্ষ সাইক্লিং প্রিয় ফরাসীদের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা ভাবে চেনার কোন উপায় থাকল না, মহড়া দিতে বেরিয়েছে, মনে আশা: বেলজিয়ানদের একদিন পরাস্ত করবে।

শহরতলিতে পৌঁছুতে এক ঘণ্টার মত লাগল তার, ইতোমধ্যে নিতম্ব ব্যথা করতে শুরু করেছে আর ঘামে সারা শরীর জবজবে। বড় বড় মিল-ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে এল সে। একটা খালের কিনারা ঘেঁষে সাইকেল চালাল, সামনে হালকা জঙ্গল। গতি কমাল সে, হাতঘড়ির ওপর চোখ। দশটা বাজে। সাইকেল থামিয়ে সীটের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো ব্যাগটা তুলে বগলের নিচে নিল, তারপর প্যাডেলে চাপ দিল আবার। পাঁচ মিনিট পর আরেক সাইকেলের টুং-টুং ঘণ্টা শুনতে পেল সে। দু'পাশে বনভূমি, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে, ওর পাশে সমান্তরাল রেখায় চলে এল কেকারিয়া উইলিয়ামস, বাড়িয়ে দিল হাতটা। দুটো ব্যাগ এত দ্রুত হাতবদল হলো যে আশপাশে কেউ থাকলেও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। সাইকেল না থামিয়ে নতুন ব্যাগটা সীটের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিল চার্লি ফ্রানসি। কেকারিয়া উইলিয়ামসও, বিশ ফুট সামনে, ঠিক তাই করল। তারপর আবার ওরা পাশাপাশি হলো।

'চমৎকার, তাই না—জায়গাটা?' জিজ্ঞেস করল কেকারিয়া উইলিয়ামস।

'বেছেছ ভালই। ব্যাগে সব আছে তো?'

'হ্যাঁ,' আশ্বস্ত করল কেকারিয়া উইলিয়ামস। 'তোমার যা দরকার সব।'

'শুভ।'

এরপর সামনের রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে, এক কিলোমিটারের মত। হন হন করে এক চাষা ওদের দিকে হেঁটে আসছে, তাছাড়া চারদিকে আর কোন জন-প্রাণী নেই। এখনই সময়, কেউ দেখতে পাবে না। চাষা লোকটাকে ওদের পিছনে অদৃশ্য হবার সময় দিল চার্লি ফ্রানসি, তারপর বলল, 'এসো, দেখা যাক তুমি আমাকে পেছনে ফেলতে পারো কিনা।'

'চ্যালেঞ্জ করছ? বেশ তো...'

শুরু হলো প্রতিযোগিতা। প্যাডেলের ওপর জোরে চাপ পড়ল, ফুলে ফুলে উঠল

পেশী। শুরুটা ভাল হলো চার্লি ফ্রানসির, কারণ আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল তার। কেকারিয়া তার চার ফুট পিছনে থাকল, তবে ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্যে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। যদিও চার্লি ফ্রানসি একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, যেন বাতাস তাকে গতি তুলতে বাধা না দেয়। ঘন্টায় যখন সে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটছে, হঠাৎ প্যাডেল থেকে পিছলে গেল পা। সুযোগটা সাথে সাথে গ্রহণ করল কেকারিয়া উইলিয়ামস, চার্লি ফ্রানসির পা আবার প্যাডেলে ফিরে আসার আগেই তার পাশে চলে এল সে, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে, কপালের ঘাম চোখে পড়ায় আপাতত অন্ধ। চার্লি ফ্রানসির পাশে চলে আসায় আরেকটা অসুবিধে দেখা দিল তার, এতক্ষণ পিছনে ছিল বলে বাতাসের ধাক্কা টের পায়নি, এখন পাচ্ছে। সে বুঝল চার্লি ফ্রানসিকে পিছনে ফেলতে হলে এই বাধা তাকে টপকাতে হবে। সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দ্রুত প্যাডেল ঘোরাচ্ছে।

একটু একটু করে চার্লি ফ্রানসিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে কেকারিয়া উইলিয়ামস। কিন্তু না, চার্লি ফ্রানসি আবার তাকে ধরে ফেলছে। দুটো সাইকেল এখন আবার পাশাপাশি চলে এল। হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে চার্লি ফ্রানসি। তার একটা হাত ব্রেক হ্যান্ডেলে, অপর হাতটা দিয়ে ক্লিপ খুলে স্টীল পাম্পটা ধরল, এবং কোন বিরতি ছাড়াই ছুঁড়ে দিল কেকারিয়া উইলিয়ামসের সামনের হুইল লক্ষ্য করে, একই সাথে ব্রেক কষে থামিয়ে ফেলল নিজের সাইকেল।

পাম্পটা আটকে গেল হুইলে, হুইলের গা থেকে টেনে বের করে আনল স্পোকগুলোকে। সাইকেলের পিছনটা ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত উঁচু হলো, হ্যান্ডেল বারের ওপর দিয়ে সামনের দিকে নিক্ষিপ্ত হলো কেকারিয়া উইলিয়ামস, শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে। তার সাইকেল আধুনিক প্রতীকধর্মী ভাস্কর্যের মত কিম্ভূতকিমাকার হয়েছে দেখতে। মোচড়ানো তোবড়ানো সাইকেলটাকে কেকারিয়া উইলিয়ামসের শরীরের পাশে নিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। বন্ধুবর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কপালের একটা বীভৎস গর্ত থেকে কুল কুল করে রক্ত বেরুচ্ছে। প্লাস্টিক মোড়া স্টীল ব্রেক কর্ডটা তার গলায় পেঁচিয়ে মোচড়াল সে।

তিন মিনিটের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল কেকারিয়া উইলিয়ামস। ঠিক যেখানে পড়েছিল সেখানেই তাকে ফেলে রেখে গেল চার্লি ফ্রানসি। বিধ্বস্ত সাইকেলের হুইল থেকে পাম্পটা বের করে নিয়েছে সে, জঙ্গলে ঢুকে মাটিতে পুঁতে রাখল সেটা, শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল বন্ধ করা গর্তের ওপরে।

ধীরে সুস্থে ফিরে এল চার্লি ফ্রানসি। স্টেশনের সামনে পঞ্চাশ-ষাটটা সাইকেলের সাথে রাখল নিজেরটা। ওখানে দাঁড়িয়েই সাইক্লিং শু, ক্যাপ, ট্র্যাক স্যুট খুলে সব স্যাডল ব্যাগে ভরল, পরে নিল ওয়াকিং শু। কেকারিয়া উইলিয়ামসের দেয়া ব্যাগে রয়েছে পিলমোর কোম্পানীর কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের জ্ঞাতব্য সমস্ত খুঁটিনাটি। ব্যাগটা বগলদাবা করে একটা লোকাল ট্রেনে উঠল সে, ফিরে এল লিয়নে, প্ল্যাটফর্ম না ছেড়ে খানিক পর প্যারিস এক্সপ্রেসে চড়ে বসল।

*

জুয়েলা মাদ্রে পতিতালয়ে অদৃশ্য হবার পরপরই শেভ্রোলে থেকে মাইক্রোবাসে ফিরে এল রানা, নজর রাখার দায়িত্ব মেক্সিকানের ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে এল পাহাড়ী এলাকা সান ক্রিস্টোবালে। খানিক পরপর রেডিওতে রিপোর্ট করছে মেক্সিকান, যদিও কিছুই ঘটছে না। দু'জন প্রোগ্রামার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, তিনজনই যে যার অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমাচ্ছে।

র‍্যাঞ্চ-এর আদলে তৈরি গাঢ় পালিশ করা কাঠের নতুন একটা বাড়িতে থাকে জুয়েলা মাদ্রে, সাথে দীর্ঘ বারান্দা, ছাদে সবুজ টালি। তিন বছর লিমায় কোন বৃষ্টি হয়নি, তার আগে হয়নি পঁচিশ বছর, তারমানে ছাদটা আসলে বাড়ির অঙ্গসজ্জা হিসেবে কাজ করছে, এবং সন্দেহ ব্যতিরেকেই ধরে নিতে হয় বাড়ির মালিক বিপুল বিত্তের অধিকারী। পাইন গাছের বৃত্তের ভেতর তিন একর জায়গা, মাঝখানে বাড়িটা। প্রতিটি গাছের গোড়ায় গর্ত করা আছে, পাহাড়ের ওপর বসানো ট্যাংক থেকে পাইপের সাহায্যে পানি এনে ভরা হয় ওগুলো। শব্দ শুনে রানা বুঝল বাড়ির পিছন দিকে কোথাও ডিজেল এঞ্জিন চালু করা হয়েছে। বাড়ির সব ক'টা কামরা এবং সামনের অংশ আলোকিত। সর্বডানের কামরাটা, রানার নাইট গ্লাসের সাহায্যে জানা গেল, কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া, বুকশেলফে অসংখ্য বই। একটা মেয়েকে দেখা গেল, এ-ঘর ও-ঘর করছে নার্ভাস ভঙ্গিতে। জুয়েলা মাদ্রের হাউসকীপার; ধারণা করল রানা। 'বোধহয় সেজন্যেই জ্বলছে আলোগুলো,' বলল গুয়াম। 'এই পাহাড়ী মেয়েগুলো খোলা জায়গায় সাপ আর হিংস্র পশুদের ভয় পায় না, কিন্তু বাড়ির ভেতর আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকে। জুয়েলা মাদ্রে না ফেরা পর্যন্ত মেয়েটা বসবে না।'

জুয়েলা মাদ্রের বাড়ির কাছে কেন এসেছে নিজেও রানা ভাল করে জানে না। চুপিসারে ভেতরে ঢোকার কোন ইচ্ছেই ওর নেই। মিডো থেকে সামান্য অঙ্কের টাকা চুরি করেছে জুয়েলা মাদ্রে এটা মেনে নিতে কঠিন লাগছে ওর। সবাই জানে জুয়েলা মাদ্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক। 'মাদ্রে মাত্রই অপরাধের ঊর্ধ্বে' এ-কথা অবশ্য বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও। কিন্তু কেন কে জানে মেয়েটার ওপর নজর রাখার এই কাজটায় ভেতর থেকে উৎসাহ পাচ্ছে না। ব্রথেলে ঢোকার সময় জুয়েলা মাদ্রে তার হাতব্যাগ গাড়িতে ফেলে রেখে যাওয়ায় মনে মনে স্বস্তিবোধ করেছিল ও। হয়তো অপ্রীতিকর বা অবিশ্বাস্য কিছু শোনার বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে গেছে। তদন্তে যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জানে, কিন্তু তবু স্বস্তিবোধটুকু মিথ্যে নয়। সন্দেহ নেই, মেয়েটার আচরণ ভারি অদ্ভুত। রহস্যময় কোন কারণে নিউ ইয়র্কে ফোন করার চেষ্টা করেছিল, অসময়ে একটা চার্চের ভেতর ছিল কিছুক্ষণ, সেখান থেকে চারজন লোককে নিয়ে একটা পতিতালয়ে ঢুকেছে। বুঝতে পারছে মেয়েটাকে সন্দেহ করার সব রকম কারণ আছে, অথচ স্বভাবসুলভ জেদ বা উৎসাহ কোনটাই অনুভব করছে না রানা।

'চলো ফিরে যাই,' গুয়ামকে বলল ও। 'আমাকে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে আজ রাতের মত সার্ভেইল্যান্স বাতিল করো।'

'কিন্তু সানসেজ যে ব্রথেলে রয়েছে ···?'

'সে-ও বাড়ি ফিরে যেতে পারে···'

অ্যাভেনিডা অ্যাবামসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দেখল সবগুলো আলো জ্বলছে। দরজার তালা খুলছে, কাছে এসে দাঁড়াল মার্ভেলা। 'রাত জেগে আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করা উচিত হয়নি,' বলল ও।

মার্ভেলা মাথা হেঁট করে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রানা যেন তাকে শাসন করছে। 'এতে আমি আনন্দ পাই, সিনর।'

বেডরুমে ঢুকল রানা, কাপড় ছেড়ে বাথরুমে চলে এল, দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানি ঢালল গায়ে, তবু যেন প্রাণ জুড়াল না। পানি ঘোলা আর লবণাক্ত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বিছানার ওপর একজোড়া পা'জামা মেলে রেখেছে মার্ভেলা। ধীরেসুস্থে কাপড় পরল ও-লাইট-ওয়েট কটন রোব। লিভিং রুমে ঢুকল, একই সময় কিচেন থেকে ঢুকল মার্ভেলা। তার হাতে একটা ট্রে, তাতে আধ প্লেট আঙুর, টুকরো করা আপেল, এক গ্লাস ওভালটিন, সাথে দুধ আর চিনি। আরেকটা প্লেটে কি যেন রয়েছে, রঙটা দেখেও ঠিক চিনতে পারল না রানা।

'পরিজ,' সগর্বে বলল মার্ভেলা।

শব্দ করে হেসে উঠল রানা। 'মার্ভেলা,' বলল ও। 'তোমার দেখছি সব দিকে খেয়াল।'

জানালার পাশে ছোট একটা সাইড টেবিলে ট্রে-টা রাখল মার্ভেলা, টেবিলটা সে আগেই একগাদা কাটলারি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। টেবিলে বসে পরিজ খেলো রানা। লবণ দিয়ে খেতে ভালবাসে, কিন্তু মার্ভেলা চিনি ব্যবহার করলেও খারাপ লাগল স্বাদটা। কিচেন থেকে ফিরে এল মার্ভেলা, এবার তার ট্রে-তে মাটন, ওমলেট, টোস্ট আর মসলা সহযোগে গরম সসেজ। সসেজে সাধারণত মসলা ব্যবহার করা হয় না, তবে মার্ভেলা মনে দুঃখ পাবে ভেবে কথাটা চেপে গেল রানা।

'ব্রেকফাস্ট আপনার পছন্দ হয়েছে, সিনর?' রানার শেষ হতে জিজ্ঞেস করল মার্ভেলা।

'মার্ভেলা,' বলল ও, 'ক্লারিজও আমাকে এর কাছাকাছি কিছু দিতে পারে না।'

'ক্লারিজ হোটেল?' মার্ভেলা বিস্মিত। 'ওটা তো বাজে একটা হোটেল।'

'আমি লন্ডন বা নিউ ইয়র্কের ক্লারিজ সম্পর্কে বলছি।'

'ও, আচ্ছা, তারমানে আপনি খুশি হয়েছেন!' প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলল মার্ভেলা। 'সিনর, নিয়মিত পত্রিকা পড়ি আমি, শিখতে চেষ্টা করি নামীদামী লোকেরা কি খেতে পছন্দ করেন। সিনর, আপনাকে খুশি করার জন্যে সব কিছু করতে পারি আমি।'

হেসে উঠল রানা। 'তোমার প্রতিটি কাজ নিখুঁত, খুব খুশি হয়েছি আমি।' টেবিল পরিষ্কার করল মার্ভেলা, রয়ে গেল শুধু জগ ভর্তি গরম কফি আর কাপ। কফি ঢালল রানা কাপে, চিনি-দুধ ছাড়াই চুমুক দিল। লক্ষ করে চিনি আর ক্রীম কিচেনে রেখে এল মার্ভেলা।

'এবার তুমি শুয়ে পড়ো,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, সিনর। কিন্তু তার আগে, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একবার শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতে চাই, প্লীজ?'

'বেশ তো,' বলল রানা। 'যাও।' আহা বেচারি, ক্ষীণ একটু অপরাধবোধ জাগল রানার মনে-কিচেন যা গরম, একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে। 'বাথরুমে এক বোতল বাডেডাস রাখা আছে,' আবার বলল ও, 'ব্যবহার করতে পারো। গন্ধটা দারুণ, মনে শান্তি এনে দেয়।'

'আমিও চাই, সিনর, আমিও সুগন্ধ বিলাতে চাই।' কিচেনে চলে গেল মার্ডেলা।

জুয়েলা মাদ্রে আর মার্ডেলার মধ্যে কি দুস্তর পার্থক্য, ভাবল রানা। একজন সোনার চামচ মুখে নিয়ে শহরে জন্মেছে, অভিজাতদের জন্যে আলাদা করা সেরা স্কুল আর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে, সন্দেহ নেই পড়াশোনা শেষ করেছে সুইটজারল্যান্ডে এবং অবশেষে শখ করে দায়িত্ব নিয়েছে একটা কমপিউটর ডিপার্টমেন্টের। আর মার্ডেলা? সুক্তকোর কোথাও একটা পাহাড়ে জন্ম হয়েছে তার, ছেলেবেলা কেটেছে বেপরোয়া স্বাধীন, চোদ্দ বছর বয়সে শহরে এসেছে ধনী কারও বাড়িতে বাকি জীবন ঝি-গিরি করে কাটানোর নিয়তি নিয়ে। তবু তার ভাগ্যটাকে 'লন্ডনে' যারা রয়েছে তাদের চেয়ে ভালই বলতে হয়। জায়গাটার কথা মনে হতে গা ঘিন ঘিন করে উঠল আবার। প্রশ্ন হলো, জুয়েলা মাদ্রে ওখানে কি করতে গিয়েছে?

কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করল রানা। হতে পারে জুয়েলা মাদ্রে বিকৃতির শিকার-লেসবিয়ান বা ওই ধরনের কিছু। অভিজাত বংশীয় ভদ্রমহিলাদের কথা শুনেছে ও, যারা মান-সম্মান খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েও পতিতার ভূমিকা গ্রহণ করে স্রেফ নোংরা উত্তেজনা পাবার আশায়। কিন্তু এ-সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিল রানা। 'গোপন পরামর্শ-সভা ধরনের কিছু একটা হতে পারে,' ভাবল ও। গোপন বৈঠকের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? জুয়েলা মাদ্রের বাড়িটা খুব সুন্দর, কিন্তু লক্ষ করেছে, বাড়ির চারদিকে কোন রকম পাঁচিল বা বেড়া নেই। ইচ্ছে করলে যে-কেউ জানতে পারে বাড়িটায় কারা আছে বা কি হচ্ছে।

চার্চটাকে ব্যবহার করা হয়েছে সাক্ষাতের জায়গা হিসেবে। সবাই ওখানে জড়ো হবার পর আলোচনার জন্যে গিয়েছিল পতিতালয়ে। জুয়েলা মাদ্রেকে সেখানে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হয়নি, দলের লোক ছাড়া কেউ তাকে মেয়ে বলে চিনতেই পারেনি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিসের মীটিং? ব্যাপারটা যখন গোপনীয়, রাজনৈতিক মীটিং হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। পেরু শান্ত একটা দেশ, বৈপ্লবিক স্লোগান শুনতে পাওয়া যায় না। শেষবার যখন অভ্যুত্থান ঘটল, ঘটার সময় কেউ টেরও পায়নি। রিপোর্ট অনুসারে, প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রাসাদে শান্তভাবে বসেছিলেন এমন সময় একজন মেরিন মেজর দরজায় মৃদু নক করে ভেতরে ঢোকে, এবং প্রেসিডেন্টকে জানায় যে তিনি ক্ষমতা হারিয়েছেন। সরকার শক্তিশালী এবং স্থায়ী, এ-ধরনের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট না পেয়ে মিডো এ-দেশে এত বড় পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। তারমানে ধরে নেয়া যায় মীটিংটা গোপন হলেও জুয়েলা মাদ্রে বিপ্লবের কোন পরিকল্পনা করছে না। বিপ্লবের জন্যে পরিবেশ দরকার, পেরুতে সেটা অনুপস্থিত। তাছাড়া, জুয়েলা মাদ্রে আর বিপ্লব, দুটো ঠিক যেন তেল আর পানি, মিশ খায় না। তাহলে? দেহ-ব্যবসার আখড়ায় গিয়ে কি করছিল সে? তার এই রহস্যময় আচরণের সাথে কমপিউটর-

ঘটিত চুরির কি সম্পর্ক?

শেষ আরেক কাপ কফি খেয়ে কফি পট নিয়ে কিচেনে ঢুকল রানা। বোঝাই যাচ্ছে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মার্ভেলা। কফি পট রেখে নিজের বেডরুমে ফিরে এল ও, আসার পথে এক এক করে সবগুলো আলো নিভিয়ে দিল। বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, শেডটা একদিকে নামানো। স্লীপিং গাউন খুলে ওয়ার্ডরোবে রেখে দিল। বিছানার কিনারায় বসে পা থেকে স্লিপার খুলল। লম্বা হয়ে শুয়ে গলা পর্যন্ত টেনে নিল চাদরটা।

'আমি কি সুগন্ধ ছড়াচ্ছি?' রানার কানের কাছে একটা আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি পাশ ফিরল রানা। মার্ভেলা, যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ নগ্ন, ওর পাশে শুয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার, মার্ভেলা? তুমি...!'

'আপনি আমাকে শুতে বলেছিলেন, সিনর,' বলল মার্ভেলা, রানার আরও কাছে সরে এল।

'আমি তোমাকে শুতে যেতে বলেছি, শুতে আসতে বলিনি,' বলল রানা, রীতিমত অপ্রতিভ। পরমুহূর্তে অবশ্য শিথিল হলো পেশী। মার্ভেলা যে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা হাত তুলে মাথার পিছনে নিয়ে গেল রানা, বিছানার একেবারে কিনারায় সরে এল, কিন্তু ওকে অনুসরণ করে সরে এল মার্ভেলাও। মুখ তুলল মেয়েটা, তার কালো রেশমের মত চুল ছড়িয়ে পড়ল রানার বুকে।

এবার কঠিন হলো রানা। 'মার্ভেলা, এই মুহূর্তে যদি তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, তাহলে ভাবব, ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে ফেলেছ, মাফ করে দেয়া যায়। আর যদি না যাও, তোমাকে আমি...'

'আমি ছেলেমানুষ সেটাই কি আমার অযোগ্যতা, সিনর? নাকি আমি পাহাড়ী মেয়ে সেটাই আমার অপরাধ?'

'অযোগ্যতা বা অপরাধ নয়,' বলল রানা। 'প্রশ্নটা নৈতিকতার। বিশেষ কিছু জিনিস আছে যা নিতে হলে কিছু দিতেও হয়। তোমাকে যদি ভালবাসতাম তাহলে তোমার এই দান নিতে আমার বিবেকে বাধত না।'

'কিন্তু আমি তো, সিনর, ভালবেসেই নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাইছি।'

'বেশ বুঝতে পারছি, ভালবাসা কাকে বলে তুমি তা বোঝো না। সেবা আর ভালবাসা, দুটো তোমার কাছে একই জিনিস। কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়।'

'কিন্তু, সিনর, আপনি তাহলে আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন,' মার্ভেলা সিরিয়াস। 'হয় এ-বাড়িতে নাহয় অন্য কোন বাড়িতে ঝি-র কাজ করে জীবন কাটাতে হবে আমাকে। আমি আমার কাজে ফাঁকি দিতে চাই না, তাই যে-কোন সেবা দান করার জন্যে আমাকে তৈরি থাকতে হবে। যে-কোন সেবা বলতে দেহদানও বোঝায়, অন্তত এখানকার মানুষ তাই বোঝে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু গ্রহীতাকে আমি যদি ভাল না বাসি তাহলে দান করা সম্ভব হবে না। আর দেহদান করা সম্ভব না হলে সেবা দান করায় খুঁত থেকে যাবে। অর্থাৎ আমি বলতে

চাইছি, সেবা আর ভালবাসা যে একই জিনিস, অন্তত আমার কাছে, কিভাবে আপনি তা অস্বীকার করবেন?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'অস্বীকার করি না। তবে তোমার এসব যুক্তি আমার বেলায় খাটে না। আমি এখানকার লোক নই। যে সেবা আমার দরকার নেই, সেটা তুমি আমাকে দিতে পারো না।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলল মার্ভেলা। 'দরকার নেই, সিনর?'

'না...মানে, হ্যাঁ, আমি তোমার কাছ থেকে চাই না,' আমতা আমতা করে বলল রানা। 'এখন তুমি যাও, মার্ভেলা, প্লীজ।'

ঠিক তখুনি ডোরবেল বেজে উঠল।

'সর্বনাশ, সিনর!' বিছানা থেকে লাফ দিল মার্ভেলা।

মেঝেতে দাঁড়াল রানা, স্লীপিং গাউন পরছে, আবার বেজে উঠল ডোরবেল। অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খেলো টেবিলের সাথে। আবার ডোরবেল বাজল। 'ধেত্তেরি,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা, মার্ভেলা কি করছে কোন ধারণাই নেই।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কবাট উন্মুক্ত করল রানা। গাঢ় একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেলের বোতামে আঙুল। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ পেল রানা, আলোয় ভরে উঠল কামরা। দরজার ভেতর দিকে পতন শুরু হলো মেক্সিকান লোকটার, তার হাত দুটো রানার গাউন খামচে ধরার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। ধপাস করে আওয়াজের সাথে পড়ে গেল সে মেঝেতে, লাফ দিয়ে সরে এসেছে রানা। মেক্সিকানের ট্রাউজার রক্তে ভেজা, রানার পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটা নড়ছে একটু একটু। হাঁটু গেড়ে বসল রানা, অস্পষ্টভাবে কানে এল পায়ের আওয়াজ, এলিভেটরের সামনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল।

'মার্ভেলা! মার্ভেলা!' রানার চিৎকার শুনে ছুটে এল নগ্ন মার্ভেলা, বুকের কাছে খামচে ধরে আছে নাইটগাউনটা। মেক্সিকানকে দেখে আঁতকে উঠল সে, রানার পাশে বসে লোকটার মুখ থেকে রক্ত মুছল নাইটগাউন দিয়ে, ফোঁপাতে শুরু করেছে। মেক্সিকানকে চোখ মেলতে দেখে ঠোঁটের দিকে কান নামাল রানা। সানসেজ কথা বলতে চাইছে, কিন্তু মুখের ভেতর রক্ত থাকায় পারছে না। আবার তার ঠোঁটের রক্ত মুছে দিল মার্ভেলা, মুখটা নিচু করে শোনার চেষ্টা করল কি বলছে। কয়েক সেকেন্ড পর মারা গেল সানসেজ।

সিধে হলো রানা। ঘামছে ও। ঠিক কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারল। গুয়াম বাড়ি ফিরে যেতে বললেও, বাড়ি না ফিরে ব্রথেলে গিয়েছিল সানসেজ। এখানেই তার মারাত্মক ভুল হয়েছে। ব্যাকআপ টীম ছাড়া একা তদন্ত করতে যাওয়া উচিত হয়নি। ওরা তার টেসটিকল কেটে নিয়েছে, তারপর রানার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড় করিয়ে ছুরি মেরেছে পিঠে।

'দা প্রিন্টআউট পেরুয়ানা,' বলল মার্ভেলা, হতভম্ব। 'শুধু এই কথাটাই বলল। দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট...' আবার ফুঁপিয়ে উঠে কান্না জুড়ে দিল সে।

নয়

'তোমাকে আমি পাগলের মত খুঁজছি!' অবশেষে চার্লি ফ্রানসির গলা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল। 'অফিসে খবর দিয়েছ তুমি নাকি অসুস্থ। শুনে চিন্তায় আমি অস্থির...'

'তেমন কিছু হয়নি,' আশ্বস্ত করল চার্লি ফ্রানসি। 'সামান্য পেট ব্যথা।'

'এত বার ফোন করলাম, ধরোনি কেন? আমি তোমাকে ওষুধ...'

'এখানে থাকলে তো ধরব,' বলল চার্লি ফ্রানসি, টিনা সিরিলের মাত্রা ছাড়ানো উদ্বেগ লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ করছে সে। 'আমি আসলে পশুর মত, বুঝলে। অসুস্থ হয়ে পড়লে হামাগুড়ি দিয়ে গোপন একটা গর্তে আশ্রয় নিই...'

'এখন তুমি সুস্থ তো?'

'পুরোপুরি। কাল থেকে অফিসে যাব।'

'তোমার কিছু দরকার? মানে, ঘরে খাবারদাবার আছে তো? তুমি বললে আমি গিয়ে রান্নাবান্না করে দিতে পারি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল চার্লি ফ্রানসি। হ্যাঁ, টিনা সিরিলের জন্যে প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে ফেলেছে সে। 'মন্দ হয় না, চলে এসো। তবে কেনাকাটার জন্যে কোথাও থেমো না—ফ্রিজে প্রচুর আছে।'

'আমি রওনা হয়ে গেছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল টিনা সিরিল।

উন্মুখ, তাই না? এ-ধরনের মেয়েদেরকেই পছন্দ তার, ক্ষুধার্ত আর উন্মুখ।

ফ্রিজ খুলে নিজেই দু'জনের মত খাবারদাবার বের করল চার্লি ফ্রানসি, পরিবেশনের উপযোগী করে রাখল সব, যাতে তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করেই বিছানায় উঠতে পারে। টেবিলে আর সব কিছুর সাথে এক বোতল ক্যালিফোর্নিয়া হোয়াইট ওয়াইন-ও রাখল। মদ খেলে তার উত্তেজনা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

গ্লাসগো, সচিহল স্ট্রীটের কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তিতে জন্ম চার্লি ফ্রানসির। তার প্রথম এগারো বছর বস্তির আর দশটা ছেলের মতই কেটেছে, ভাল করে খেতে পরতে না পেলেও চতুর এবং সুযোগসন্ধানী। তার বয়স যখন এগারো, এক স্কুল মাস্টার অঙ্কে তার মনোযোগ আর মেধা আবিষ্কার করে বসেন। তাঁর চেষ্টাতেই হাইস্কুলে পড়ার একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি। পরে দেখা গেল অঙ্কে তো বটেই, প্রতিটি সাবজেক্টেই অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করছে সে। ও এবং এ লেভেলে তারচেয়ে ভাল রেজাল্ট করা আর কারও পক্ষে সম্ভব হলো না। গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নিল সে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর লন্ডনে বেড়াতে এল চার্লি ফ্রানসি, প্রতিভাশিকারী এক আমেরিকান তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের দু'হপ্তার মধ্যে ব্রেন-ড্রেনের স্রোতে ভেসে চলে এল আমেরিকায়। চার্লি ফ্রানসি দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত যে-কোন সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা আছে—কমপিউটর ট্রেনিঙেও আশ্চর্য ভালভাবে উতরে গেল সে। কোন সন্দেহ নেই

মিডো নিউ ইয়র্কের কমপিউটর সেকশনের প্রধান হিসেবে তালিকায় তার নামই সবার আগে আছে। কিন্তু সেকশন প্রধান হওয়া বা আরও উঁচুতে ওঠার পথে একটাই বাধা আছে চার্লি ফ্রানসির। আটাশ বছরে পড়ার আগেই এক মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে চায় সে, ইউরোপের কোন সমুদ্র তীরবর্তী শহরে বাড়ি বানিয়ে সুস্থির হতে চায়, যাতে অ্যাডভান্সড ম্যাথামেটিক্স-এর ওপর বই লিখতে পারে। কমপিউটর অফিসে বসে রুটিন কাজ করা, এ তো স্রেফ মেধার অপচয়! এমন সব সমস্যা তার সামনে সমাধানের জন্যে হাজির করা হয় যা পানির মত সহজ, একটাতেও কোন চ্যালেঞ্জ নেই। আর যাদের সাথে কাজ করতে হয়, তারা এককেটা গো-মূর্খ, মাথায় গোবর ভরা। এই পরিবেশ তার জন্যে নারকীয় বলে মনে হয়। এখান থেকে মুক্তি পেতে হবে তাকে, তা সে যে-কোনভাবেই হোক না কেন। সমস্ত বাঁধাধরা চিন্তা-ভাবনা থেকে মনটাকে নিষ্কৃতি দিতে চায় সে, অঙ্ক শাস্ত্রের সীমানা আরও বহুদূর বাড়াবার জন্যে গবেষণায় মগ্ন হতে চায়, সেই সাথে শরীরটাকে দিতে চায় সম্ভাব্য সমস্ত বিলাস উপকরণ। সুন্দরী নারী, দামী মদ, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, মোটা ব্যাংকে ব্যালেন্স, এসব তার না হলে চলবে না। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট অবশ্যই বুঝতেন যে চার্লি ফ্রানসি আসলে তার বঞ্চিত বাল্যকালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে মাত্র, গ্লাসগোয় অভুক্ত অর্ধভুক্ত অবস্থায় বেঁচে থাকার সময় তার মানসিক এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটেনি।

ছোট ঝুল-বারান্দায়, চারা আর ফুলগাছের মাঝখানে সাজানো হয়েছে টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দুটো বেতের চেয়ার। চারাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বুঝে নিয়েছে টিনা সিরিল, একজন সৌখিন লোকের প্রেমে পড়েছে সে। টেবিলের খাবারগুলো তাকে জানিয়ে দিল, লোকটা ভোগী। টিউনা মাছের খানিকটা ভেঙে মুখে পুরল সে। আনন্দ ঝিক্ করে উঠল তার চোখে। 'মাই গড, চার্লি ফ্রানসি, একটানে তুমি দেখছি আমাকে স্বর্গে এনে ফেললে!'

'তুমি বললে তোমার জন্যে হ্যামবার্গারের ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'না-না, আমাকে তুমি মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

'কিংবা রাম বা কোক?'

ওয়াইনের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল টিনা সিরিল। পানীয়টুকু গলা দিয়ে নামার সময় জানিয়ে দিয়ে গেল বোতলটা যোগাড় করতে চার্লি ফ্রানসির পকেট যথেষ্ট হালকা হয়েছে। ওয়াইনের সাথে মিটবল খেলো ওরা। পরিবেশিত খাবারদাবার মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে, হাস্যমুখর টিনা সিরিল প্রত্যাখ্যান করার মত জোরাল কোন কারণ খুঁজে পাবার আগেই আবিষ্কার করল চার্লি ফ্রানসির বিছানায় শুয়ে রয়েছে সে।

'ধ্যেৎ, মাথা খারাপ নাকি, খাবার পর দাঁত না মেজে আমি...'

'পরে।'

প্রেমিক হিসেবে চার্লি ফ্রানসিকে একটু রুক্ষ, অত্যন্ত শক্তিশালী, খানিকটা অত্যাচারী বলা যেতে পারে। তবে ঠিক তার মেজাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত মানসিক প্রবৃত্তি ছিল টিনা সিরিলের। আনন্দ এবং তৃপ্তি একতরফা হলো না। দু'জনের কেউই ঠিক রোমান্টিক টাইপের নয়, দু'জনেরই রয়েছে ভোগ করার উদগ্র কামনা। ছলনা বা মিছিমিছি লজ্জা না দেখিয়ে পরস্পরের চাহিদা উপলব্ধি করল

ওরা এবং ব্যাকুল ব্যস্ততার সাথে সেগুলো পূরণ করল। পরে বিছানায় পিঠ দিয়ে পড়ে থাকল টিনা সিরিল, আর চার্লি ফ্রানসি চোখে চশমা পরল।

'তুমি আর আমি, দু'জনের আমাদের জমবে ভাল, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল।

'খুশি হলাম।'

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

ফিরল টিনা সিরিল, দেখল সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রেমিকপ্রবর। 'কি প্রস্তাব?'

'চাকরি ছাড়াও আরও কিছু কাজ করি আমি,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

'যেমন?'

'কনসালট্যান্সি ধরনের আর কি।'

'ভালই তো। ইনকামের আরেকটা রাস্তা।'

'ওখানেই তো মুশকিল। বেশি ইনকাম থাকলেই বেশি ট্যাক্স দিতে হয়।'

'মুশকিল আবার কি। ইনকরপরেট অর্থাৎ একটা সংস্থা গঠন করো, ট্যাক্স কমে যাবে।'

'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু তাতেই তো সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি যদি ইনকরপরেট করি, আমার মার্কেন্টি অ্যাকাউন্ট আমি হারাব। করপোরেশনকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ওদের একটা রুল আছে...'

'কেন, নিজের নামে করার দরকার কি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের সম্পর্কটা তো বেশ মিষ্টি, তাই না। এতটাই যখন ঘনিষ্ঠ আমরা, তোমার নামে যদি করি তুমি আপত্তি করবে? তোমাকে আমি অবশ্য টাকা দেব। ট্যাক্স দিতে যাব কেন, বরং সে-টাকাটা তোমার ব্যাগে গেলে আমার লাভ। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'অনেক বড় দায়িত্ব নিতে বলছ আমাকে, তবে এরজন্যে আমি কোন টাকা নেব না। তোমার সাথে আমার টাকার সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিভাবে বুঝছ যে আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

পাশ ফিরল চার্লি ফ্রানসি, টিনা সিরিলের গলায় নাক ঘষল। 'কিভাবে বুঝেছি তুমি জানো। দু'জনের মাঝখানে কোন ফাঁক নেই।'

তবু ইতস্তত করতে লাগল টিনা সিরিল, যদিও তাকে রাজি করাতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না চার্লি ফ্রানসির। দ্বিতীয় বারও তৃপ্তি অর্জিত হলো। ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর টিনা সিরিল বলল, 'ইনকরপরেট করা হলেও ট্যাক্সের সমস্যা থাকবে।'

'যদি বলি চলো সাপ্তাহিক ছুটিটা দূরে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি?'

'প্রসঙ্গ থেকে সোরো না...'

'সরছি কোথায়! চলো না, বারমুডা থেকে ঘুরে আসি? ওখানে আমরা ইনকরপরেট...'

বিছানার ওপর উঠে বসল টিনা সিরিল। 'ওয়াভারফুল আইডিয়া! বারমুডায় করলে আংকল স্যামকে ট্যাক্স দিতে হবে না!'

'এই তো বুঝেছ!' হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি।

'কবে নিয়ে যাবে বলে ভাবছ?'

'এই হপ্তার ছুটিতে।'

'মাই গড, সে তো কাল!' আনন্দে কপালে উঠে গেল টিনা সিরিলের চোখ।

'আমি জানি।'

বারমুডার ওয়াভারল্যান্ড হোটেলে উঠল ওরা। ব্যবসায়িক কাজকারবার এত দ্রুত শুরু হয়ে গেল যে বিস্মিত না হয়ে পারল না টিনা সিরিল। ওরা হোটেলে ওঠার আধঘণ্টার মধ্যে মি. ওয়েলডন হাজির হলো, সাথে চার্লি ফ্রানসির নির্দেশে এরইমধ্যে তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বারমুডান লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানীগুলোর একটা তালিকা। এ-সব ব্যাপার অবশ্য টিনা সিরিল জানে না। মি. ওয়েলডনের দু'জন অফিস স্টাফ বোর্ড অভ ডিরেক্টর পদের জন্যে নমিনি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, বারমুডার আইন যেমন দাবি করে। কোম্পানীগুলো রেজিস্ট্রি করার জন্যে যা খরচ হয়েছে, বারোশো ডলার, সাথে সাথে মি. ওয়েলডনকে দিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি, একই সাথে পেরেন্ট কোম্পানীর ইনকরপরেশন সার্টিফিকেটটা গ্রহণ করে টিনা সিরিলের হাতে তুলে দিল সে। মি. ওয়েলডন পঁচিশ বছর ধরে দ্বীপটায় বসবাস করছে, সবাইকে চেনে সে। নিজের গাড়িতে করে ওদেরকে একটা ব্যাংকে নিয়ে এল, ওখানে চার্লি ফ্রানসির কাছ থেকে পাওয়া পনেরো হাজার ডলার জমা করল টিনা সিরিল, স্বাক্ষরের একটা নমুনা দিতে হলো তাকে। তারপর, ব্যাংকের বাইরে, গাড়ির ভেতর বোর্ড মীটিং-এ বসল ওরা–সভায় মি. ওয়েলডন যোগ দিল ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারি হিসেবে, টিনা সিরিল ডিরেক্টর হিসেবে। নয়শো সাতানব্বুইটি শেয়ার সার্টিফিকেট গ্রহণ করল টিনা সিরিল। চার্লি ফ্রানসি তাকে আরও পনেরোশো ডলার দিল সরকারী কোম্পানী ট্যাক্স মেটাবার জন্যে। আবার ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল মি. ওয়েলডন। বিদায়ের আগে টিনা সিরিলের সাথে করমর্দন করল সে, বলল, 'আপনার সাথে ব্যবসা করে ভারি আনন্দ পেলাম, মিস সিরিল।'

'কনসালট্যান্সি নিশ্চয়ই খুব লাভজনক ব্যবসা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল টিনা সিরিল, কামরার চাবি নেয়ার জন্যে ডেস্কের সামনে অপেক্ষা করছে ওরা। 'তোমাকে হুড়হুড় করে টাকা খরচ করতে দেখে আমার তো ভয়ই করছিল।'

মৃদু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি। টিনা সিরিলকে সে বলেনি টাকাগুলো এসেছে ডেল্টা টিউবস-এর স্যালারিজ অ্যাকাউন্ট থেকে, যা কিনা কমপিউটরের দ্বারা ইউনিয়ন সিটি, নিউ জার্সির একটা ব্যাংকে পাঠানো হয়–সেখান থেকে টি. সিরিলের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। খুব বেশি দেরি হবে না, সময় মত নিজেই সব জানতে পারবে, বোকা মেয়েটা।

শান্ত সাগরে সাঁতার কেটে সময় কাটাল ওরা। বেআইনী হলেও গভীর পানিতে ডুব দিয়ে টিনা সিরিলের জন্যে রঙিন প্রবাল তুলে আনল চার্লি ফ্রানসি। শুধু ওকে খুশি করার জন্যে প্রেমিকপ্রবরকে এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে

উঠল টিনা সিরিল। এরপর চার্লি ফ্রানসি দু'হাতে টাকা ওড়াবার একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। টিনা সিরিল প্রায় স্তম্ভিত, আচরণটা ঠিক যেন চার্লি ফ্রানসিকে মানায় না। টিনা সিরিলের জন্যে অসংখ্য উপহার কেনা হলো, চার্লি ফ্রানসির জন্যেও প্রচুর কেনাকাটা করল সে। আরেকটা ব্যাপার বিস্মিত করল টিনা সিরিলকে। ফুরিয়ে গেলেই টিনার ব্যাগে গোছা গোছা টাকা ভরে দিল চার্লি ফ্রানসি, তার জেদ সব কিছুই টিনা নিজের হাতে কিনবে। সাপারের সময় আরও অনেকগুলো শ্যাম্পেনের বোতল কিনল ওরা, সারা রাত ধরে খেলেও শেষ করতে পারবে না। মেন্যুর সবচেয়ে দামী খাবারগুলো অর্ডার দিল, প্রায় সব ক'জন ওয়েটারকে মোটা বকশিশ দিল। টাকা-পয়সার ব্যাপারে চিরকালই সতর্ক টিনা সিরিল, তারই হাত থেকে এভাবে পানির মত ওগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সত্যিকার ব্যথা অনুভব করল সে। এক অর্থে এ-সবই তো বাজে খরচ। রেস্তোরাঁয় যতক্ষণ থাকল ওরা, টিনা সিরিলের প্রতি গভীর ভালবাসা আর মনোযোগ থাকল চার্লি ফ্রানসির। ভাবটা যেন টিনা সিরিলের অন্ধ ভক্ত সে, তার দয়াতেই বেঁচে আছে। খানিক আগে এক দোকানে একটা সোনার হাতঘড়ি দেখে এসেছে ওরা, আবদারের সুরে টিনা সিরিলকে সে বলল, ওটা তাকে কিনে দেয়া হলে ভীষণ খুশি হবে সে। কথাটা বলা হলো এমনভাবে যাতে আশপাশে যারা আছে তারা যেন শুনতে পায়। টাকাটা তারই, কিন্তু সে-কথা তো আর ওয়েটার ম্যানেজারের জানার কথা নয়। সাপারের বিলও মেটাল টিনা। তারপর ডিনারের সময়, একই রেস্তোরাঁয়, ওয়েটারদের ডেকে চার্লি ফ্রানসি সোনার ঘড়িটা দেখাল, 'দেখো, আমার স্ত্রী আমাকে কি কিনে দিয়েছে দেখো!' ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখল তারা।

সে রাতে বিছানায় খেপে ওঠা সিংহ আর চার্লি ফ্রানসির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। বার বার প্রেম করল সে, টিনা সিরিলের ঘুম ভাঙিয়ে আরও বেশি দাবি করল, মেয়েটার ওপর এমনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করল যেন সেক্স অলিম্পিকে নাম লিখিয়েছে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে বসল ওরা, ওয়েটাররা ওদের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। টিনা সিরিল বুঝতে পারল, ওদের চেহারায় রাত্রি জাগরণের চিহ্ন দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে তারা।

বিল মেটাল টিনা সিরিল। ম্যানেজার দেখল, আবারও মোটা বকশিশ দেয়া হলো ওয়েটারদেরকে। তার আর কোন সন্দেহ থাকল না, টাকাগুলো নিশ্চয়ই কোথাও থেকে চুরি করা। চার্লি ফ্রানসিও চাইছে এই সন্দেহই করা হোক।

কোম্পানীর সমস্ত ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে আবার হাজির হলো মি. ওয়েলডন, হোটেলের বারে একটা মীটিঙে বসল ওরা। 'কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখো দেখি,' মীটিঙ শেষে বলল টিনা সিরিল, 'ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, আমি আস্ত একটা কোম্পানীর ম্যানেজার!'

'ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিস,' সংশোধন করে দিল মি. ওয়েলডন।

সেদিন বিকেলে নিউ ইয়র্কে ফিরে এল ওরা। ট্যাক্সি করে টিনা সিরিলকে তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। 'ওপরে একবার উঠবে নাকি,' জিজ্ঞেস করল টিনা সিরিল। 'শুধু কফির জন্যে, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

হালকা সুরে বললেও, চার্লি ফ্রানসিকে কাছছাড়া করতে মন চাইছে না তার। চার্লি ফ্রানসি যেভাবে তাকে আকৃষ্ট করছে, তার নিজের কাছেই ব্যাপারটা অদ্ভুত আর

অবিশ্বাস্য লাগছে। এতদিনে বোধহয় সত্যিকার প্রেমে পড়েছে সে। বারমুডায় শেষ রাতটার কথা বাদ দিলে চার্লি ফ্রানসি তার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছে। কিভাবে একটা মেয়েকে মর্যাদা দিতে হয়, লোকটা জানে বটে। টিনা সিরিল উপলব্ধি করল, চার্লি ফ্রানসিকে পাগলের মত ভালবাসে সে। গত ক'দিনে তার মনেই পড়েনি কি কাজের জন্যে চার্লি ফ্রানসির সাথে পরিচিত হয়েছিল সে। ভুলে গেছে কমপিউটর ট্রেনিং সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাকে, তার অ্যাকাউন্ট নিয়ে যে লোকটা গোলমাল করেছে তাকে ধরতে হবে। তার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, কিভাবে তার পাশে ধরে রাখা যায় চার্লি ফ্রানসিকে। তাকে সে ভালবাসতে চায়, তার যত্ন নিতে চায়, তাকে নিজের হাতে খাওয়াতে চায়, তার কথা শুনতে চায়, তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে চায়। কাছে পিঠে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারতেন আসলে কি ঘটেছে। একজন নারী হিসেবে টিনা সিরিলের মধ্যে অঢেল মাতৃস্নেহ রয়েছে। চার্লির সদয় ব্যবহার পেয়ে তার সেই মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে নিজেরই অজান্তে। প্রথম যৌবনে গর্ভের সন্তানটিকে নষ্ট করে দিতে বাধ্য হয়েছিল টিনা সিরিল, মাতৃস্নেহ উথলে ওঠার পথ খুঁজে পায়নি। দু'বাহুতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিতে পারেনি সন্তানকে, তার সেই হারানো সন্তানের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে চার্লি ফ্রানসি।

আরও কাছে সরে এসে অকারণে হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি, অপ্রয়োজনে বার বার অ্যাডজাস্ট করল চোখের চশমা। 'না, ওপরে যাব না। কোম্পানী থেকে যদি টাকা পেতে চাও, আমাকে কাজ করতে হবে।'

'বেশি রাত জাগবে না,' বলল টিনা সিরিল। সাময়িক বিচ্ছেদও তার বুকে কাঁটার মত বিঁধছে।

বাড়ি ফিরে বারমুডান লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানীর কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল চার্লি ফ্রানসি। টিনা সিরিল জানে না ব্যাপারটা, সে শুধু এই একটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নয়, এ-ধরনের আরও বারোটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরও বটে। কোম্পানীগুলো এখন সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকবে।

এরপর এক ঘণ্টা ধরে টিনা সিরিলের সই নকল করার কাজে মগ্ন থাকল সে। ভাগ্যটা ভালই, টিনা সিরিল সই করেছে সংক্ষেপে—টি. সিরিল। সইটা হুবহু নকল করতে পারছে সে। আগামী কয়েকদিন টি. সিরিল অসংখ্য চেক কাটতে যাচ্ছে।

সিনর কসমো মাদ্রে তার কাজিন লিমার পুলিস চীফের সাথে কথা বলল, প্রায় কোন হৈ-চৈ ছাড়াই রানার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মেক্সিকান সানসেজের লাশ স্থানান্তর করা হলো মর্গে। সিনর মাদ্রে যে গল্পটা ব্যাখ্যা হিসেবে দিল, তাতে উল্লেখ করা হয়নি যে সানসেজ মিডোর কর্মচারী ছিল। ভাব দেখানো হলো ছিনতাইকারী বা ডাকাতের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে সে। পুলিসের লোকজন চলে যাবার পর দুপুরের দিকে পুলিস চীফ স্বয়ং ওর অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলেন। ইতোমধ্যে দোরগোড়া থেকে সমস্ত রক্ত মুছে ফেলেছে মার্ভেলা, খানিক পর পর এখনও সে কাঁদছে।

সময় বের করে নিয়ে জুরিখে ফোন করেছে রানা, মিডোর ডিরেক্টর ব্যারনেস লিনা, হেলেন জার্মান ও পাপিয়ার সাথে কথা বলেছে। ওদের সাথে কথা শেষ করে

যোগাযোগ করেছে মিডোর হেড অভ অপারেশনস, মেক্সিকো সিটির সাথে, সানসেজের সদ্য বিধবা স্ত্রীর সাথে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে তাকে। মহিলা দু'ধরনের পেনশন পাবে। একটা মিডোর অফিশিয়াল পেনশন, আরেকটা রানার নিজস্ব ডিপার্টমেন্টের ফান্ড থেকে। মিডোয় ওর অধীনে যারা কাজ করে তাদের সবার বিপদে-আপদে আর্থিক সাহায্য যোগান দেয়ার জন্যেই এই ফান্ড কাজে লাগানো হয়। প্রিয় কাউকে হারানোর কি যে ব্যথা রানা উপলব্ধি করতে পারে, জানে টাকা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। তবে এ-কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে টাকা জাগতিক বহু সমস্যার সমাধান এনে দেয়।

'দ্বিতীয়–না, প্রথম আঘাতটা সম্পর্কে কোথাও কোন রিপোর্ট করা হবে না,' লিমার পুলিস চীফ বললেন। 'আমার কাজিন মাদ্রে বিশেষভাবে আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি তার কথা ফেলতে পারিনি।'

'সে আপনার কাজিন।'

'ঠিক তাই।' পুলিস চীফের চেহারা তাঁর পেশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দেখে মনে হয় একজন ব্যাংকার বা স্টকব্রোকার। ধূসর রঙের ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট, সাদা শার্ট, গাঢ় রঙের টাই পরেছেন তিনি। গত বিশ বছর ধরে তাঁর জুতো প্রতিদিন দু'বেলা পালিশ করা হয়, ট্রাউজারের ভাঁজ কখনও নষ্ট হয় না। মাথার চুল ধবধবে সাদা, সাদা গোঁফ ছোট করে ছাঁটা। 'আমার কাজিন আপনার সম্পর্কে বলেছে আমাকে, সিনর রানা,' বললেন তিনি। 'তার ভাষায় আপনি এখানে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। খুব খুশি হব আপনি যদি এই বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে একটা ব্যাখ্যা দেন।' ভদ্রলোকের ইংরেজী অত্যন্ত ভাল।

'আমি সেলস ডিপার্টমেন্টের হেড,' বলল রানা।

'অযথা সময় নষ্ট করার কি দরকার, সিনর রানা?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তাহলে বলি, আমি আপনারই মত একজন পুলিস অফিসার। আপনার কাজ সিভিল ক্রিমিনালদের ধরা, আমার কাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রিমিনালদের ধরা।'

'চমৎকার, এই তো কি সুন্দর পারস্পরিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হচ্ছি আমরা। দয়া করে আমাকে জানাবেন কি নিহত ভদ্রলোক কি উদ্দেশ্যে এই দেশে এসেছিলেন?'

'একটা নির্দিষ্ট কোম্পানীর স্টাফদের ওপর নজর রাখার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল সানসেজ।'

'ইউ.এম.পি?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ আপনাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনারা আমাকে কিছুই জানাননি!' পুলিস চীফ বিস্মিত।

'প্রয়োজন বোধ করিনি, সেটা একটা কারণ,' বলল রানা। 'সময়ের অভাব আরেকটা কারণ। খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যাপার জানার ছিল আমার। তাছাড়া, এমন কিছু পদক্ষেপ আমাকে নিতে হয়েছে, যা আপনার পক্ষে নেয়া কঠিন হত।'

'যেমন আমার কাজিনকে অনুসরণ করা?'

'শুধু আপনার কাজিনকে নয়, দু'জন প্রোগ্রামার সহ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকেও অনুসরণ করা হচ্ছিল। তবে আমরা তাদের কারও কোন ক্ষতি করিনি।'

'তারমানে কি আমি ধরে নেব আপনি শপথ করে বলতে রাজি আছেন যে আপনারা বেআইনী কিছু করেননি?'

রোপণ করা মাইক্রোফোনগুলোর কথা ভাবল রানা। ব্যাপারটা খুব নাজুক। আড়ি পেতে কারও কথা শোনা কি বেআইনী? কোন সন্দেহ নেই ইউরোপ বা আমেরিকায় শুধু মাইক্রোফোন রোপণ করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আবার এমন অনেক দেশও আছে যেখানে এটা আইনভঙ্গের আওতায় পড়ে না। 'আপনাদের আইন সম্পর্কে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কারও পরামর্শ দরকার আমার,' বলল রানা। 'একজন আইনজ্ঞের সাথে কথা না বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন লিমার পুলিস চীফ। 'আপনাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, সিনর মাসুদ রানা, এ-দেশের মাটিতে আপনার আপত্তিকর তৎপরতা এই মুহূর্তে বন্ধ করুন। আপনার যদি মনে হয় এ-দেশের কোন লোক কোন অপরাধ করেছে বা করতে যাচ্ছে, আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আমার সাথে কথা বলুন। আমার অফিস আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। লিমায় একটাই মাত্র পুলিস ফোর্স রয়েছে, সিনর রানা, আর আমি সেই ফোর্সের চীফ। আমার শহরে প্রাইভেট কোন পুলিস ফোর্সের অস্তিত্ব আমি মেনে নিতে পারি না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানাও, মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল।

'এবার, অন্য প্রসঙ্গে একটা কথা, সিনর রানা। বিউমাচার নামে এক লোক, একজন এঞ্জিনিয়ার, কাজ করত ইউনিয়ন কার্বাইডে, আজ সকালে রিমাক নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে-ও তার ম্যানহুড হারিয়েছে। এবং ছুরি খেয়েছে পিঠে। সানসেজ আর বিউমাচার, দুটো হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এ-কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। এবার বলুন, এ-সম্পর্কে কতটুকু কি জানেন আপনি, সিনর রানা?'

'আমি কিছুই জানি না, সিনর মাদ্রে,' অকপটে সত্যি কথা বলল রানা, ওর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার ছোঁয়া লক্ষ করে পুলিস চীফ তা বিশ্বাসও করলেন।

সেদিন বিকেলে মিডোর আলফায় চড়ে লিমা ত্যাগ করল রানা, গন্তব্য জুরিখ। এক এক করে তার সব লোক ফিরে গেল যে যার লোকাল অফিসে। ইউ.এম.পি-র স্টাফদের ওপর নজর রাখার কাজটা স্থগিত রাখা হলো আপাতত।

ক্যালে আরিকার চার্চে হাজির হলো জুয়েলা মাদ্রে। কনফেশন্যাল বক্সে ঢুকে ফাদারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে, বলল, 'আমি পাপ করেছি, ফাদার। দু'জন লোকের অঙ্গহানি ও মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেছি।'

দশ

লিমা থেকে মিডো হেডকোয়ার্টারে ফেরার পর ব্যারনেস লিনার সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো রানার, তারপর পাপিয়া ওকে কমপিউটর রুমে নিয়ে এল। ব্যারনেস লিনা ইতোমধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে সানসেজের বিধবা স্ত্রী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল, কাজেই মহিলাকে মিডোর মেক্সিকো সিটি অফিসে ছোট একটা চাকরি দেয়ার প্রস্তাবটা রানার কাছ থেকে পেয়ে খুশিই হলো সে।

রানা আর পাপিয়ার জন্যে নিজের অফিসে অপেক্ষা করছিল হেলেন জার্মান। সাদা নাইলন ইউনিফর্ম পরে আছে সে, স্টাফ নার্স বা ডেন্টাল সার্জেনের মত লাগছে তাকে। একটু যেন নার্ভাসও মনে হলো, স্তূপ করা কমপিউটর প্রিন্টআউট নাড়াচাড়া করছে। টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসল পাপিয়া, হাতব্যাগ সাইজের একটা ইলেকট্রনিক শর্টহ্যান্ড রাইটিং মেশিন রয়েছে তার হাঁটুর ওপর।

আড়ষ্ট একটু হাসি নিয়ে মুখ তুলল হেলেন জার্মান, তাকাল রানার দিকে। 'কি জানি, আমি হয়তো অযথা আপনার সময় নষ্ট করছি, মি. রানা!'

'হাতে আমার প্রচুর সময়,' আশ্বস্ত করল রানা।

'এর হয়তো বিরাট তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার হয়তো কিছুই নয়। দুর্বোধ্য কোডিং টেকনিক হওয়াও বিচিত্র নয়, কিংবা এমনও হতে পারে মেশিনটায় কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে…'

'প্রথমে শান্ত হও,' বলল রানা। 'তারপর যা জানো সব বলো আমাকে। বিচারের ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

কাউকে চাকরি দেয়ার সময় সে মেয়ে নাকি পুরুষ মিডো কর্তৃপক্ষ সেটা বিবেচনার মধ্যে রাখে না। এখানে শুধু যোগ্যতার দাম দেয়া হয়, যদিও পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। মিডোর মেয়েরাও মাঝেমধ্যেই হীনম্মন্যতায় ভোগে, ভয় পায় মেয়ে বলে না আবার তাদেরকে ছোট করে দেখা হয়।

'তুমি আমাকে বলছিলে,' শুরু করল পাপিয়া, হেলেন জার্মানের ইতস্তত ভাবটা কাটাতে সাহায্য করতে চাইছে সে, 'ডাটা বেস-এ কারিগরি ফলানো হয়ে থাকতে পারে–যদিও ডাটা বেস বলতে কি বোঝায় আমার ঠিক জানা নেই।'

'সবগুলো ডাটা বেস নয়,' বলল হেলেন জার্মান। 'শুধু যেটা অ্যাকাউন্টস ডিল করে। তাও সবগুলো অ্যাকাউন্ট নয়, মাত্র কয়েকটা।'

'নামগুলো আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিং, লিয়নের পিলমোর, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস?'

প্রতিটি নাম উচ্চারিত হবার পর মাথা ঝাঁকাল হেলেন জার্মান। 'তারমানে এর ভেতর কিছু একটা আছে?' জিজ্ঞেস করল সে, এবার রানার মাথা ঝাঁকানোর পালা। 'তারমানে আমি আপনার সময় নষ্ট করছি না?'

'মোটেও না। এবার বলো, অ্যাকাউন্টগুলোয় কিভাবে কারিগরি ফলানো হয়েছে?'

হেলেন জার্মানকে হতভম্ব দেখাল। সে জানে অ্যাকাউন্টগুলোয় গোলমাল করা হয়েছে, কিন্তু কিভাবে কাজটা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। অ্যাকাউন্ট গোলমাল করার পিছনে কি কারণ, তাও তার মাথায় ঢুকছে না। উদাহরণ হিসেবে ইউনিক প্রিন্টিঙের প্রসঙ্গ তুলল সে। তার সামনে একটা কাগজ রয়েছে, রানাকে সেটা দেখাল। 'এটা স্রেফ একটা প্রিন্টআউট,' বলল সে। কাগজটা দশ ইঞ্চি লম্বা দশ ইঞ্চি চওড়া। 'এই কাগজে যত ইনফরমেশন দেখছেন তার সবই একটা ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করা আছে, সেটাই স্বাভাবিক।' কাগজের গায়ে টাইপরাইটার ক্যারেক্টর দিয়ে সাজানো অনেকগুলো লাইন ছড়িয়ে রয়েছে। 'প্রথম লাইনে,' পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করল সেটা, 'রয়েছে কোম্পানীর নাম, পোস্টাল অ্যাড্রেস ইত্যাদি। পরের লাইনে,' বলল হেলেন জার্মান, 'রয়েছে ইউনিকের সাথে আমাদের সমস্ত ট্র্যানজ্যাকশনের কোড রেফারেন্স। পরেরটায় বিশেষ বিলিং ইন্সট্রাকশনস।' মুখ তুলে রানার চেহারা লক্ষ করল সে। 'আপনি যদি কমপিউটরের ভাষা বোঝেন তাহলে,' হাসছে সে, 'বুঝতে পারবেন ইউনিক প্রিন্টিং প্রতি মাসের সাতাশ তারিখে মাসিক পেমেন্ট পেতে পছন্দ করে, যদি না সেদিনটা রোববার হয়। রোববার হলে পরদিন পেমেন্ট আশা করে তারা···অবশ্য এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত না করলেও চলে···'

'মনে হচ্ছে যেন ঘোরের মধ্যে আছি,' স্বীকারোক্তি করল রানা। কমপিউটর ওর কাছে আলাদা একটা জগৎ, মানুষ সেখানে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে কোড আর সিম্বলের সাহায্যে।

'কাগজের বাকি অংশে ইউনিকের সাথে কিভাবে ডিল করা হবে সে-সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড ইন্সট্রাকশন রয়েছে। ওদের সাথে যে সব চুক্তি হয়েছে তার রেফারেন্স, ডেলিভারি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ, বিশেষ স্পেসিফিকেশন, সিকিউরিটি ইন্সট্রাকশন। উদাহরণ হিসেবে এই লেখাগুলো পড়ছি আমি—ইউনিক প্রিন্টিং মিডো সাউথ ওয়েলস-এর জন্যে ব্যালেন্স শীট ছেপেছে, এবং ছাপা শীটগুলো এক-দুই-তিন-চারজন বাদে আর কারও কাছে যাবে না। বাকি যে শীটগুলো থাকবে সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হবে। ওগুলো যে নষ্ট করা হয়েছে তার একটা সার্টিফিকেট তৈরি করা হবে, একটা কপির সাথে সার্টিফিকেটটা চলে যাবে মি. ভিক্টর মার্জিনের কাছে।'

'একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যে নির্দিষ্ট ইন্সট্রাকশন থাকে, সেটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাগজের নিচের দিকে একটা লাইনের ওপর পেন্সিলের ডগা ঠেকাল হেলেন জার্মান। 'যে-কোন চুক্তি,' বলল সে, 'কমপিউটরকে দিয়ে পড়ানো হয়, এবং এখানে তার উল্লেখ থাকে। চুক্তি অনুসারে সমস্ত লেনদেন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডাটা বেসে থেকে যায় ওটা, তারপর আপনাআপনি চলে যায় আরেক ডাটা বেসে, স্রেফ রেকর্ড হিসেবে থাকার জন্যে।'

'আর পেমেন্ট?'

'পেমেন্ট করা হয় কমপিউটরের মাধ্যমে। প্রিন্টআউট মেশিনে স্পেশাল চেক

রোলস ঢোকানো হয়। এটা একটা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি জব,' বলল হেলেন জার্মান, 'আর স্পেশাল চেকগুলোর রোলস সি পি এল গ্রেডের। এর মানে আপনি জানেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ওগুলো শুধু সোরিন বাবি নিজে হাতে করে নিয়ে আসবে।'

'শুধু তাই নয়, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন ওগুলো প্রিন্টআউট প্ল্যাটনে তোলা হলো। ছাপা হবার পর রোলসের যদি কোন অংশ থেকে যায়, সেটুকুও তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন।'

সংখ্যা লেখা পরবর্তী লাইনটা দেখাল রানা। 'ওগুলো কি?'

সামান্য একটু লালচে হলো হেলেন জার্মান, চট্ করে একবার তাকাল পাপিয়ার দিকে। 'ওটা, স্যার, আপনার ডিপার্টমেন্টের জন্যে-স্পেশাল সেলস ইনফরমেশন।' হেসে উঠল রানা। তার সাথে যোগ দিল পাপিয়া আর হেলেন জার্মান। তিনজনই ওরা বুঝতে পারল, ডিপার্টমেন্টটা রানার হলেও, কমপিউটরের ভাষা জানা না থাকায় প্রিন্টআউটে ছাপা তথ্যগুলোর মর্ম উদ্ধার করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

'আর এই শেষ লাইনটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা নিয়েই আপনার সাথে আলাপ করতে চেয়েছি, মি. রানা, স্যার,' হেলেন জার্মান হঠাৎ গম্ভীর হলো।

'পড়তে পারো, তাই না?'

'পড়তে পারি এই সেন্সে যে আমি ওটা ইন্টারপ্রেট করতে পারি, কিন্তু ওটার কি যে মানে, বা কি উদ্দেশ্য পূরণ করছে, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ওখানে ওটার থাকার কথা নয়। এক সেট ইনস্ট্রাকশন, সন্দেহ নেই। কমপিউটরকে একটা কিছু করতে বলছে...'

'কি...?'

'হেঁচকি তুলতে। একটা পাতা বাদ দিয়ে যেতে। শুনুন, প্রতিটি ইনভয়েস বা স্টেটমেন্ট, প্রতিটি পে-স্লিপ মাত্র একটা করে আলাদাভাবে ছাপা হয়। নির্দেশ অনুসারে যা যা দরকার সব ইনফরমেশন জড়ো করে কমপিউটর, তারপর ওটা যখন কাজ শুরু করার জন্যে তৈরি হয়, প্রিন্টআউট মেশিনকে নির্দেশ দেয় পরিষ্কার নতুন একটা কাগজের শীট নিয়ে আসার জন্যে, সেই কাগজে একটা ইনভয়েস বা একটা স্টেটমেন্ট ছাপে ওটা। অথবা, সি পি এল-এর ক্ষেত্রে, যখন ওটায় স্পেশাল চেক রোলস থাকে, তখন ওটা চেক লেখে এবং সই করে। কিন্তু এই লাইনের নির্দেশে কমপিউটরকে বলা হচ্ছে, একটা পাতা বাদ দিয়ে যাও।'

'ডাটা বেস থেকে ওই লাইনটা মুছে ফেলা যায়?'

'হ্যাঁ, খুব সহজেই। ম্যাগনেটিক ডিস্ক থেকে মুছে ফেলতে পারি আমরা, ঠিক যেভাবে একটা টেপ রেকর্ডার থেকে কণ্ঠস্বর মোছা হয়।'

'নির্দেশটা মুছে ফেলার পর কি ঘটবে?'

'কমপিউটর স্বাভাবিক আচরণ করবে।' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল হেলেন জার্মান, পায়চারি শুরু করল। 'ওটাই তো আমার কাছে ফ্যানটাসটিক লাগছে,' বলল সে। 'এক লাইনের একটা নির্দেশ, ফলে একটা করে পাতা বাদ দিয়ে যাচ্ছে প্রিন্টআউট মেশিন।'

'অথচ তোমার কোন ধারণা নেই কে ওটা ওখানে ঢোকাল?'

'নেই।'

'কে পারে, কার দ্বারা সম্ভব?'

'যদি ধরে নিই এর একটা উদ্দেশ্য আছে এবং কেউ ইচ্ছে করে ওটা ওখানে ঢুকিয়েছে তাহলে আমার স্টাফদের সবাইকে সন্দেহ করতে হয়, তারা প্রসিডিওর সম্পর্কে জানে এবং বোঝে। আরেক হতে পারে, দুর্ঘটনাবশত ওখানে ঢুকে পড়েছে।'

'তা কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ, ভুল করে হতে পারে, তবে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। একটা মেয়ে টাইপরাইটার কী-বোর্ডে ইনফরমেশন পাঞ্চ করছে। তার মনোযোগ অন্য দিকে থাকায় অতিরিক্ত কয়েকটা ক্যারেক্টার ছাপা হয়ে গেল। সে যদি কোন কাগজে টাইপ করে তাহলে অতিরিক্ত ক্যারেক্টারগুলো দেখতে পাবে, সেক্ষেত্রে ঘষে সেগুলো মুছে ফেলবে সে, নয়তো কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করবে। কিন্তু আমার মেয়েরা টাইপ করছে টেপে, ফলে সাথে সাথে ফলাফল দেখতে পাচ্ছে না। এ-ধরনের দুর্ঘটনাবশত একটা ইনস্ট্রাকশন ছাপা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে–আপনি নিজেই বুঝে দেখুন, সম্ভাবনা কতটুকু।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, তবে কোন মন্তব্য করল না।

'টেপটা ভেরিফায়ারের মধ্যে দিয়ে যাবে,' বলে চলল হেলেন জার্মান, 'নির্দেশটা থাকায় একটা করে পাতা বাদ পড়বে। ফলাফল, কোথাও কোন ত্রুটি ধরা পড়বে না। আমার মতে, এ-ধরনের ভুল হবার সম্ভাবনা দশ লক্ষ বারের মধ্যে একবার।'

'তারমানে তুমি বিশ্বাস করতে রাজি নও যে ভুল করে নির্দেশটা ওখানে ঢুকে পড়েছে।'

আবার চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল হেলেন জার্মান।

'কি একটা কথা যেন তুমি আমাকে বলোনি,' হেলেন জার্মানের অস্থির ভাব লক্ষ করে আন্দাজ করল রানা।

পায়চারি থামাল হেলেন জার্মান, কপালের দু'পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'আপনি হয়তো ভাববেন, স্যার, আমি পাগল হয়ে গেছি। এবার আপনি হয়তো আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার কথা ভাববেন। কাল রাতে, আমি, স্যার, ডাটা বেস থেকে ওই ক্যারেক্টারগুলো মুছে দিয়েছিলাম। আজ সকালে কাজে এসে প্রথমেই আমি ডাটা বেসটা আবার চালাই। বিশ্বাস করবেন, স্যার, ভৌতিক ক্যারেক্টারগুলো আবার ডাটা বেসে ফিরে এসেছে!'

তাড়াতাড়ি ডেস্কের কাছে ফিরে এল হেলেন জার্মান, প্রিন্টআউটটা তুলে নিল। 'এই লাইনটা, কমপিউটর অপারেশনের সমস্ত আইন অনুসারে, এখানে থাকার কোন অধিকার রাখে না। কাল রাতে আমি নিজে ওগুলো মুছে রেখে গেছি–নিজের হাতে। অথচ আজ সকালে আবার ওগুলো...'

হেলেন জার্মানের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, মেয়েটার আবেগ লক্ষ করে বিচলিত বোধ করছে। উত্তরটা সহজ। মোছার পর কেউ একজন আবার ওগুলো রেকর্ড করে রেখেছে। 'তারমানে রাতে কেউ ওগুলো আবার...?'

'সেজন্যেই তো গোটা ব্যাপারটা ভৌতিক লাগছে আমার কাছে,' বলল হেলেন জার্মান। 'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার রেকর্ড করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, স্যার। আবার ওগুলো ওখানে রাখতে হলে অর্থাৎ কোন ডাটা বেসে একটা মেসেজ রাখতে হলে আপনার একটা কোডার দরকার হবে। সেই কোডার একটা সিগন্যাল দেবে, যেটা ইনপুট কনসোলের মাধ্যমে যাবে। আমাদের কোডার রয়েছে কয়েকশো।' কাগজ-পত্রের স্তূপ একপাশে সরিয়ে টাইপরাইটারের মত দেখতে একটা কী-বোর্ড বের করল সে, ডেস্কের সাথে সংযুক্ত। 'এরকম আপনারও একটা আছে,' বলল সে, 'বা বলা চলে মিস পাপিয়ার আছে, আপনার বিশেষ ফোনকলগুলো করার জন্যে...কিন্তু,' এরপর প্রতিটি শব্দ বিরতি নিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, শব্দগুলোর ওপর জোর দেয়ার জন্যে, 'ইনপুট...কনসোল... রয়েছে...মাত্র...তিনটে। মাত্র তিনটে। এবং কাল রাতে তিনটেকেই আমরা অফ করে রেখেছিলাম।'

সবাই চুপ, তাকিয়ে আছে হেলান জার্মানের দিকে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটা।

আবার সে শুরু করল, 'অনেকদিন থেকে চাইছিলাম, অবশেষে কাল রাতে সিমেন্স ইনপুট কনসোল পেয়েছি আমি। কাল রাতেই ওগুলো বসানো হয়েছে। যাবার আগে দেখে গেছি পুরানো সবগুলো কনসোল অফ করে রাখা হয়েছে, দেখে গেছি এঞ্জিনিয়াররা নতুন কনসোলে কাজ করছে। আজ সকালে আমারই প্রথম নতুন কনসোল ব্যবহারের কথা। সকালে এলাম, এখানে এসে এঞ্জিনিয়াররা খবর দিল আমাকে, আমি কমপিউটর রূমে গেলাম, নিজে পরীক্ষা করলাম কনসোলগুলো। এঞ্জিনিয়াররা চলে যাবার পরপরই আমি কাল রাতে মুছে পরিষ্কার করা ডাটা বেসটা চালালাম। কি দেখলাম? ভৌতিক ক্যারেক্টারগুলো আবার ফিরে এসেছে।'

রানার শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা ভাব। পাপিয়ার চেহারাতেও অস্বস্তি। 'ভৌতিক ক্যারেক্টার?' নিজের অজান্তে হেলেন জার্মানের শব্দগুলোই প্রতিধ্বনির মত বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে।

মাথা ঝাঁকাল হেলেন জার্মান। 'ভৌতিক নয় কোন্ অর্থে, বলুন? একটা কমপিউটর, কিছু ভুলে যেতে অস্বীকার করছে।'

মুহূর্তের জন্যে এমন একটা কমপিউটরের কথা কল্পনা করল রানা, সমস্ত নির্দেশ অমান্য করছে, কোন ইনফরমেশন বাতিল করছে না, কিছুই ভুলে যেতে রাজি হচ্ছে না...এমন একটা কমপিউটর, যে ওটাকে তৈরি করেছে তারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে...শিউরে উঠল ও। তারপরই অবশ্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল, অকারণ দুঃস্বপ্ন দেখায় তিরস্কার করল নিজেকে। 'যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য,' বলল ও।

'ডিটেকটিভ গল্প তো পড়েছেন, স্যার? বন্ধ একটা কামরা। কেউ একজন ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে গেছে, পিছনে রেখে গেছে একটা মৃতদেহ। কাল রাতে ডাটা বেসটা ছিল বন্ধ একটা কামরা। সে কামরায় না কোন জানালা ছিল, না ছিল গোপন দরজা, ছাদটাও কোন ভাবে সরানোর উপায় ছিল না। কামরায় ছিল তিনটে "দরজা", মানে তিনটে ইনপুট কনসোল। দরজাগুলো ছিল বন্ধ, তালা মারা।' হেলেন

জার্মানের কণ্ঠস্বর চড়ছে। 'আমি নিজের হাতে ইনপুট কনসোলগুলো অকেজো করে দিয়েছি অর্থাৎ তালা লাগিয়ে দিয়েছি। অথচ তারপরও, রাতে কোন এক সময়, কেউ একজন ওই ডাটা বেসে ঢুকেছিল, রেখে গেছে একটা কলিং কার্ড। ইনস্ট্রাকশন সহ একটা লাইন, আমি পড়তে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি না। এই উদ্ভট, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা আমাকে, স্যার, পাগল করে তুলছে...'

রানা এবং হেলেন জার্মান দু'জনেই ওরা আবার ডেস্কে বসল। ধীরে ধীরে, শান্ত ভাবে, কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল মেয়েটা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হলেও, খানিক পরেই ঝিম ঝিম করতে শুরু করল রানার মাথা। কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের জন্যে কফি বানিয়ে আনল পাপিয়া, প্রতি এক ঘণ্টা পরপর। বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে এসে ক্যান্টিন থেকে সামান্য কিছু মুখে দিল তিনজন, তারপর আবার ঢুকল কমপিউটর রুমে। পাঁচটা বাজল, তারপর ছ'টা, সাতটা। উঠে দাঁড়াল রানা, আঙুল চালাল মাথার চুলে। 'আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়!'

'আর তেমন কিছু বলার নেই-ও,' বলল হেলেন জার্মান, ম্যাগনেটিক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এতক্ষণ ওটায় বড় বড় কাগজের শীট ঢুকিয়েছে, ব্যাখ্যা করেছে সিস্টেমস ডায়াগ্রামস, পাথস প্যারামিটার ইত্যাদি।

এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের সামনে দাঁড়াল রানা, কাগজগুলো নাড়চাড়া করল, বলল, 'আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে...'

এই সময় মৃদু নক হলো দরজায়। এগিয়ে গেল হেলেন জার্মান। দরজা খুলে কবাট সামান্য একটু ফাঁক করল সে। 'পরে তোমাকে ডাকব আমি,' দরজায় দাঁড়ানো ব্যক্তিটি যে-ই হোক, কামরার ভেতর থেকে তাকে ওরা দেখতে পেল না।

হেলেন জার্মান দরজা বন্ধ করার পর বোর্ডের দিক থেকে মুখ ফেরাল রানা। 'আবার কাল শুরু করা যাবে, কি বলো?'

'সমস্যাটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল হেলেন জার্মান।

'তোমার একটা ডেট আছে বলে মনে হচ্ছে,' বলল রানা, তাকাল পাপিয়ার দিকে। 'বোধ হয় তোমারও?'

হঠাৎ এ-ধরনের একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে লজ্জা পেল পাপিয়া। 'না। তবে আমার মাথা ধরেছে, খোলা মাঠে একটু হাঁটতে চাই আমি।'

রানা আর পাপিয়া মিডো হেডকোয়ার্টার থেকে একসাথে বেরিয়ে এল, সাঁঝের ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে ভালই লাগছে ওদের। বাঁক ঘুরল ওরা, কনসার্ট হলকে পাশ কাটাল, চলে এল লেকের ধারে। বড় করে শ্বাস টানল রানা, তাজা বাতাস টনিক হিসেবে কাজ করল মাথার ভেতর। মিডো থেকে বেরুবার পর প্রায় কোন কথাই হয়নি ওদের মধ্যে। পাঁচটায় অফিস ছুটির পর রাস্তায় যে ভিড় দেখা যায় তা এখন অনুপস্থিত, লেকের কাছাকাছি রাস্তাগুলোয় অল্প দু'একজন হাঁটা-চলা করছে। অবশ্য একটু পরই ভিড় বাড়বে, তাজা বাতাসের লোভে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দম্পতিরা বেরিয়ে আসবে দলে দলে। ল্যান্ড করার আগে মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে একটা প্লেন, আলোগুলো পিট পিট করছে।

মিডোতে পাপিয়াকে রানাই নিয়ে এসেছে, যদিও মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়নি ওর। রানার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে পাপিয়ার আচরণে, ফলে দূরত্বটা এতদিনেও কমেনি এবং রানাও কখনও কমাতে চায়নি। 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকতে পারো,' তাকে বলল রানা। 'আমরা একসাথে রয়েছি, কারণ দু'জনই আমরা হাঁটাহাঁটি করতে চেয়েছিলাম।'

'মাসুদ ভাই,' হেসে উঠে বলল পাপিয়া, 'কোন ব্যাখ্যা দরকার হবে না।' যদিও তার হাসিটা আড়ষ্টই বলা চলে।

'বন্ধ একটা কামরা,' বলল রানা, হেলেন জার্মানের কথাটা মনে পড়ে গেছে। 'তিনটে দরজা–তিনটে তালা লাগানো দরজা।'

'হেলেনের কথাগুলো আমিও শুনেছি,' বলল পাপিয়া, লেকের কিনারা ঘেঁষে কংক্রিটের সরু পথ ধরে হাঁটছে ওরা। 'কথাটা আরেক ভাবে বলা যায়, তাই না? একটা কামরা, ভেতরে আলোর তিনটে সুইচ। প্রতিটি সুইচ অফ করে রাখা হয়েছে, অথচ অল্প সময়ের জন্যে কামরার ভেতর আলো জ্বলে উঠেছিল।'

একটা বেঞ্চে বসল ওরা। রানা একটা সিগারেট ধরাল, অন্যমনস্ক।

'আপনার খিদে পায়নি, মাসুদ ভাই?'

'কিছু বললে?' এত কাছে, তবু শুনতে পায়নি রানা।

আবার হেসে উঠল পাপিয়া। 'আপনি এখনও কমপিউটর জগতে রয়েছেন।'

রানা কোন জবাব দিল না।

খানিক পর পাপিয়া বলল, 'মাসুদ ভাই, কিছু যদি মনে না করেন, আপনার সাথে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যাব আমি?'

এবার শুনতে ভুল করেনি রানা, এবং প্রায় চমকে উঠল। 'কেন?'

হাসি চেপে রাখল পাপিয়া। 'ভাবছি আপনার পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বের পরিধি আজ খানিকটা বাড়িয়ে নেয়া উচিত কিনা। আপনার ফ্রিজে যদি কিছু থাকে তো যা হোক একটা কিছু রেঁধে দিয়ে আসতাম। আপনি জানেন, মাসুদ ভাই, আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি?'

সেই মুহূর্তে মার্ভেলার কথা মনে পড়ে গেল রানার। সাথে সাথে জবাব দিল ও, 'না, পাপিয়া, তুমি কেন কষ্ট করতে যাবে।'

'আপনি শুধু শুধু আপত্তি করছেন। কি হবে গেলে?' জেদ ধরল পাপিয়া। 'রোজই তো হোটেলে খান, আজ না হয় আমার হাতের রান্না খেলেন। আমি যাব।'

বেঞ্চ ছেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা, ফেরার পথে রানা কোন কথা বলল না। রাস্তায় উঠে এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল পাপিয়া, ড্রাইভারকে নিজের ঠিকানা দিল।

'তুমি না বললে আমার সাথে...?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল পাপিয়া। 'কখনও কখনও একা থাকতে ভাল লাগে, উচিতও। আপনার সেরকম একটা সময় যাচ্ছে, মাসুদ ভাই। আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না আমার। আমাকে নামিয়ে দিয়ে আপনি চলে যাবেন।'

অন্যমনস্ক হলেও নিজের আচরণের জন্যে খানিকটা অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। পাপিয়াকে আহত করেছে ও। কিন্তু তবু ক্ষতটা সারাবার জন্যে তাকে নিজের

অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। পাপিয়া সুন্দরী, পাপিয়া যুবতী, দু'জন খালি একটা অ্যাপার্টমেন্টে একসাথে হলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, পরে দু'জনেই হয়তো আরও বড় কোন অপরাধবোধে ভুগবে। না, দরকার নেই।

রানা পাল্টা কিছু না বললেও পাপিয়া টের পেল ভদ্রলোক স্বস্তিবোধ করছেন। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হলো, নিভে গেল কার্টসি লাইট। ট্যাক্সি একশো গজের মত এগিয়েছে, এই সময় হঠাৎ করে রানা বলল, 'ব্যাপারটা লক্ষ করলে, পাপিয়া?'

'কি লক্ষ করব?'

'আরে আলোটা। দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে ওটাও নিভে গেল। আবার জ্বলবে দরজা খোলা হলে। বন্ধ কামরা সম্পর্কে কি বলছিলে তুমি, মনে আছে? হেলেনের বন্ধ দরজা সম্পর্কে? তিনটে দরজার বদলে উদাহরণ হিসেবে তুমি তিনটে আলোর সুইচ ব্যবহার করতে চাইছিলে। ওই দেখো, ওখানে একটা আলোর সুইচ রয়েছে...' দরজার ওপর ক্যাবের একটা পাশ হাত তুলে দেখাল পাপিয়াকে, ওখানে জলপাই আকারের একটা বালব ঝুলছে, পাশেই একটা সুইচ। 'কেউ ওই সুইচে হাত দিচ্ছে না অথচ আলো জ্বলে এবং নেভে।'

বাকি পথটুকু চুপচাপ বসে থাকল রানা। বিরক্ত করা হবে ভেবে এমনকি নড়াচড়াও করল না পাপিয়া। বস্, যাকে সে মাসুদ ভাই বলে, তার প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, শ্রদ্ধাবোধও রয়েছে তার। আর কিছু নয়, শুধু রানার সান্নিধ্য পাওয়াই তার জন্যে অনেক বেশি। পাপিয়ার ধারণা, লোক চিনতে তার ভুল হয় না। মাসুদ রানার মত লোক জীবনে একবারই সত্যিকার অর্থে কাউকে ভালবাসতে পারে, এবং সে ভালবাসা ইতোমধ্যে কেউ না কেউ পেয়েছে, পরিণতি তার যাই হোক না কেন। এ-ব্যাপারে পাপিয়ার মনে এমনকি কোন কৌতূহল পর্যন্ত নেই। না, অবাস্তব স্বপ্ন দেখে না সে। মাসুদ ভাইয়ের সাথে এক বিছানায় রয়েছে সে, কিংবা মাসুদ ভাইয়ের গলা ধরে ঝুলে পড়েছে, এ-ধরনের দৃশ্য তার কল্পনায় কখনও আসে না। তবে লোকটার প্রতি তার দুর্বলতা আছে বটে। সে অন্য ধরনের দুর্বলতা। মাঝে মধ্যেই নীরব সঙ্গিনী হিসেবে সঙ্গ দিতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় মাসুদ ভাইয়ের বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিতে পারলে কিংবা কিছু রান্না করে খাওয়াতে পারলে অদ্ভুত একটা শান্তি পেত সে। ব্যস, এইটুকুই, তার বেশি কিছু নয়।

পাপিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি চলে এল ট্যাক্সি, তার কব্জি একবার মাত্র ছুঁয়ে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তুমি সত্যি খুব ভাল মেয়ে। এমন বোবা হয়ে আছ, অন্য কোন মেয়ে হলে রেগে আগুন হয়ে যেত।'

'আমি অন্য কোন মেয়ে নই,' বলল পাপিয়া।

'তা আমি জানি...'

পাপিয়াকে নামিয়ে দিল রানা, ড্রাইভারকে বলল আবার মিডো অফিসে ফিরে যাবে সে। পথে সারাক্ষণ হেলেন জার্মানের কাছ থেকে শোনা কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে অফিস বিল্ডিঙে ঢুকল ও। ওর অধিকারে যতগুলো আইডেনটিফিকেশন আছে তার সবগুলো লাগবে যদি কমপিউটর বেসমেন্টে নামতে চায় ও। কমপিউটর রুমের দরজার বাইরে থামানো হলো ওকে। রুমে ঢোকার বিশেষ পাসটা রয়ে গেছে ওর অফিসের সেফে। কমপিউটর রুমের

নাইট গার্ড ওকে চিনতে পারল। রানার কথা শুনে মাথা নাড়ল সে। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দুঃখিত, স্যার, মাফ করবেন। পাস ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দিলে আমাকে চাকরি হারাতে হতে পারে। কাল সকালে আপনিই হয়তো আমার চাকরিটা নট্ করে দেবেন।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ডাস্ট লকের মধ্যে দিয়ে কামরার ভেতর তাকিয়ে থাকল। জোড়া কমপিউটরের কনসোলগুলো দেখতে পাচ্ছে ও, দেখতে পাচ্ছে প্রিন্টআউট সেকশন, ইনপুট সেকশন–ডাটা বেসগুলো মেশিনে চড়ানো রয়েছে। তিনটে ইনপুট কনসোল-ও দেখতে পাচ্ছে, আগের দিন সন্ধ্যায় যেগুলো বদলানো হয়েছে।

'আজ রাতে কাজ হচ্ছে না,' গার্ডকে বলল ও।

'মিস জার্মান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, স্টাফদের ছুটি দিয়ে গেছেন,' বলল গার্ড। 'একা তো, পরিবেশটা ভৌতিক লাগছে, স্যার।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানারও তাই মনে হলো। এতগুলো মৌন কাঠামো আর আকৃতি, এক অর্থে সবগুলোর প্রাণ আছে, অন্তত সচল হয়ে উঠতে পারে, আর সচল অবস্থায় হজম করতে পারে কোটি কোটি ইনফরমেশন বাইট মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে, প্রায় একই দ্রুততার সাথে আবার একই পরিমাণ ইনফরমেশন বাইট উগরেও দিতে পারে।

'ভাগ্য ভাল যে পালাবদলের আগে মাত্র তিন ঘণ্টা এখানে থাকতে হবে আমাকে,' বলল নাইটগার্ড, কিন্তু তার কথায় কান নেই রানার। কমপিউটরের কনসোলে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কাঁপতে শুরু করল সেগুলো। মাউন্টেড ডাটা বেসের একটা স্তরেও একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। কমপিউটর কনসোলের আলোগুলোর কাঁপা থামল, স্ট্যান্ডবাই পজিশনে ফিরে এল ঠিক যে-অবস্থায় কমপিউটরগুলোকে সব সময় রেখে যাওয়া হয়। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে দু'সেকেন্ডেরও কম সময় লেগেছে, সরাসরি তাকিয়ে না থাকলে রানার চোখে ধরাই পড়ত না।

নাইটগার্ডের দিকে ফিরল রানা, হাসছে ও। 'ফোনটা কোথায়? নিশ্চয়ই তোমার সাথে একটা আছে?' জিজ্ঞেস করল ও। কোটের পকেট থেকে ছোট একটা রেডিও ফোন বের করল গার্ড। সেটা নিয়ে ডায়াল করল রানা।

পাপিয়ার গলা ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে।

'এখনও খাওনি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। ভাবছি আবার বেরুব, নয়তো লিজাকে ফোন করে বলব চলে আসুক, নিজেরাই রান্না করি…কেন, মাসুদ ভাই?'

'এখনও আমাকে খাওয়াতে পারলে খুশি হও?'

এক মুহূর্ত কথা বলল না পাপিয়া। মাসুদ ভাই কি তার ওপর দয়া দেখাচ্ছেন? উনি কি ভেবেছেন ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়ায় অপমানবোধ করেছে ও?

আবার রানাই বলল, 'ভাবনার কিছু নেই, পাপিয়া। আমরা আর টেনশনে না ভুগলেও পারি। কিভাবে কাজটা করা হয়েছে আমি বুঝে ফেলেছি…'

এগারো

আবার সোমবারে কাজে এল না চার্লি ফ্রানসি। সে ছুটি নিলে তার বস্ কিছু মনে করে না। কারণ প্রায়ই চার্লি ফ্রানসি ওভারটাইম খাটে, তাছাড়া ইদানীং তার সেকশন তেমন একটা ব্যস্ত নয়। আরও একটা কারণ আছে। চার্লি ফ্রানসি যে প্রোগ্রাম তৈরি করে দিয়েছে, কাজের পরিমাণ তাতে আপনাআপনি কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। তার বস্ জানে, তাকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ারটা দখল করারও কোন ইচ্ছে চার্লির নেই। কাজেই চার্লি ফ্রানসি অনুপস্থিত থাকলে মোটেই বেজার হয় না সে।

কাজে এসেই চার্লি ফ্রানসির খোঁজে টেলিফোন করল টিনা সিরিল, ইচ্ছে একসাথে কফি খাবে। যখন শুনল অসুস্থতাজনিত ছুটিতে আছে, সাথে সাথে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল সে। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। ধেত্তেরি, লোকটা আবার পেটের অসুখে ভুগছে নাকি? বারমুডায় তো ভালই খাওয়াদাওয়া করেছে, বরং বলা চলে অতিভোজনই হয়ে গেছে। টিনা সিরিল ধরে নিল চার্লি ফ্রানসি আবার কোথাও মুখ লুকিয়েছে। বুঝল, দিন দুয়েক তার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে ওকে।

আসলে কি করছে চার্লি ফ্রানসি?

একের পর এক কয়েকটা ব্যাংকে ঢুকছে সে। প্রতিটি ব্যাংকে ঢুকে একই কাহিনী আওড়াচ্ছে। 'আমাদের কোম্পানী আশা করছে এই শহরে এসে ব্যবসা করবে। আপনাদের এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট করার কথা ভাবছি আমরা। আমরা ব্যবসা করি এমন একটা কোম্পানীর একটা চেক রয়েছে আমার কাছে, আমার পক্ষ থেকে ওটা ক্লিয়ার করে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা রাখবেন, প্লীজ?' অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটা চেইন তৈরি করল সে, লিঙ্ক হিসেবে থাকল আলাদা এক একটা ব্যাংক, চেক লিখল বারমুডায় রেজিস্ট্রি করা প্রতিটি কোম্পানীর তরফ থেকে একটা করে। আসলে সে একই চেকের দশ হাজার ডলার এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে পাঠাচ্ছে মাত্র, প্রতিটি চেকে সই করছে টি. সিরিল। চেইনের প্রথম চেকটা সাউথ উইলিয়ামসবার্গ, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস-এর অ্যাকাউন্টস কমপিউটর থেকে এসেছে।

জুরিখে তার নিজের অফিসে বসে আছে হেনরি নামফি, চেহারায় দিশেহারা ভাব। ডেস্কের ওপর তার সামনে পড়ে রয়েছে মিডো লিয়ন অফিসের জিন করপোরেল-এর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টসের একটা কপি। আরও খানিক চিন্তা-ভাবনা করে কমপিউটারাইজড টেলিফোনটা তুলে নিল সে। ফোনের বেল যখন বাজল, জিন করপোরেল মিডোর লিয়ন অফিসে তার ডেস্কে বসে রয়েছে।

'হেনরি নামফি বলছি, জুরিখের অ্যাকাউন্টস স্ক্রুটিনি। তোমার সর্বশেষ এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট, জিন।'

'হ্যাঁ, বলুন, মি. নামফি। কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে?'

'পিলমোরের জাঁ পল রুঁদ। তাকে কমপিউটর অপারেশনস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে উল্লেখ করছ তুমি। এন্টারটেইনমেন্ট খাতে কিছু খরচ দেখিয়েছ। আমার স্মরণশক্তি যদি ভুল না করে, ওই পদে রয়েছে কেকারিয়া উইলিয়ামস। এর আগের একটা ভাউচারে তুমি দেখিয়েছ, দাঁড়াও, তারিখটা মনে করি...হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরের সাতাশ তারিখে তাকে তুমি লাঞ্চ খাইয়েছ...'

'মি. নামফি, আপনার স্মরণশক্তি বোধহয় কমপিউটরকেও হার মানাবে। তবে দুঃখজনক হলো, আপনার তথ্য আপ-টু-ডেট নয়। কেকারিয়া উইলিয়ামস দিন কয়েক হলো রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে–সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে। আমি ভাবলাম ওদের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ ওরা আমাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সফট-ওয়্যার কেনে...'

'ঠিকই করছ, জিন–তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন করছি না। নামটা নতুন লাগল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'ভারি দুঃখজনক ঘটনা, মি. নামফি। কেকারিয়া উইলিয়ামস সাইকেল থেকে পড়ে যায়, ব্রেক কেবলে তার গলা জড়িয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে মারা যায় বেচারা।'

তথ্যটা টুকে রাখল হেনরি নামফি। 'ধন্যবাদ, জিন,' বলল সে। 'ভাল কথা, বেস থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কাজ করছ তুমি, তাই না? ভাউচার যা লিখেছ তার চেয়ে দৈনিক একশো ফ্রাঙ্ক বেশি পাওয়া উচিত তোমার। আমি বরং এটা ফেরত পাঠাই, তুমি অ্যাডজাস্ট করে দিয়ো, কেমন?'

'আপনার দয়া, মি. নামফি...'

'দয়া নয়, তোমার পাওনা, জিন...'

টেলিফোনের সুইচ অফ করে দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল হেনরি নামফি, ওখানে পিকাসোর আঁকা ডন কুইক্সোট আর সাঙ্কো পাঞ্জা প্রিন্ট রয়েছে। সাধারণ কয়েকটা লাইন, অথচ সমস্ত কিছুই রয়েছে ওখানে–দু'জন আরোহীর ব্যক্তিত্ব, ঘোড়ার করুণ অবস্থা, পিছনে দৃশ্যমান উইন্ডমিল-এর দুর্দশা।

হেনরি নামফি উদ্বিগ্ন। মিডো হেডকোয়ার্টার জুরিখ কয়েকটা কোম্পানীর সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ওই কোম্পানীগুলোয় উত্তেজনাকর কিছু ঘটলে মিডো স্বভাবতই মাথা না ঘামিয়ে পারে না। কোম্পানীগুলোর কয়েকটি হলো–ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিং, লিয়নের পিলমোর, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস, আর মিউনিকের কোহল। কোন সন্দেহ নেই, কোম্পানীগুলোতে ভয়ানক কিছু একটা ঘটছে। এই মুহূর্তে কয়েকটা সরলরেখা বলে মনে হচ্ছে, পিকাসোর প্রিন্টের মত, কিন্তু এগুলোর ভেতর গভীর তাৎপর্য না থেকেই পারে না। ওই কোম্পানীগুলোর অ্যাকাউন্ট যখনই ছাপছে তখনই হেঁচেকি তুলছে কমপিউটর, কোহলের মেগ ফিলিপ নিখোঁজ, পিলমোরের কেকারিয়া উইলিয়ামস রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, লিমায় মি. মাসুদ রানাকে তদন্তে সাহায্য করার সময় খুন হয়েছে মেক্সিকান সানসেজ, ডেল্টা টিউবস-এর বব হপকিন্স বাড়িতে মেরামতের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে, পত্র-বোমার বিস্ফোরণে খুন হয়েছে ইউনিক প্রিন্টিঙের মাইকেল

ডিকসন।

হেলেন জার্মানের সাথে দেখা করতে এল হেনরি নামফি। কমপিউটর রুমে ঢুকতে ভারি ভাল লাগে তার। তাকে দেখে খুশি হলো হেলেন জার্মান। যাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করে মেয়েটা, নামফি তাদের অন্যতম। কে জানে, অবশেষে হয়তো জীবনসঙ্গী হিসেবে হেনরিকেই বেছে নেবে সে। আর যাই হোক, স্বামী হিসেবে নিজেকে হীন বা ছোট ভাববে না হেনরি নামফি। হেলেন জার্মান যেমন তার মেধা আর বুদ্ধির স্বীকৃতি পেয়েছে, হেনরি নামফিও তার স্মরণশক্তির জন্যে মিডোর একটা গর্ব হিসেবে চিহ্নিত।

নিজের সন্দেহের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল হেনরি নামফি। তার কথা শেষ হতেই ফোন তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করল হেলেন জার্মান, পাপিয়াকে বলল, 'কথাগুলো উনি একটু শুনবেন?'

ডেস্ক মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল পাপিয়া, বলল, 'হ্যাঁ, আমরা শুনছি, হেলেন।'

চেয়ারে হেলান দিল মাসুদ রানা, পা তুলল ডেস্কের ওপর, কান খাড়া।

কি কি জানতে পেরেছে সব বলল হেনরি নামফি। ওদের সাথে ব্যবসা আছে এমন চারটে কোম্পানীর চারজন লোকের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, বাকি একজন নিখোঁজ রয়েছে–তারা সবাই কমপিউটর অপারেশনের সাথে জড়িত ছিল।

হেনরি নামফির কথা শোনার পরপরই হেলেন জার্মানের সাথে কথা বলল রানা। সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট কয়েকটা নির্দেশ দেয়া হলো তাকে।

রানা থামতে হেলেন জার্মান বলল, 'ছাত্র হিসেবে আপনি দারুণ, মি. রানা, স্যার। সত্যি আপনি কমপিউটর অপারেশন বোঝেন।'

পাঁচটা টেলিফোন করল হেলেন জার্মান। তথ্য জমা করতে লাগল এক মিনিট, সেখান থেকে বাছাই করে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন বের করতে লাগল দুই মাইক্রোসেকেন্ড। ফোন করল রানাকে।

'আপনি যে ইনফরমেশন চেয়েছিলেন, যোগাড় হয়েছে, মি. রানা,' বলল সে। 'চার কোম্পানীর স্টাফ ফাইলে উঁকি দিতে হয়েছে। এক বছর আগে, ওরা চারজনই, অ্যামস্টারডামে একটা কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছিল। ইউ.এম.পি. লিমার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ডিরেক্টর অভ কমপিউটর অপারেশন্স মিস জুয়েলা মাদ্রে।'

শুল্ক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে ভিক্টর মার্জিনকে নিয়ে জাপানে গেছে ব্যারনেস লিনা। মার্ক টু মিডো আলফা নিয়ে গেছে ওরা। অপর আলফা নিয়ে ব্রাজিলের সান্টোস-এ গেছে ভিনসেন্ট গগল। সান্টোসে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকা রয়েছে গগলের, তবে সেটায় নতুন অঙ্গসজ্জার কাজ শুরু হওয়ায় তার ব্যক্তিগত বন্ধুর বাগান-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছে সে। প্রসঙ্গত রানা জানতে পেরেছে, গগলের ব্যক্তিগত বন্ধু স্বয়ং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগ করল রানা। 'গগল, লিমায় তোমাকে আমার দরকার।'

'আমি এখানে খুব ব্যস্ত, রানা। জেনারেলের সাথে কাল আমার জরুরী মীটিং।

আমাদের অনুকূলে ব্রাজিলিয়ান ল বদলাতে রাজি করাতে হবে তাঁকে। ধরে নাও প্রতিটি শব্দের পিছনে হাজার পাউন্ড করে খরচা পড়বে।'

'কাজটা পরে করলে হয় না, গগল? তোমাকে যদি লিমায় না পাই, গোটা একটা আলোচনা বৈঠকের জন্যে হাজার পাউন্ড খরচা করার সামর্থ্যও হয়তো আমাদের থাকবে না। তোমাকে আমার দরকার, কারণ পেরুর প্রেসিডেন্টের সাথে তোমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।'

গগল জানে, একান্ত প্রয়োজন না থাকলে এ-ধরনের অনুরোধ করার বান্দা মাসুদ রানা নয়। খানিক চিন্তা-ভাবনা করে সে বলল, 'ঠিক আছে। চার ঘণ্টার মধ্যে লিমায় পৌঁছুতে পারি আমি...'

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' বলল রানা। 'আগামীকাল স্থানীয় সময় সাতটার আগে ওখানে আমি পৌঁছুতে পারছি না।' ওর কথা শুনছে, এবং সেই সাথে এরইমধ্যে কমপিউটরের বোতাম টিপে স্ক্রীনে বিশ্বব্যাপী কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্স শিডিউল ফুটিয়ে তুলেছে পাপিয়া, ব্যস্ততার সাথে কথা বলছে টেলিফোনে, অবশেষে ছোট্ট একটা কাগজ রাখল সে রানার সামনে। তাতে লেখা–আপনি লিমায় পৌঁছুবেন স্থানীয় সময় সাড়ে সাতটায়। রানা জানে, সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে ওকে লিমায় পাঠানোর জন্যে দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে যাবার ব্যবস্থা করেছে পাপিয়া। এরইমধ্যে একজন শোফারকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, ওর হাউজকীপার যে ব্যাগটা সব সময় তৈরি অবস্থায় রাখে সেটা আনার জন্যে। এই অফিস কামরা ত্যাগ করার আগে পাপিয়া ওকে একটা বডি-বেল্ট দেবে, তাতে থাকবে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার, এক হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক, আর ইংলিশ বিশ পাউন্ডের পঞ্চাশটা নোট। মিডোর কাজে যখনই রানা কোন কমার্শিয়াল প্লেনে চড়ে, ওর প্রাইভেসী রক্ষার জন্যে আশপাশের সব ক'টা সীট বুক করা হয়। যেখানেই কোন প্লেন থেকে নামে ও, দেখা যায় একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে স্থানীয় এজেন্টদের একজন। যতদূরেই যাক না কেন, জুরিখ আর ওর মাঝখানে একটা লাইন সব সময় খোলা রাখা হয়, লাইনের মাথায় ওর সাথে কথা বলার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা উপস্থিত থাকবে পাপিয়া।

এই মুহূর্তে আরও জটিল একটা প্লট বাড়িয়ে দিল পাপিয়া রানার দিকে। কাগজে লেখা রয়েছে–চার্টার টু কোপেনহেগেন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ওয়ান-হানড্রেড টু লস অ্যাঞ্জেলস ইউজিং এ মিডো আলফা এয়ারক্রাফট। চার্টার দ্য সেম প্লেন টু টেক ইউ অন টু লিমা। মুখে বলল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছেন, মাসুদ ভাই।'

আবার হেলেন জার্মানের সাথে ফোনে কথা বলল রানা। 'নিউ ইয়র্কের সেরা কমপিউটর টেকনিশিয়ানকে লিমার ক্রিলন হোটেলে চাই আমি, কাল সকালে ওর সাথে ব্রেকফাস্ট করব।'

'ঠিক আছে, মি. রানা,' বলল হেলেন জার্মান। 'ইউ.এম.পি-র ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছেন, তাই না?'

রানাকে আরও ভাল করে চেনা থাকলে প্রশ্নটা সে করত না।

'লোকটার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চার্লি ফ্রানসি।'

চার্লি ফ্রানসি লিমার উদ্দেশে রওনা হবার আগে মিডোর জুরিখ কমপিউটর পঞ্চাশবার হেঁচকি তুলল। কমপিউটরে ছাপা চেকগুলোর সংখ্যা পড়ল সোরিন বাবি, কিন্তু হেঁচকি তোলা চেকগুলো কমপিউটর উল্লেখ করেনি, সেগুলো সেদিন সকাল দশটায় জুরিখের ক্লিয়ারিং ব্যাংকে জমা করা হলো। প্রতিটি চেকে 'স্পেশাল ক্লিয়ারান্স' লেখা রয়েছে। এই ব্যাংকই মিডোর বেশিরভাগ করেন ট্র্যানজ্যাকশন সামলায়। দুপুরের মধ্যে চেকগুলো ক্লিয়ারান্স পেয়ে গেল, চেকে উল্লেখ করা টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেসে খবরও পৌঁছে দেয়া হলো। সবগুলো টেলিগ্রাম নিউ ইয়র্কে পৌঁছুল ঠিক ব্যাংক খোলার মুহূর্তে। এক এক করে ব্যাংকগুলোয় ঢুকে টাকাগুলো তুলে নিল চার্লি ফ্রানসি। নিউ ইয়র্ক সময় বারোটার মধ্যে তার একটা সুটকেস পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ভরে উঠল, প্রতিটি এক হাজার ডলারের নোট। ম্যানহাটন সিটি ব্যাংকে ঢুকল সে, খোঁজ নিয়ে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের ডেস্কের সামনে পৌঁছুল। মহিলার বয়স হবে পঞ্চান্ন, চোখে চকচক করছে সোনালি ফ্রেমের চশমা, চুলে হালকা সবুজ রঙ।

'আপনাদের ব্যাংকে আমি কিছু টাকা জমা রাখতে চাই, ম্যাডাম,' বলল চার্লি ফ্রানসি। ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে সেটা পূরণ করল সে, বাড়িয়ে দিল ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহিলার। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। 'ঠাট্টা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাকি ডাকাতি?'

সুটকেসের ঢাকনি খুলল চার্লি ফ্রানসি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট চিৎকার করে উঠলেন।

সিকিউরিটি গার্ডকে আশ্বাস দিল চার্লি ফ্রানসি, টাকা রাখতে এসেছে সে, নিতে নয়। এক লাখ ডলার নিজের কাছে রাখল সে, নিরানব্বুইটা হাজার ডলারের নোট, বাকিটা বিশ পঞ্চাশ একশো ডলারের নোট। ব্যাংক তাকে নতুন নোট, লেটার অভ ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, কিংবা ট্রেজারি বন্ড দিতে চাইল। কিন্তু না, পুরানো নোট এবং নগদ টাকা ছাড়া কিছু নেবে না সে। টাকাটা কোত্থেকে এল সে-সম্পর্কে আভাসে প্রশ্ন করা হলেও শুনতে না পাবার ভান করে থাকল সে। একজন একজিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দিল, অবশ্যই চার্লি ফ্রানসির অগোচরে, এফ.বি.আই-কে একটা খবর দিলে হত। অপর একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলল, 'মাথা খারাপ! এত বড় একজন মক্কেল হারাতে চাও নাকি? শুধু কি তাই, ভদ্রলোক যদি মানহানির কেস করে বসেন?'

নোটগুলো জাল কিনা পরীক্ষা করা হলো। চুরি যাওয়া টাকার সংখ্যা ছাপা তালিকার সাথে মেলানো হলো। চার্লি ফ্রানসিকে দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ানোর পর তাকে আটকে রাখার আর কোন অজুহাত খুঁজে পাওয়া গেল না, কাজেই সসম্মানে বিদায় জানানো হলো। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সোজা টি.ডব্লিউ.এ. অফিসে চলে এল চার্লি ফ্রানসি, একটা রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টিকেট কিনল সে, ফার্স্ট ক্লাস। ব্যাগের দোকানে ঢুকে একটা ট্রাভেল কেস কিনল। কেসটা এত দামী, গত এক বছরে আর মাত্র একটা বিক্রি করতে পেরেছে দোকানদার। লোকটা বলল, 'স্যার, হ্যান্ডেলের নিচে আপনার নামটা এমবস করে দিই। নামটা যেন আভিজাত্য আর স্বাতন্ত্র্যের

প্রতীক, স্যার,–কী হার্ডে!'

চার্টার প্লেন যখন পৌঁছুল, লিমার পুলিস চীফ এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করছিলেন। একটা গাড়িতে চড়ে টারমাকে এলেন তিনি, প্লেনে চড়লেন। তাঁর বিচক্ষণ ড্রাইভার বুদ্ধি করে গাড়িটাকে খানিক চালিয়ে প্লেনের সামনে এনে দাঁড় করাল, জানালার কাচ তুলে দিয়ে আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

প্লেনের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের সব ক'টা সীট তুলে ফেলা হয়েছে, সেগুলোর বদলে জায়গা করে নিয়েছে ইজি চেয়ার, একটা সোফা আর দুটো টেবিল। লস অ্যাঞ্জেলসে প্লেনটাকে এভাবে তৈরি করতে এক ঘণ্টা সময় লেগেছে।

'অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন?' মৃদু হাসির সাথে জিজ্ঞেস করল রানা, ক্ষীণ ব্যঙ্গের রেশ থাকলেও ধরা সহজ নয়।

নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন পুলিস চীফ।

'ডিউটিতে রয়েছেন? ইউনিফর্ম নেই দেখে ভাবলাম সৌজন্যের খাতিরে...'

পুলিস চীফ কিছু বলার আগেই ইন্টারকমে পাইলটের গলা ভেসে এল, 'আমি আপনার একটা কেবল্ রিসিভ করছি, মি. রানা।'

'কেউ একজন আনবে ওটা, প্লীজ?'

কন্ট্রোল রুমের দরজা খুলে গেল। নিক, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ভি.আই.পি পার্সার, রুপোর একটা ট্রেতে করে একটুকরো কাগজ নিয়ে এল। কাগজটার দিকে এমনকি তাকালও না রানা, তবে পার্সারকে ধন্যবাদ দিল।

'পেরুতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানতে পারি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'সাধারণত যে-কারণে আসি, সিনর মাদ্রে। বিজনেস অ্যান্ড প্লেজার।'

পুলিস চীফ তাঁর পকেট থেকে ছোট আকারের কালো একটা জিনিস বের করলেন–জিনিসটা আধ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ। 'গতবার আপনি লিমা ত্যাগ করার পর এটা আমরা পেয়েছি। জিনিসটা কি, আপনি জানেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনি এ-ও জানেন এটা কোথায় আমরা পেয়েছি, তাই না?'

'আন্দাজ করতে পারি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'আপনি এ-ও কি জানেন কে এটা আমার কাজিনের হাতব্যাগে রেখেছিল?'

উঠে দাঁড়াল রানা, হেঁটে গেল এন্ট্রান্স ডোরের দিকে, দরজার পাশের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল। পুলিস চীফ ঢোকার পর পর এন্ট্রান্স ডোরটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এয়ারকন্ডিশনিঙের সুবিধে ষোলোআনা পাবার স্বার্থে। বাইরেটায় চোখ বুলিয়ে রানা বুঝল, আজ খুব গরম পড়েছে। ঘুরল ও, প্লেনের গায়ে হেলান দিল, বলল, 'ইচ্ছে করলে আমরা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে পারি, সিনর মাদ্রে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। মাইক্রোফোনটা আমার কোন লোকের মাধ্যমে আমার নির্দেশে আপনার কাজিনের ব্যাগে রাখা হয়েছিল, এটা আপনি আমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারবেন না।'

পুলিস চীফের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল। তিনিও একজন সভ্য মানুষ। 'ঠিক আছে, সিনর রানা। প্রশ্নের ধারা বদলানো যাক। আপনি আমাকে সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। লিমায় আপনি ফিরে এলেন কেন?'

'খুব সহজ উত্তর। সন্দেহ করছি আমাদের কোম্পানী থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে।'

'সত্যিই কি কোন টাকা চুরি গেছে?'

'তা যায়নি, তবে অন্যায়ভাবে সরানো হয়েছে। এই মুহূর্তে টাকাগুলো কোথায় তা আমরা জানি, ইচ্ছে করলেই ফেরত পেতে পারি। এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য, টাকাগুলো ফেরত পাওয়া এবং দেখা আর যেন কোন টাকা সরানো না হয়।'

'এবং আপনি আমার কাজিনকে সন্দেহ করেন?'

'এখানেই আমাদের দহরম-মহরমের সমাপ্তি, সিনর মাদ্রে। আমি কাকে সন্দেহ করি সেটা কাউকে জানাবার বিষয় নয়...'

'কারণ যেহেতু সে একজন মাদ্রে? কারণ আপনি মনে করেন একজন মাদ্রেকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রভাব খাটাব আমি? আমি, লিমার চীফ কনস্টেবল, একজন আত্মীয়ার জন্যে আমার পেশাগত মর্যাদা বিসর্জন দেব?' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আহত কিন্তু উত্তেজিত নন।

'পেশাগত মর্যাদা, পারিবারিক মর্যাদা, সঙ্কটের সময় কোন্‌টার কতটুকু গুরুত্ব কে বলতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দুটোর মধ্যে একটা বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত যাকে নিতে হয় তার ওপর দিয়ে নরক যন্ত্রণা বয়ে যায়। আমি আপনাকে সেই কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাই না, সিনর মাদ্রে।'

'আমার সম্মান রক্ষার স্বার্থে?'

'না, আমাদের টাকার নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে।'

'আমার শহরে আমি কোন গুপ্ত পুলিসী তৎপরতা চালাতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন।'

এবার পুলিস চীফের ব্যক্তিগত মর্যাদায় আঘাত লাগল। 'আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব?' গর্জে উঠলেন তিনি। 'নিজেকে আপনি কি মনে করেন? জানেন...!'

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'কয়েকটা কথা আপনার কানে থাকা দরকার, সিনর মাদ্রে। আমার কোম্পানী আপনার দেশে কয়েকশো মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্ট করেছে। সেই ইনভেস্টমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার আমরা সংরক্ষণ করি।'

'সে অধিকার আমি অস্বীকার করছি না। কোথায় কি অপরাধ ঘটেছে আমাকে জানান, সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। কথা দিচ্ছি কোন রকম দুর্নীতি হবে না, স্বজনপ্রীতির অবকাশ থাকবে না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রয়োজনীয় এভিডেন্স আমার হাতে আসুক, তখন আপনার কাছে গিয়ে আইনের সাহায্য চাওয়া যাবে। তখন আপনি আমাকে দেখাবার সুযোগ পাবেন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে সুবিচার নিশ্চিত করার মহত্ত্ব আপনার সত্যিই আছে। তার আগে পর্যন্ত...'

ইতোমধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন পুলিস চীফ। 'দরজা খুলে দেয়া হোক,' প্লেনের ভেতর গমগম করে উঠল তাঁর বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর। 'প্লেনটা যাতে আপনাকে নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে এই দেশ ত্যাগ করে তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

অসহায়ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রানা, এগিয়ে গিয়ে পুলিস চীফের হাতে গুঁজে দিল টেলিগ্রামটা। ঠিকানার জায়গায় লেখা রয়েছে–টু হুম ইট মে কনসার্ন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন মেসেজ পেপারের ওপর ক্যাপটেন গোটা গোটা অক্ষরে মেসেজটা লিখেছে। মেসেজটা হুবহু এরকম:

> 'টু হুম সো এভার ইট মে কনসার্ন। প্লীজ অ্যাওয়ার্ড ফুল কার্টেসি অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স টু মাই গুড ফ্রেন্ডস ভিনসেন্ট গগল অ্যান্ড শেভ্যালিয়ার মাসুদ রানা, ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন লিমা অ্যাজ মাই পার্সোনাল গেস্ট, ফর দি অনার অভ আওয়ার কান্ট্রি।'

মেসেজের নিচে প্রেসিডেন্টের নাম।

রানার জানা আছে, বছর দুই আগে মিডো ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিঙের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার সার্টিফিকেট কিনেছেন প্রেসিডেন্ট, অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সহায়তা পাবার আশায়। জানা কথা, শেয়ার কেনার পরামর্শটা ভিনসেন্ট গগলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। তার কথা তিনি যে ফেলতে পারেন না, আজ আরেকবার সেটা প্রমাণিত হলো।

ডকুমেন্টটা দ্বিতীয়বার পড়লেন পুলিস চীফ। 'আমার ফাইলে রাখার জন্যে এর একটা কপি দেবেন আমাকে, সিনর রানা?'

'অরিজিন্যালটাই রেখে দিন,' বলল রানা। 'আমাদের সবারই দরকার হতে পারে।'

ক্রিলনে ব্রেকফাস্টের জন্যে মিলিত হলো ওরা, দু'জনই পরস্পরকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। চার্লি ফ্রানসির মধ্যে ধোপদুরস্ত একটা ভাব দেখতে পেল রানা, রানার শান্ত মায়াভরা চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লক্ষ করল চার্লি ফ্রানসি। চোখ বুলানোর মুহূর্তেই উপলব্ধি করল রানা তার সামনে দৃঢ়চেতা এক তরুণ বসে রয়েছে। আর চার্লি ফ্রানসি বুঝতে পারল, মাসুদ রানাকে ছোট করে দেখলে পস্তাতে হবে।

'কামরাটা ভাল?' পরিচয় পর্ব শেষ হতে জিজ্ঞেস করল রানা, ইতোমধ্যে ব্রেকফাস্টের জন্যে অর্ডার দেয়া হয়েছে।

'খুব ভাল। আমাকে একটা স্যুইট দেয়া হয়েছে। আমার গ্রেড বি-এস-থ্রী, সাধারণত ফার্স্ট ক্লাস ফ্লাইট বা স্যুইট দেয়া হয় না...'

'আমার জুরিখ অফিস তোমাকে একটা এ-এস-ওয়ান অথোরাইজেশন দেবে,' বলল রানা।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চার্লি ফ্রানসির চেহারা। 'টেকনিক্যাল সেলসের সবাই মনে করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসাইনমেন্ট, মি. রানা। আমি তো স্রেফ একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান...'

সরাসরি তার দিকে তাকাল রানা। 'স্রেফ একজন কমিপউটর টেকনিশিয়ান, ফ্রানসি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। 'যে ব্লেজারটা পরে আছ সেটার দাম দেড়শো ডলার,

ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করা জুতোটার দাম ষাট ডলার, হাতে রোলেক্স ঘড়ি। হতে পারো তুমি একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান, কিন্তু শুধু বা স্রেফ একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান নও।'

চার্লি ফ্রানসি তার মুখে হাসিটুকু ধরে রাখল। যা ভেবেছে তাই, লোকটাকে ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই। 'ভাগ্য ভাল, এক জায়গায় কিছু ইনভেস্ট করে ভাল লাভ পেয়েছি।'

হাত তুলে তাকে থামাল রানা। 'ভুল বুঝো না, ফ্রানসি। তোমার আয়ের উৎস কি তা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি নিজেকে "শুধু" বা "স্রেফ" মনে করাটা ঠিক নয়। তোমার পেশা বা পদ যাই হোক, সেটা সম্পর্কে তোমার মধ্যে গর্বের অভাব থাকবে কেন...?'

'কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব, মি. রানা।'

হাসল রানা। 'সে অভাব যে তোমার নেই, বেশ বোঝা যায়,' বলল ও। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'কিছুই জানি না, মি. রানা। জুরিখ অফিস থেকে ফোন করে মিস জার্মান এখানে আসতে বলল আমাকে। হাতে প্লেনের টিকেট দেয়া হলো, একটা গাড়ি পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে, আরেকটা গাড়ি পৌঁছে দিল হোটেলে, এই মুহূর্তে স্যুইটে আপনার সামনে বসে বিস্মিত আর মুগ্ধ হচ্ছি।'

'তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ।'

'স্কটিশ।'

'এখনও পার্থক্য করো?'

'কমপিউটর ট্রেনিং নেয়ার সময় প্রতিটি জিনিস আলাদাভাবে সনাক্ত করতে শিখেছি আমি।'

'জন্মস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইছি এই জন্যে যে আমি হয়তো তোমাকে নির্দিষ্ট কয়েকটা ঝুঁকি নিতে বলতে পারি-তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে প্রশ্ন তৈরি করতে সুবিধে হবে।'

'কমপিউটর অপারেশনে সাধারণত কোন ঝুঁকির ব্যাপার তো থাকে না, মি. রানা।'

'তা ঠিক। এবার তাহলে সমস্যাটা তোমাকে বলা দরকার। কেউ একজন, তার পরিচয় আমাদের জানা নেই, আমাদের কমপিউটর অপারেশনে এমন কারিগরি ফলিয়েছে যাতে ডাটা বেসকে দুই সেট ইনফরমেশন রাখতে বলা যায়...'

'এক ধরনের কার্ডের মত-দিনের আলোয় এক লেখা পড়া যাবে, কৃত্রিম আলোয় বা ইনফ্রা-রেডে আরেক লেখা?'

'হ্যাঁ। আমরা ইতিমধ্যে পাঁচটা সেন্টার আবিষ্কার করেছি, তার মধ্যে একটা লিমায়। আমাকে সাহায্য করার জন্যে ছোট একটা দল কাজ করছে। তোমাকে আমার হাতের কাছে দরকার কারণ জরুরী কোন সঙ্কটের সময় কমপিউটর সম্পর্কে আমার জ্ঞান যথেষ্ট বিবেচিত না-ও হতে পারে।'

'আপনি ঝুঁকির কথা বলছিলেন...'

'বাকি চারটে সেন্টারে, কমপিউটর অপারেশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

চারজন লোক, হঠাৎ করে মারা গেছে। কেউ কেউ শুধু মারা যায়নি, খুন হয়েছে। দেয়ার ইট ইজ, কার্ডস অন দ্য টেবল।'

'আপনি আমাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে বলছেন?'

'এখুনি বলছি না। তবে এমন সময় আসতে পারে...'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল চার্লি ফ্রানসি। 'ইন্টারনাল স্টাফ ফাইলে, মি. রানা, বলা হয়েছে আপনি টেকনিক্যাল সেলসের ডিরেক্টর।'

'হ্যাঁ।'

'কার্ডস অন দ্য টেবল, মি. রানা?'

'জাস্ট দ্য হ্যান্ড উই আর প্লেইং, ফ্রানসি, নট দ্য এন্টায়ার ডেক। নট ইয়েট।'

'ড্র পোকার আমার প্রিয় খেলা নয়, মি. রানা,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

জুরিখ ডাটা বেস সম্পর্কে হেলেন জার্মান কি আবিষ্কার করেছে চার্লি ফ্রানসিকে জানাল রানা। ভৌতিক ক্যারেক্টরগুলোর কথাও বলল। তবে ক্যারেক্টরগুলো কিভাবে ম্যাগনেটিক ডিস্কে রাখা হয়েছে সে-ব্যাপারে মুখ খুলল না। 'আমি চাই ইউ. এম. পি. কমপিউটর নিয়ে মাথা ঘামাও তুমি,' বলল ও। 'ওদের প্রতিটি ডিস্ক চেক করে দেখো। তোমাকে দেখতে হবে জুরিখে যা ঘটছে এখানেও সেরকম কিছু ঘটছে কিনা।'

ব্রেকফাস্টের পর দু'জন দু'দিকে চলে গেল। পরিচয়-পত্র নিয়ে ইউ. এম. পি-তে গেল চার্লি ফ্রানসি, আর রানা গেল গগলের সাথে কথা বলতে।

কোম্পানীর গাড়িতে চড়ে ইউ. এম. পি-তে যাচ্ছে চার্লি ফ্রানসি, তার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। কি ভাগ্য, এত থাকতে অ্যাসাইনমেন্টটার জন্যে তাকেই বেছে নিয়েছে মাসুদ রানা। নাকি ভাগ্য নয়, মাসুদ রানার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির প্রমাণ? নিউ ইয়র্কে টিনা সিরিল যখন তাকে বেছে নিয়েছিল, ব্যাপারটাকে সে সৌভাগ্য বলে মনে করেছিল। এখানেও প্রশ্ন আছে—টিনা সিরিলকে বোকার মত খেলিয়েছে সে, নাকি উল্টোটা সত্যি? এমন নয় তো যে সরলতার ভান করে তার সাথে বারমুডায় গিয়েছিল টিনা সিরিল, সেখানে যা যা ঘটেছে সব রিপোর্ট করেছে জুরিখে তার বসের কাছে? মাসুদ রানা কি তার বস্? বোঝাই যাচ্ছে, সিকিউরিটির খুব বড়সড় চাকা এই মাসুদ রানা, কিন্তু কতটুকু কি জানে ও, কতটুকু? টু-ওয়ে ডাটা বেস সম্পর্কে জানে, কিন্তু কথা শুনে মনে হলো না এর পুরোটা তাৎপর্য ধরতে পেরেছে। অনেক কিছুই ও জানে না এখনও, যেমন—নিউ ইয়র্ক কমপিউটরে এমন কৌশল করেছে সে যে প্রতিদিন ওটা যখন জুরিখ হেডকোয়ার্টারে রাত্রিকালীন খোরাক যোগান দিতে শুরু করে তখন টু-ওয়ে ডাটা বেসটা রি-চেক করে নেয়। টু-ওয়ে ডাটা বেসের উদ্দেশ্য কি জুরিখ তা এখনও জানে বলে মনে হয় না।

আসলে কতটুকু জানে মাসুদ রানা? খুনগুলোর একটার সাথে আরেকটার সম্পর্ক আছে, এটা আবিষ্কার করেছে ও, কিন্তু ওগুলোর সাথে চার্লি ফ্রানসিকে জড়াতে পারেনি। নাকি পেরেছে? তুমি, মাসুদ রানা, কি তোমার পরিচয়, কতটুকু বুদ্ধি রাখো তুমি? অ্যাসাইনমেন্টটার জন্যে আমাকে কেন বেছে নিলে? স্মার্টনেস, নাকি কোইন্সিডেন্স?

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চার্লি ফ্রানসির আর বেশিদিন বাঁচা চলবে না। জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করার প্ল্যানটা তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ দিতে হবে, আর তারপর পরলোক থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে লী হার্ডেকে।

অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে মিলিত হলো ওরা। ওদেরকে দেখে খুশি হলো মার্ভেলা, তবে অনুভূতিটা গোপন রাখার জন্যে চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপতে দিল না।

কমপিউটর স্কীম সম্পর্কে যতটুকু জানে সংক্ষেপে গগলকে বলল রানা। টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার ভাল বোঝে না গগল, তবে সাধারণ একটা ধারণা পেয়ে গেল। 'কেউ একজন মিডোর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছে, এই তো?'

'হ্যাঁ। করার মধ্যে এইটুকু করেছে যে টাকাগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়ে গেছে। খুব বড় অঙ্কের কিছু না। তবে আমরা জেনে ফেলেছি, সিকিউরিটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে পদ্ধতিটা কাজ না করে। এখন থেকে প্রতিটি ইনভয়েস দু'বার করে চেক করা হচ্ছে, কমপিউটর যদি কোন গোলমাল করে...'

'তবে তোমার ধারণা বড় ধরনের চুরির এটা আসলে প্রাথমিক পর্যায়?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কেউ একজন চাইছে আমাদের কোম্পানীর যা কিছু আছে সব টেনে নেবে–দেখে মনে হবে তরল সম্পদ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'মাই গড!'

'হ্যাঁ, মাই গড!'

'তোমার কোন ধারণা নেই কে, কেন, কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'আইডিয়া আছে কিভাবে, আর কিছু জানি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের সমস্ত কমপিউটর অপারেশনে এমন কৌশল করা হয়েছে যে মি. এক্স তৈরি হয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেই আমাদের সব কিছু হাতিয়ে নিতে পারবে। কি করেছে যখন জানতে পারব, সে তার ফেলে যাওয়া সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলবে ততক্ষণে–প্রমাণ করতে পারব না সে আমাদের টাকা চুরি করেছে।'

'লিমা প্রসঙ্গ। তোমার ধারণা জুয়েলা মাদ্রে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, গগল। এটা স্রেফ আমার একটা সন্দেহ, কাজেই কোন সিদ্ধান্তে এসো না। তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে, আমরা পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আবিষ্কার করেছি, যেখানে সরানো হয়েছে টাকাগুলো? ওই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের একটা লিমায়...'

'তা আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম...'

'বাকি চারটের সাথে জড়িত চারজন লোক হয় মারা গেছে, নয়তো নিখোঁজ...'

'রয়ে গেল শুধু মিস জুয়েলা মাদ্রে।'

'হ্যাঁ। আরেকজনের কথা ধরতে পারো। মেগ ফিলিপ, মিউনিকের জার্মান লোকটা, তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফাইল পড়েছি আমি, এত বড় পরিকল্পনা তার মাথায় খেলবে না। নিস্তেজ এক লোক, নির্বিরোধী, সাধারণ কমপিউটর অপারেটর, তার বেশি কিছু না।'

'কিন্তু সে নিখোঁজ, আর মিস জুয়েলা বহাল তবিয়তে...'

'জুয়েলা মাদ্রেকে প্রতিভা বলা যেতে পারে, এ-ধরনের স্কীম তৈরি করা তার দ্বারা সম্ভব।'

মাথা নাড়ল গগল। 'মেলে না, রানা,' বলল সে। 'কেন সে এটা করতে যাবে? একজন মাদ্রে হিসেবে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক সে। পারিবারিক সম্মান, সামাজিক প্রভাব, কিসের তার অভাব? কোন্ যুক্তিতে তাকে তুমি চোর বলো? আর খুনী...দূর!'

'লোভ ক্যানসার, গগল। সমস্ত পাপের মধ্যে ভয়ঙ্করতম।'

'লোভ কোন আবেগ নয়, রানা। প্রেম, ঘৃণা, ভয়, ঈর্ষা–হ্যাঁ, এসব কারণে একজন মাদ্রে খুন করতে পারে, কিন্তু লোভের কারণে...উঁহুঁ।'

'মেয়েটা যদি মাদ্রে না হত, গগল?'

'যার কোনদিনই খুব বেশি কিছু ছিল না তার ভেতর লোভ বাড়তে বাড়তে একটা অবসেশন হয়ে উঠতে পারে, ইচ্ছে করলে সেটাকে তুমি প্যাশন্ বলতে পারো। কিন্তু মাদ্রে পরিবার খুবই সম্ভ্রান্ত এবং প্রাচীন...'

'আর তাদের কুয়ার ভেতর কোন কঙ্কাল নেই...?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি, কিন্তু সে-সবের পিছনে আসল কারণ মহৎ আবেগ, নগ্ন লোভ নয়।'

বারো

মার্সেডিজ নিয়ে একজন শোফার এসে কাল দিয়ে গেছে আমন্ত্রণলিপিটি। তাতে লেখা: 'ভিনসেন্ট গগল অত্যন্ত প্রীত হবেন সিনোরিটা জুয়েলা মাদ্রে যদি আগামী বুধবার দুপুরে গ্র্যান্ড ফাইভ স্টার হোটেলে তাঁর সাথে লাঞ্চ খেতে সম্মত হন।'

সাথে সাথে কাজিন, লিমার পুলিস চীফকে টেলিফোন করল জুয়েলা মাদ্রে। 'কে এই ভিনসেন্ট গগল...?'

'...প্রেসিডেন্টের একজন সম্মানিত অতিথি।'

'তিনি কোন কাজ করেন?'

'মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের একজন ডিরেক্টর।'

সামাজিক খবরাখবর সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য একটা উৎস আছে জুয়েলা মাদ্রের, লুসিয়ানা ফেরেল। তার সাথে ফোনে আধ ঘণ্টা আলাপে জানা গেল, ভিনসেন্ট গগল সুপুরুষ এবং সুদর্শন, খুব সম্ভব এখনও সে বিয়ে করেনি, তার সম্পদের সঠিক হিসাব সে নিজেও জানে না, প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যবসায়িক পার্টনার, যদিও তার অতীত সম্পর্কে কেউ তেমন পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারে না।

সব শুনে লুসিয়ানাকে খবরটা দিল জুয়েলা মাদ্রে, গ্র্যান্ড হোটেলে তাকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভিনসেন্ট গগল।

'কে জানে, এতদিনে হয়তো প্রেমের দেবতা মুখ তুলে চাইল,' কৌতুক করে

বলল লুসিয়ানা। 'তুমি এমন একটা ভার্জিন···যতবারই দেখি তোমাকে, ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে এই কথা ভেবে যে ঈশ্বর আমাকে পুরুষ না করে মেয়ে করে কেন পাঠাল দুনিয়ায়!'

খুব সাবধানে সাজল জুয়েলা মাদ্রে। সাধারণ একটা বালমেইন পোশাক পরল সে, এটা আগে কখনও পরার সুযোগ হয়নি। সাথে থাকল ছোট্ট একটা হাতব্যাগ, সরু চেইনের সোনার হাতঘড়িটা ছাড়া কোন অলঙ্কার পরল না। তাকে দেখে প্রিন্সেস বলে মনে হতে পারে, আবার সেক্রেটারি বলেও।

গ্র্যান্ড হোটেলের প্রাইভেট রুমে যখন ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, ভিনসেন্ট গগলকে ঘিরে আটজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল গগল। সোজা তার দিকে হেঁটে এল জুয়েলা মাদ্রে; ওর হাত ধরে, হাতের দিকে মাথা নত করল গগল। 'আপনি জুয়েলা মাদ্রে,' বলল সে, ভাষাটা স্প্যানিশ হলেও বাচনভঙ্গিতে ক্ষীণ ফরাসী টান থাকল।

জুয়েলা মাদ্রে জবাব দিল বিশুদ্ধ ফরাসীতে। 'এবং আপনি, মশিয়ে, ভিনসেন্ট গগল।'

মুখ টিপে হাসল গগল। 'আপনি আসায় আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত বোধ করছি।' আমন্ত্রিত অন্যান্য যুবতীরা ঈর্ষায় ভুগলেও কারও চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। জুয়েলা মাদ্রের হাতটা নিজের মুঠোয় নিল গগল। 'আপনি কি আমার পাশে বসবেন, সিনোরিটা?'

সাথে সাথে সম্মতিদান করল জুয়েলা মাদ্রে, এবং সেই সাথে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল গোটা লিমা শহরে ওদের দু'জনকে নিয়ে মুখরোচক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু হায়, কেউ যদি জানত এখানে তার আসা, ভিনসেন্ট গগলকে হাত ধরতে দেয়া, তার পাশে বসা, ইত্যাদি সবই আসলে ভান। আসলে তার দরকার মাসুদ রানাকে। আরেকবার তার সাথে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি সে। জানে, বন্ধুর পার্টিতে উপস্থিত না থেকে পারবে না সে, লিমাতেই যখন রয়েছে। তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

গগলকে পাশে নিয়ে বসল সে, তার আরেক পাশে রানা। লাঞ্চ পর্ব শুরু হলো। উপাদেয় এবং সুরুচিকর খাদ্যবস্তু চৌকশ নৈপুণ্যের সাথে পরিবেশিত হলেও টেবিলের অন্তত একটা অংশ থেকে আড়ষ্ট ভাব দূর হলো না। গগল ভোজনরসিক, হালকা সুরে কথা বলার ফাঁকে প্রচুর খেলো সে। রানা খেলো বাছবিচার করে, পরিমিত, এবং খাওয়ার সময় কারও সাথেই কোন কথা বলল না। ওর এই নির্লিপ্ত ভাব খেপিয়ে তুলল জুয়েলা মাদ্রেকে। এর আগে আর একবার মাত্র রানার সাথে দেখা হয়েছে, তখনও লোকটার হাবভাব কোন কারণ ব্যতিরেকেই পছন্দ হয়নি তার। আজও তাই। জুয়েলা মাদ্রে উপলব্ধি করল, লোকটা যাই করুক, তার ভাল লাগবে না। এর কারণ কি নিজেও সে বুঝতে পারছে না। ভাল করে লোকটাকে চেনে না পর্যন্ত, তবু কেন এই বিরাগ? মনে পড়ল, প্রথম দিনের আলাপের সময় মিডো কি পরিমাণ টাকা পেরুতে ইনভেস্ট করেছে রানার মুখে শুনে ওকে সে বলেছিল, ক্যাপিটালিস্ট রাক্ষস! লাঞ্চের পর লাউঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল অতিথিরা, প্রায় সবার হাতেই পানীয়। রানা একটা সোফায় বসল, জুয়েলা মাদ্রের হাত ধরে সেখানে হাজির হলো

গগল। রানাকে চুরুট অফার করল সে।

মৃদু মাথা নেড়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'বসবেন না, সিনোরিটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ও, আপনি তাহলে আমাকে দেখতে পেয়েছেন?' হেসে উঠল জুয়েলা মাদ্রে, প্রয়োজনের চেয়ে একটু জোরেই। 'কেমন আছেন আপনি?' রানার পাশের সোফাতেই বসল সে। 'খান তো খুব একটা বেশি না, তাহলে প্রফিটের দিকে এত নজর কেন?'

প্রশ্নের ধরন, হাসির মাত্রা ইত্যাদি লক্ষ করে রানা যদি অবাক হয়েও থাকে, চেহারায় তার কোন প্রকাশ ঘটল না। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল ও, 'আপনাদের লিমার সমাজ একটু বোধহয় রক্ষণশীল, তাই না?'

'আমরা তাই থাকতেও চাই,' ঝটপট উত্তর দিল জুয়েলা মাদ্রে।

গগল চুপচাপ বসে চারদিকে তাকাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে, চুরুট ফুঁকছে।

'অথচ তবু আমাদের আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করলেন…?'

'এ-ধরনের আমন্ত্রণকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে থাকি।' হাসি হাসি মুখ জুয়েলা মাদ্রের, সপ্রতিভ এবং সতেজ। 'আমাকে তো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তাই না?'

'আমি ঠিক আপনার কথা বুঝলাম না…'

'বোঝা উচিত, মি. রানা।' লাউঞ্জের চারদিকে তাকাল জুয়েলা মাদ্রে, বিশাল জায়গা জুড়ে অতিথিরা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, কেউ ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না বা কেউ ওদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্যও রাখছে না। 'আপনাদের লাঞ্চ পার্টি শুরু হবার ঠিক আগে আমার কাজিন ভাড়া করা হল আর লাউঞ্জে তল্লাশি চালিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, এখানে আপনি কোন রকম আড়িপাতা যন্ত্র লুকিয়ে রাখেননি।' গগলের দিকে ফিরল সে। 'মশিয়ে ভিনসেন্ট গগল, লাভের জন্যে আপনারা কতটা নীচে তলিয়ে যেতে পারেন উপলব্ধি করতে পেরে সত্যি আমি বিস্মিত।' আবার সে রানার দিকে তাকাল। 'আপনাকে শুধু আমার এইটুকু বলার আছে, আপনি বা আপনার লোক যন্ত্রটা আমার ব্যাগে লুকিয়ে রাখায় দু'জন লোক খুন হয়েছে। একজন আপনাদের কর্মচারী, অপরজন আমার বন্ধু।'

দু'জন লোক খুন হয়েছে? বন্ধু? রানা ঠিক বুঝল না।

'আমার বন্ধুটি, সন্দেহ নেই, চঞ্চল প্রকৃতির এবং নিষ্ঠুর,' শুরু করল আবার জুয়েলা মাদ্রে। 'তার নিষ্ঠুরতা অক্ষমণীয়। সে খুন হলো, কারণ আপনার লোককে সে খুন করেছে। কিন্তু আপনি, মি. মাসুদ রানা,' নামটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'এই দুই হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।' গগলের দিকে তাকাল সে। 'এবং আপনিও, মশিয়ে ভিনসেন্ট গগল, এই মৃত্যুর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।'

অন্য দিকে মুখ ফেরাল রানা। মেয়েটা কি সত্যি কথা বলছে? ও, রানা, এই হত্যাকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে। আড়িপাতার জন্যে মেক্সিকান সানসেজকে নির্দেশ দিয়েছিল ও, সত্যি কথা। ওর এই নির্দেশের কারণেই খুন হয়ে গেছে

লোকটা। জুয়েলা মাদ্রে যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, মেয়েটার দলের একজনের হাতেই খুন হয়েছে সানসেজ। গুয়াম তাকে বাড়ি ফিরতে বললেও, সানসেজ আবার ব্রথেলে গিয়েছিল, দলটা তাকে ধরে ফেলে। দলের একজন, মাথা গরম কেউ, সানসেজকে মেরে ফেলে। পরে দলটা সানসেজের খুনীকে হত্যা করে। অনেকগুলো ঘটনার একটা চেইন, চেইনের প্রথম লিঙ্ক জুয়েলা মাদ্রের ব্যাগে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে রানার সিদ্ধান্ত।

খুক্ করে কাশল গগল। ওদের তিনজনের দিকে দু'জন অতিথি এগিয়ে আসছে। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সে, আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে তাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তাদের সাথে দরজার দিকে এগোল। গগল না থাকায় কথা বলল না জুয়েলা মাদ্রে। মেয়েটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা, সারা মুখে রাগের লালচে আভা ফুটে রয়েছে। আর চোখের দৃষ্টি…রীতিমত অগ্নিঝরা। এই দৃষ্টি আগে লক্ষ করেনি রানা। কি একটা ব্যাপারে মেয়েটা যেন উন্মাদ। এই দৃষ্টি অনেক ফ্যানাটিকের মধ্যে লক্ষ করেছে রানা। জানা কথা মাইক্রোফোনের ব্যাপারে রেগে আছে, কিন্তু এই উন্মাদনার কারণ সেটা হতে পারে না।

'পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' মৃদুকণ্ঠে কিন্তু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল রানা। দেখল, জুয়েলা মাদ্রের চোখের পাতা কেঁপে উঠল একবার। কিন্তু ওইটুকুই, বাকি সব স্বাভাবিক থাকল। চোখের পাতা দ্বিতীয়বার কাঁপল না।

ঠিক এই সময় ফিরে এসে নিজের সোফায় বসল গগল। 'বাধাটা খুব কাজ দিয়েছে,' বলল গগল। 'চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছি। ঝগড়ার মধ্যে না গিয়ে, মিস মাদ্রে, আমি শুধু নিরেট কিছু উদাহরণ পেশ করব। আমরা যে শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যবসা করছি না তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু সে-সব বলার আগে, আপনারা অর্থাৎ মাদ্রে পরিবার কি করছেন না সে-সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। এই হোটেল থেকে দু'মাইল দূরে একটা বেড়া আছে, আপনি জানেন। বেড়াটা আন্দেজ পর্বতের দিকে চলে গেছে। বেড়ার ওদিকে কারা থাকে? গরীব, ভুখা-নাঙ্গা আদম সন্তানরা। মাদ্রে পরিবার গত একশো বছরে তাদের জন্যে একটা ফুটো কানা-কড়িও খরচ করেনি। তারা আরও অনেক কিছু করেনি, তার মধ্যে এটা মাত্র একটা।'

জুয়েলা মাদ্রের চেহারা বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠলেও, গগল তাকে মুখ খোলার সুযোগ দিল না। 'ওখানে কারা সাহায্য পৌঁছে দেয়? রেড ক্রস। আর কে দেয়? মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের লিমা শাখা। বেড়ার ওপারে পাঁচতলা বিল্ডিং একটা দুটো নয়, পঞ্চাশটা তৈরি করে দিয়েছি আমরা। শুধু তাই নয়, ওখানকার লোকদের আমরা কাজও দিয়েছি। এবং জানেন, এ-সব আমরা করেছি পেরুতে বসানো আমাদের ফ্যাক্টরিতে কোন রকম উৎপাদন শুরু হবার আগেই। আরও আছে, যারা ওই পাঁচতলা বাড়িগুলোয় থাকছে তারাই ওগুলোর মালিক হয়ে যাবে একদিন। কিস্তিতে যে টাকা ওরা দিচ্ছে, তাতে শুধু বিল্ডিং তৈরির খরচা উঠবে, জায়গার দাম দিচ্ছে মিডো। ছয়শো লিমাবাসী কাজ করছে মিডোতে, আর দু'বছরের মধ্যে সবাইকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া হবে। আপনি, বা আপনাদের মত যারা ধনী, তারা স্বদেশীদের জন্যে কি করেছেন, এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু উত্তরটা আমাদের সবারই জানা।' সোফা ছেড়ে উঠে চলে গেল গগল। তার কাছে জুয়েলা মাদ্রে স্রেফ

অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

রানার দিকে ফিরল জুয়েলা মাদ্রে। 'একদিন,' বলল সে, 'ওই কথাগুলোই ওকে আমি গেলাব।'

'কিভাবে তা সম্ভব? কমপিউটরের সাহায্যে? কিন্তু আমার তো ধারণা কমপিউটর নাড়াচাড়া করে দু'চার টাকা নয়ছয় করা সম্ভব হলেও...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ব্যাপারটা, কিন্তু ঠিক জায়গামত লাগল। জুয়েলা মাদ্রে হাসতে শুরু করল। কোল থেকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে দাঁড়াল সে, গগলের খোঁজে চারদিকে একবার তাকাল, আবার ফিরল রানার দিকে। রানা তারই দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে।

'পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' বলল জুয়েলা মাদ্রে। তার সাথে দরজার দিকে এগোল রানা, অতিথিরা বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ করল এরইমধ্যে সঙ্গী বদল করেছে মেয়েটা।

জুয়েলা মাদ্রে বিদায় নেয়ার পর উদয় হলো গগল। 'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে,' বলল রানা। 'খেপেছে। এখন দেখা যাক কি করে সে।'

ইউ.এম.পি. কমপিউটর সহজ একটা ব্যাপার, ওটার ডিজাইন করা হয়েছে বিশেষ করে প্লাস্টিক দ্রব্যাদির অব্যাহত স্রোত 'সামলানো'-র জন্যে। প্লাস্টিক শব্দটা এখানে বিরাট অর্থ বহন করছে। পলিয়েস্টার ফাইবার থেকে কাপড় তৈরি হচ্ছে, পলিপ্রোপ্লিন অ্যাসিটেট থেকে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম, অ্যাক্রিলিক রেজিন থেকে মটরগাড়ির পার্টস, এ-ধরনের আরও অনেক কিছু—সবই প্লাস্টিক। বেশিরভাগ এক্সট্রুডিং, প্রেসিং, হট-স্ট্যাম্পিং, শেপিং এবং ফর্মিং প্রসেস নিয়ন্ত্রণ করে কমপিউটর। তাছাড়া, চাহিদা নিরূপণ, অর্ডার গ্রহণ, স্টক কন্ট্রোল ও কোয়ালিটি চেক করাও কমপিউটরের দায়িত্ব। ইউ. এম. পি. কমপিউটর একাই এক হাজার লোকের কাজ করে। প্রতিটি কাজ এক মুহূর্তে সারে, এবং কাজ করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি থাকে। ওটা কখনও অসুস্থ হয় না, ব্যক্তিগত সমস্যায় ভোগে না, বেতন বাড়াবার বায়না ধরে না। ওটার ক্যানটিন বা মেডিকেল সুবিধে লাগে না, পোষ্যদের জন্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার হয় না। ইউ. এম. পি. কমপিউটর ব্যবসার আয়-ব্যয়ের দিকটাও দেখে। বেতন দেয়, মূল্য নির্ধারণ করে, খরচ হিসেব করে, বিল ছাপে এবং পেমেন্ট করে।

মিডো লিমার রয়েছে আরও বড় কমপিউটর, লিমার ফ্যাক্টরিতেই বসানো হয়েছে সেটা, ফ্যাক্টরির কাজই করে, তবে মিডোর ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া আর ইকুয়েডর শাখাগুলোর ওপরও একটা চোখ রাখে। ইউ. এম. পি. কমপিউটর মিডো থেকেই কেনা হয়েছে, এবং যখনই স্টোরেজ বা প্রিন্টআউট সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়ে ওটা, মিডোর ডাটা বেস আর প্রিন্টআউট মেশিনের সাহায্য নিতে পারে এবং নেয়। তাই মিডো আর ইউ. এম. পি. কমপিউটরের মাঝখানে একটা লাইন সব সময় খোলা রাখা হয়।

ইউ. এম. পি-র ডাটা বেস 'সার্ভে' করার কাজ শেষ করেছে চার্লি ফ্রানসি।

লিমা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মাদ্রে তার সাথে থেকে ডাটা বেসগুলো পরীক্ষা করেছেন। তরুণ মেধার কাছ থেকে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ নিয়ে খুব খেটেছেন ভদ্রলোক। প্রথম দিনের আলাপেই তিনি বুঝেছেন, চার্লি ফ্রানসি কমার্শিয়াল অপারেশন সম্পর্কে বিস্তর জানে। তিনি নিজে থিওরি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করেন। বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিটির সাথে কথা বলে আরাম পেয়েছে চার্লি ফ্রানসি, তাঁকে দেখিয়েছে ইউ.এম.পি./মিডো অপারেশনের বেলায় কোন্ থিওরিটাকে গ্রহণ করে বাস্তবে রূপ দেয়া হয়েছে। সে এমনকি ইউ. এম. পি-র গ্রহণ করা ওভারপেমেন্টটাও দেখিয়েছে প্রফেসরকে, এবং চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে বলুন তো দেখি কিভাবে এটা করা হয়েছে? ব্যাপারটা জানতে এক ঘণ্টার মত সময় লাগল প্রফেসরের, তারপর তিনি প্রোগ্রামিং টেপ থেকে সারপ্লাস বাইটস্ ডিকোড করলেন। এরপর চার্লি ফ্রানসি জুরিখের তৈরি করা সিকিউরিটি ইনস্ট্রাকশন টেপ করে ঢুকিয়ে দিল ডাটা বেসে। টাকা সরানোর ওই পদ্ধতিটা অকেজো করে দেয়া হলো।

কাজটা দারুণ উপভোগ করছে চার্লি ফ্রানসি। 'এবার,' বলল সে। 'কিছুক্ষণের জন্যে বাস্তব থেকে সরে আসুন। ধরুন, সিকিউরিটি সিস্টেমকে আমরা কাঁচকলা দেখাতে চাই। ধরুন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাই যাতে মিডো কমপিউটর থেকে এক মিলিয়ন সেন্টাভোস বের করে আপনাকে দেব। কিভাবে তা সম্ভব?' মজাদার অ্যাকাডেমিক সমস্যা, সমাধানের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন প্রফেসর। বিকেল পাঁচটার দিকে পাঁচটা পদ্ধতির কথা জানালেন তিনি, চার্লি ফ্রানসি তাঁকে দেখাল জুরিখ সিকিউরিটি সিস্টেমের দ্বারা কিভাবে সবগুলো পদ্ধতি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা নিজেকে পরাজিত বলে ঘোষণা করলেন প্রফেসর, জোর দিয়ে বললেন, এ কারও দ্বারা সম্ভব নয়।

মুচকি হাসল চার্লি ফ্রানসি। সে উল্টোটা জানে। বিজয়ের আনন্দে তার ভেতর পুলকের ঢেউ উঠল। প্রফেসর মাদ্রে চমৎকার ব্যক্তিত্ব, তাঁর রয়েছে অসাধারণ ব্রেন। কিন্তু সে, চার্লি ফ্রানসি, তাঁর চেয়েও অনেক বড় প্রতিভা।

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে অ্যাসটন মার্টিন ছোটাল জুয়েলা মাদ্রে, রাগে আর ঘৃণায় রি রি করছে সারা শরীর। শহর থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ী পথে পড়ল গাড়ি, সেই সাথে লিমার মাথা থেকে ভাসমান কালো মেঘ সরে যাওয়ায় উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করে উঠল চারদিক। সামনে মন ভোলানো দৃশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন আলটিপ্লানো, পাহাড়শ্রেণীর নিচের স্তরে সান ক্রিস্টোবাল, যেন শান্তির নীড়। নিচের সমতল ভূমির তুলনায় ওখানকার বাতাস পরিষ্কার আর তাজা। সান ক্রিস্টোবাল এবং গোটা আশপাশের এলাকা মাদ্রে পরিবার অনেক আগেই কিনে নিয়েছে। উঁচু-দরের নির্মাণ কাজ চলছে ওদিকে, জমির মালিকদের একক নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি বাড়ির সামনে ইংলিশ-টাইপ বাগান থাকবে। এখানে সেখানে দু'এক জায়গায় ছোট কিছু বাড়ি তৈরির অনুমতি দেয়া হয়েছে শ্রমিক এবং কেরানীদের থাকার জন্যে, অভিজাতদের স্বর্গ তৈরি শেষ হলে সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে।

নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, এঞ্জিন বন্ধ করেনি। ওটাকে পিছনের গ্যারেজে রেখে আসবে কোরি, তার আগে পানি দিয়ে ধুয়ে

পালিশ করে রাখবে সে। গাড়ি-পথে আগেই অ্যাসটন মার্টিনকে দেখে নিয়েছে এডনা, হন হন করে হেঁটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে সে, নব ঘুরিয়ে শাওয়ার ছেড়েছে। শহর থেকে ফেরামাত্র শাওয়ারের নিচে দাঁড়ানো সিনোরিটার একটা অভ্যেস। তোয়ালে ইত্যাদি সব তৈরি করে সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, বলল, 'একদম পচে গেছি, বুঝলে। প্রথম কাজ, পরিষ্কার হব।'

'সব তৈরি, সিনোরিটা।'

প্যাসেজ ধরে পিছন দিকে তার বেডরুমে চলে এল জুয়েলা মাদ্রে। 'ঘিয়ে ট্রাউজার স্যুট,' বলল সে। 'যেটায় অনেকগুলো পকেট। আর লাইট ব্লু শার্ট, যে-কোন একটা।' বালমেইন ড্রেস খুলে ফেলল সে, আন্ডারওয়্যারের সাথে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। তারপর, গায়ে কিছু চড়াবার ঝামেলায় না গিয়ে, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। শাওয়ারের পানি থার্মোস্ট্যাট নিয়ন্ত্রিত, গরম বা ঠাণ্ডা ইচ্ছেমত পাওয়া যায়। শরীর ভিজিয়ে নিয়ে শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এল জুয়েলা মাদ্রে। বাথরুমে ঢুকেছে এডনা। কেবিনেট থেকে একবোতল বডি অয়েল নিয়ে সিনোরিটার শরীরে ঢালল সে, ঘষতে শুরু করল, বাথরুমের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল গার্ডেনিয়ার মিষ্টি গন্ধ। বডি অয়েলের সাথে একটা বডি শ্যাম্পু-ও রয়েছে। এডনা ভারী হাতে শরীরে চাপ দিতে শুরু করায় ধীরে ধীরে শিথিল হলো জুয়েলা মাদ্রের পেশী। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা গদি মোড়া টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল সে, এডনা তার পিঠ আর কাঁধের পেশী ডলতে লাগল। 'কি সুন্দর শরীর,' মনে মনে বলল এডনা। 'কিন্তু একজন পুরুষের অভাবে সবটাই বরবাদ হচ্ছে।'

আবার শাওয়ারের নিচে ফিরে এল জুয়েলা মাদ্রে, সাবানের ফেনা দিয়ে বডি অয়েল ধুয়ে ফেলল। হিম শীতল পানিতে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর পুলকানুভূতি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে, সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেছে। 'ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব,' শান্ত সুরে ইংরেজিতে বলল সে।

প্রথমে টেলিফোন করল সে অ্যাটর্নি অরবিটাসকে। তারপর ব্যাংকার মাদ্রেকে। সবশেষে পলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট পাকোকে। প্রত্যেকের সাথে মামুলি কথাবার্তা হলো, সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই এদের সাথে তার দেখা হয়। আজ তিনজনকেই ক্লাব নাসিওন্যাল-এ আসতে বলল জুয়েলা মাদ্রে। লিমার ইউনিয়ন স্ট্রীটে। এই সাধারণ কথাবার্তার ভেতর দিয়ে একটা গোপন বার্তা পেয়ে গেছে তিনজনই। আজ সন্ধ্যায় জরুরী মীটিং আছে।

পর্দা ঢাকা ছায়াময় বেডরুমে এক ঘণ্টার জন্যে শুয়ে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, যেখানে কোন পুরুষ কখনও প্রবেশাধিকার পায়নি।

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল ওরা। টাকা সরানো এবং পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট সম্পর্কে যা জানে সব গগলকে বলল রানা। ডকুমেন্টটার শুধু নাম জানে ও। মারা যাবার আগে মেক্সিকান সানসেজ বলে গিয়েছিল। রানার মুখে শোনার সময় জুয়েলা মাদ্রের একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, পরে আবার সে নিজেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছে। 'কিন্তু পেরুভিয়ান

প্রিন্টআউট আসলে কি বা টাকা সরানোর সাথে তার কি সম্পর্ক আমি জানি না।' জিনিসটা কি হতে পারে তা নিয়ে দু'জনেই খানিক মাথা ঘামাল, কিন্তু অর্থবহ কিছু বেরুল না।

'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল গগল। 'মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে বলছি–জুয়েলা মাদ্রে বিপজ্জনক। ভাবাবেগ এত বেশি, নিউরোটিক-ই বলা চলে। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষমতা ব্যবহারে অভ্যস্ত। সব মিলিয়ে তার চরিত্রে বিপজ্জনক একটা উপাদান তৈরি হয়েছে।'

'পুরুষ শাসিত সমাজে বিদুষী নারী হবার বিড়ম্বনাও তাকে সহ্য করতে হয়,' বলল রানা। 'লিমা এখনও নারী-স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি।'

'আজ যা দেখলাম আর শুনলাম, না পাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, ঠিক পাঁচটার সময় হাজির হলো চার্লি ফ্রানসি। সে রিপোর্ট করল, সুইটজারল্যান্ড থেকে রানার নিয়ে আসা সিকিউরিটি প্রসিডিওর সন্তোষজনকভাবে লিমায় সেট করা হয়েছে। সিস্টেমটা ভাঙার জন্যে প্রফেসরকে তার চ্যালেঞ্জ করার কথাটাও বলল সে। 'ভদ্রলোককে আমি আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে এসেছি,' বলল সে। 'তখনও তিনি ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন। প্রফেসর মাদ্রের বক্তব্য, সিস্টেমটা নিশ্ছিদ্র।'

'গুড। এবার শোনো তোমাকে দিয়ে আমি কি করাতে চাই,' বলল রানা, হেলেন জার্মানের কাছ থেকে শেখা কমপিউটর সম্পর্কে জ্ঞানটুকু কাজে লাগাচ্ছে। কমপিউটর অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে একটা প্রোগ্রামের আউটলাইন ব্যাখ্যা করল ও। জাল ফেলছে রানা গভীর জলের মাছ ধরার আশায়। 'টাকা সরানোর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, ওগুলো এক অর্থে কিছু না, ফ্রানসি। ওগুলো আসলে চোরের কৌতুক আর এক্সপেরিমেন্ট। সে চেয়েছে আমরা ব্যাপারটা ধরে ফেলি, তারপর ঠেকাবার জন্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাড়া করি। আমার ধারণা, লোকটা...'

বাধা দিল গগল, 'কিংবা মেয়েটা...'

'কিংবা মেয়েটা আড়াল থেকে হাসছে। ভাবছে সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে যতই না আমরা মাথা ঘামাই, কমপিউটর সম্পর্কে তার যে জ্ঞান, সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে সে তার উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ করতে পারবে।'

'সে তো প্রায় অসাধ্য সাধনের মত...' বলল চার্লি ফ্রানসি।

'সে চাইছে আমরা তাই ভাবি। চাইছে সিকিউরিটি সিস্টেম চালু করার পর আমরা যেন ধরে নিই আর কোন ভয় নেই...'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলেও, নিজেকে সামলে রাখল চার্লি ফ্রানসি। খালি চোখে দেখে মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছুই তুমি বুঝবে না, ভাবল সে। কমপিউটর সম্পর্কে শুধুমাত্র আবছা একটা ধারণা নিয়ে লোকটা তার প্লট হুবহু আঁচ করতে পেরেছে, অবাক কাণ্ড! তবে চার্লি ফ্রানসি ভয় পাচ্ছে না, বরং খুশি, কারণ মাসুদ রানার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে সে।

'আমার তাহলে কাজ কি, মি. রানা?'

'তুমি শুধু খুঁজবে কোথায় কি অস্বাভাবিক রয়েছে বা ঘটছে। একজন পুলিস, টহলে বেরিয়েছ, এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় হাঁটছ, চারদিকে সব কিছু স্বাভাবিক দেখতে

পাচ্ছ, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ছ থমকে। কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে জানো তুমি। মিডো আর ইউ.এম.পি. লিঙ্কের মাঝখানে চোখ রাখো, যা যা ঘটছে সবগুলোর ওপর চোখ বুলাও। অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখতে পাও, সাথে সাথে বন্ধ করে দেবে কমপিউটর, তারপর তদন্ত চালাবে। প্রফেসর মাদ্রেকে বলা আছে, চাইলেই তার সাহায্য পাবে তুমি। কোন রকম ইতস্তত কোরো না—যদি দরকার মনে করো, গোটা জুরিখ তোমার অধীনে ছেড়ে দেয়া আছে। ইউ. এম. পি. জুরিখ লাইন, জুরিখের সাথে ইংল্যান্ড, লিয়নস, মিউনিক, আর নিউ জার্সির লাইন সব সময় খোলা থাকবে, নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারবে।'

চার্লি ফ্রানসি চলে যাবার পর গগলকে দেখে উদ্বিগ্ন মনে হলো রানার। 'কি ব্যাপার?'

'মনে হলো লোকটাকে তুমি খুব বেশি দায়িত্ব দিয়ে ফেললে,' বিড়বিড় করে বলল গগল। 'উচিত হলো কি?'

'সব কথা বলেছি তা ভেবো না,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা। 'জুরিখ ডাটা বেস থেকে কোড পিক করেছে হেলেন জার্মান সেটার কথা বলিনি ওকে। বলিনি ভৌতিক ক্যারেক্টরগুলো প্রিন্টআউট মেশিনটাকে হেঁচকি তোলাচ্ছে।'

'তবু, কেমন যেন পছন্দ হচ্ছে না,' বলল গগল। 'তুমি, রানা, ফ্যাক্টের ওপর বেস করে অপারেট করো। আমি অপারেট করি অনুভূতির সাহায্যে। জুয়েলা মাদ্রের ব্যাপারে আমার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে, একই অনুভূতি হয়েছে তোমার চার্লি ফ্রানসির ব্যাপারে...'

ট্রাউজার স্যুটের সাথে নীল শার্ট পরেছে জুয়েলা মাদ্রে, পায়ে গোড়ালি ঢাকা লেদার বুট, মাথায় একটা কালো বেরেট, সব মিলিয়ে তার চেহারায় পুরুষালি এবং প্রায় সামরিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। অ্যাসটন মার্টিন নিয়ে বেরিয়ে এল সে, যে রাস্তাটা ধরল সেটা শুধু লিমার দিকেই গেছে। তৎপর হবার সময় হয়েছে, কাজেই এখন সে শান্ত এবং ঠাণ্ডা। গোমেজ বিউমাচারের কথা মনে পড়ল তার। ছেলেটার জন্যে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে তার অকাল মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী।

না, গোমেজ বিউমাচারকে তারা খুন করতে চায়নি। এ-কথা ঠিক যে মাসুদ রানার স্পাই লোকটা পেরুভিয়ান প্ল্যান সম্পর্কে আড়াল থেকে বেশ অনেক কথাই শুনেছিল, কিন্তু কারও সাথে পরামর্শ না করে হঠাৎ করে তাকে মেরে ফেলা গোমেজ বিউমাচারের উচিত হয়নি। তাও শুধু খুন করলে কথা ছিল, মেরে ফেলার আগে লোকটার টেস্টিকল্ কেটে নেয় গোমেজ। তার এই বর্বর আচরণ জুয়েলা মাদ্রের ভেতর বিরাট যৌনাবেদন সৃষ্টি করলেও, অনুভূতিটাকে দমন করতে পেরেছে সে। গোমেজের মধ্যে বিদ্রোহ ভাবটা বরাবরই ছিল, ইদানীং সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সেদিন রাতে জুয়েলা মাদ্রের নির্দেশ অমান্য করে সে। সানসেজকে খুন করার পর আবার সে সরাসরি আঘাত হানার পক্ষে যুক্তি দেখাতে থাকে। জুয়েলা মাদ্রে এবং তার অন্যান্য সঙ্গীরা তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে স্যাবোটাজের সাহায্যে কল-কারখানা, অফিস, ইত্যাদি ধ্বংস করলে পেরুর কোন লাভ হবে না। আরও সূক্ষ্ম

পথ বের করতে হবে তাদের, আধুনিক টেকনিক ব্যবহার করতে হবে। মতের অমিল এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল, যখন গোমেজ বিউমাচারকে বাঁচিয়ে রাখলে গোটা স্কীম বানচাল হয়ে যায়। সে ওদের সবাইকে চিনত, প্ল্যান সম্পর্কে জানত। কারও সাহায্য না পেলে সে একাই স্যাবোটাজের পথ ধরবে, এটা তার শুধু কথার কথা ছিল না। স্যাবোটাজ করতে গেলে কি হত? নির্ঘাত ধরা পড়ত পুলিসের হাতে। আর ধরা পড়লে, লিমার পুলিস চীফ, জুয়েলা মাদ্রের কাজিন, টিপে টিপে সমস্ত তথ্য বের করে নিত তার কাছ থেকে। কাজেই নিজেদের একজন সঙ্গীকে হারানোর ব্যাপারে সবাই ওরা একমত হয়েছিল। আজও ওদেরকে জুয়েলা মাদ্রের সাথে একমত হতে হবে। তার একটা প্ল্যান আছে…

রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দেখতে পেল জুয়েলা মাদ্রে। সন্ধে এখনও গাঢ় হয়নি, তবু হেডলাইট জ্বালল এবং পরমুহূর্তে নেভাল সে, হর্ন-ও বাজাল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার জানালা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিল অ্যাসটন মার্টিনকে। হুইলের পিছনে বসা ড্রাইভারের দিকে ভাল করে তাকালও না জুয়েলা মাদ্রে, তবে তার চোখে যে চশমা রয়েছে সেটা লক্ষ করল। সম্ভবত কোন আমেরিকান ট্যুরিস্ট, পথ হারিয়ে ফেলেছে।

লোকটার কথা দ্বিতীয়বার হয়তো মনেই পড়ত না তার, যদি না লোকটা হঠাৎ করে হেডলাইট জ্বেলে স্টার্ট দিত এঞ্জিনে। চোখের পলকে অ্যাসটন মার্টিনের পিছনে চলে এল গাড়িটা। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে অ্যাসটন মার্টিন, এই রাস্তার জন্যে যথেষ্ট গতিবেগ, অথচ ক্যাডিলাকটা ছায়ার মত লেগে থাকল পিছনে। রাস্তার একেবারে কিনারায় সরে এল জুয়েলা মাদ্রে, জানালা দিয়ে হাত বের করে পাশ কাটাবার ইঙ্গিত দিল। কিন্তু ক্যাডিলাক পিছনেই থাকল। রিয়ার ভিউ মিররে জুয়েলা মাদ্রে দেখল মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস পরে রয়েছে লোকটা। গাড়িটা ভাড়া করা, এই টাইপের গাড়ি সাধারণত ট্যুরিস্টরাই ব্যবহার করে লিমায়।

সামনে ফাঁকা রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা। জুয়েলা মাদ্রে গতি বাড়িয়ে সত্তরে তুলল। একই অবস্থা, পিছু ছাড়ছে না ক্যাডিলাক। বরং আগের চেয়ে মাঝখানের দূরত্ব আরও যেন কমেছে। বাঁক নেয়ার সময় ব্রেক স্পর্শ করতে ভয় পেল সে। ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই নারীমাংসলোভী ট্যুরিস্ট হবে লোকটা, একা একটা মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখে ভেবে নিয়েছে পটাতে পারবে। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি! পায়ের চাপ যতটা সম্ভব বাড়াল সে, সামনের দিকে লাফ দিল অ্যাসটন মার্টিন। এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে পিছিয়ে পড়ল ক্যাডিলাক, কিন্তু তারপরই আবার মাঝখানের দূরত্ব কমে গেল, আগের জায়গায় ফিরে এল দুঃস্বপ্নটা। সামনের রাস্তা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে বহুদূর পর্যন্ত, নামতে শুরু করে ধীরে ধীরে গতি কমাল জুয়েলা মাদ্রে। হঠাৎ করে ব্রেক করতে ভয় পাচ্ছে সে, পিছনের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে ক্যাডিলাক যদি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে! ওর পিছনে ক্যাডিলাকও গতি কমাল। রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল জুয়েলা মাদ্রে, রাগে হাত কাঁপছে তার। ক্যাডিলাকটাও পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে নিচে নামল সে। 'শুয়োরটাকে আমি এমন শিক্ষা দেব…' ভাবল বটে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল রিভার্স গিয়ার দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভার। ছুটল জুয়েলা মাদ্রে, কিন্তু ক্যাডিলাকের

পিছু হটার গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল, ধরা সম্ভব নয়। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মুঠো তুলে ঘুসি মারার ভঙ্গি করল, তারপর নিজের গাড়িতে ফিরে এল।

গাড়ি ছাড়ল সে, আধ মাইল পেরোবার আগেই আবার তার পিছনে চলে এল ক্যাডিলাক। কয়েকটা প্রশ্ন জাগল জুয়েলা মাদ্রের মনে। কি ভাবছে লোকটা? সে কি ওর সঙ্গ চায়, হোটেলে নিয়ে তুলতে চায়? সেক্ষেত্রে মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে কেন? ওভাবে পিছিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে? লোকটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে, মন দিল গাড়ি চালানোয়, স্বস্তিকর পঞ্চাশ মাইলের ভেতর রাখল গতিবেগ।

জুয়েলা মাদ্রে খুব ভাল ড্রাইভার নয়, প্রায়ই সে শোফারের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ি চালাতে ভয় পায় না বটে, কিন্তু এত কাছ থেকে কেউ অনুসরণ করতে থাকলে তার নার্ভের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে। আবার একবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল সে, লোকটার মাথা দেখতে পেল, সানগ্লাস জোড়াকে মনে হলো অশ্লীল এবং রহস্যময়। হাত তুলে আয়নাটা ঘুরিয়ে দিল সে, লোকটাকে যেন দেখতে না হয়।

প্রথমে, অনুভূতিটা যখন হলো, বিশ্বাসই করতে পারল না। মৃদু একটা ঝাঁকি, তারপর দুই কি তিন সেকেন্ড স্থায়ী একটা চাপ। কি ঘটছে বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করতে পারল সে, শুয়োরটা তার পিছনের বাম্পারে ধাক্কা মারছে। ভাগ্যিস ওভাররাইডার ফিট করা আছে, তা না হলে গাড়ির বডি তুবড়ে যেত। লোকটা পাগল নাকি! কি চায় সে!

লিমায় পৌঁছুনোর মেইন রোড আর তিনমাইল সামনে। মেইন রোডে উঠে একনাগাড়ে হর্ন বাজাবে সে, দেখা যাবে ভয় পেয়ে লোকটা পালায় কিনা। লোকটা যদি ট্যুরিস্ট হয়, তার জানার কথা নয় যে ওই রাস্তায় কেউ কখনও পুলিস দেখেনি। হর্ন বাজানোতেও যদি কাজ না হয়? সেক্ষেত্রে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে ব্রাইট সান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকতে হবে তাকে, টেলিফোন করার জন্যে। ক্যাডিলাকের নম্বরটা মনে গেঁথে রেখেছে সে, তার কাজিনের পক্ষে ম্যানিয়াকটাকে পাকড়াও করা কোন ব্যাপারই না।

আকস্মিক বিস্ময়ের সাথে জুয়েলা মাদ্রে দেখল, পিছন থেকে সরে গিয়ে ওকে পাশ কাটাচ্ছে ক্যাডিলাক। ওভারটেক করার সময় রাস্তার পাশে নেমে গেল গাড়িটা, এক রাশ ধুলো উড়িয়ে সামনের রাস্তা ধরে ছুটল, প্রায় অন্ধ করে দিল ওকে। ধেত্তেরি, গাফিলতি না করে রেডিও টেলিফোনটা লাগিয়ে নেয়া উচিত ছিল, ভাবল সে। আর, ফিদেলকে বলতে হবে রাস্তার কিনারাগুলো যেন পাকা করে। ক্যাডিলাক সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিল সে। সামনে আর মাত্র দুটো বাঁক, সরল একটা বিস্তৃতি, তারপর আরেকটা বাঁক নিলেই ঝর্ণার ওপর ব্রিজ, ব্রিজ পেরোলেই মেইন রোড। লোকটা পিছনে থাকলে তিনটে বাঁক আর ব্রিজ পেরোতে কেমন লাগত তার!

প্রথম বাঁকটা পেরোল সে। পাগলটার কোন চিহ্ন নেই সামনে। দু'পাশে শুকনো পাথুরে দৃশ্য, দু'একটা গাছপালা, বালি। সামনে দ্বিতীয় বাঁক। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে সানগ্লাস বের করে পরল সে, এই বাঁকটা ঘোরার সময় সামনে আলো থাকলে

চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্রেক করে গতি কমাল সে, বাঁক ঘোরার জন্যে তৈরি। সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরল সে, এবার সরল বিস্তৃতিটুকু পেরোতে হবে। ওমা, ওই দেখো, আবার! সরল বিস্তৃতির মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক, এদিকে মুখ করে। বুকটা ধুকপুক করছে জুয়েলা মাদ্রের, ভয় পেয়েছে সে। পাগলকে বিশ্বাস কি, সোজা যদি তার দিকে গাড়ি চালিয়ে দেয়! তারপর, হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই বিদ্যুৎ চমকের মত, মাসুদ রানার চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার মুখে একখানা সানগ্লাস এঁটে দাও···হ্যাঁ, হতে পারে, লোকটা মাসুদ রানা হতে পারে!

প্রতিমুহূর্তে ক্যাডিলাকের কাছে চলে আসছে জুয়েলা মাদ্রে। না, লোকটা ধাক্কা মারতে চাইছে না। সেরকম যদি ইচ্ছে থাকে, এখানে নয়। রাস্তাটা সরু হলেও, দু'ধারে পাথর নেই, বিপদ দেখলে রাস্তা থেকে অনেকটা নেমে যেতে পারবে সে। কি করবে সে, কি করা উচিত? গাড়ি থামাবে? লোকটা কি মাসুদ রানা? তার দ্বারা একাজ সম্ভব? একা একটা মেয়েকে নির্জন রাস্তায় পেয়ে এভাবে ভয় দেখাবে, সে কি এতটা ছোট হতে পারবে? একটা ক্যাডিলাকের ওজন কত? সরাসরি একটা ক্যাডিলাকের সাথে ধাক্কা খাওয়া মানে সরাসরি একটা পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খাওয়া। লোকটার এঞ্জিন কি চালু? সম্মোহিতের মত রাস্তার মাঝ বরাবর একটা সরল রেখা ধরে গাড়ি চালাল সে। যদি কিছু করতে চায়, এবার লোকটা নড়বে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে, লোকটা যদি ক্যাডিলাক নিয়ে এগিয়ে আসে, ঝট করে ডান দিকে বা বাম দিকে সরে যাবে। দুটো গাড়ির মাঝখানে আর মাত্র বিশ গজ দূরত্ব, সামনের দিকে ঝুঁকে হুইলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, গাড়ি থামানো উচিত হবে কিনা ভাবছে। কিন্তু না, দোটানায় পড়ে থামা হলো না, ক্যাডিলাককে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাসটন মার্টিন।

রিয়ার ভিউ মিরর অ্যাডজাস্ট করল সে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক। সামনে বাঁক, তারপর ব্রিজ, রাস্তার দু'ধারে পাথরের স্তূপ। আবার আয়নায় তাকাল সে, ক্যাডিলাক পিছু নেয়নি।

বাঁক ঘুরছে জুয়েলা মাদ্রে, হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। আরেকটা ক্যাডিলাক, হুবহু একই রকম দেখতে, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাসটন মার্টিনের পিছু নিল। সেই লোকটাই ড্রাইভ করছে, চোখে সানগ্লাস।

বাঁক ঘোরার সময় প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল জুয়েলা মাদ্রে, কাজেই ঠিক ব্রিজের সামনে স্তূপ করে রাখা পাথরগুলো দেখতে পায়নি সে। স্তূপটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, অ্যাসটন মার্টিনের শুধু ডান চাকা উঁচু হবে, প্রায় আট কি দশ ইঞ্চির মত, ফলে সরল পথ ত্যাগ করবে গাড়ি, দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ধাক্কা খাবে ব্রিজের পিলারে, গাড়ির নাক ঘুরে যাবে তাতে, কিন্তু থামবে না, কয়েক ফুট এগিয়ে কিনারা থেকে খসে পড়বে নিচের নালায়। নালায় পানি খুব কম, তবে স্রোত জোরাল, বড় বড় বোল্ডারগুলোকে কাতুকুতু দিয়ে ছুটে চলেছে। কিনারা থেকে লাফ দিল অ্যাসটন মার্টিন, শূন্যে। শূন্যে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ওটা। নালা থেকে বিশ গজ ওপরে একটা ঝুল-পাথর রয়েছে, ট্যাংকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা, কনডেনসর থেকে আগুনের ফুলকি ছুটল। নালায় পড়ার আগেই আগুন ধরে গেল গাড়িটায়। অল্প পানি, আগুন নিভল না।

ভাড়া করা ক্যাডিলাক নিয়ে গ্যারেজে ফিরে এল চার্লি ফ্রানসি, দ্রুত ধাবমান একটা পুলিস কারকে পাশ কাটিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত অ্যাসটন মার্টিনের ধোঁয়া উপত্যকার মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল, লিমা-সান ক্রিস্টোবাল রোডের মোড় থেকে তা দেখতে পাওয়া গেছে।

'এক উন্মাদ আরব আমার সর্বনাশ করেছে,' গ্যারেজ মেকানিক অস্থির এবং উদ্বিগ্ন। 'কাল সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার কথা বলে ভাড়া করল গাড়িটা অথচ দেখুন এখনও ফিরে আসার নাম নেই। লোকটা আপনার মতই দেখতে অনেকটা–মানে একই রকম লম্বা, তবে মাথায় কেজ ছিল, সানগ্লাসটাও আপনার মত। সে-ও একটা ক্যাডিলাক...'

'তাকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করাওনি?' নিরীহ ভঙ্গিতে, যেন কিছুই জানে না, জিজ্ঞেস করল চার্লি ফ্রানসি। 'তার ড্রাইভিং লাইসেন্স, লিমার কোন্ হোটেলে উঠেছে...'

'লোভ করলে যে পাপ হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, সিনর,' মাথার চুলে আঙুল চালাল মেকানিক। 'বলল: তোমার বস্ আসার আগেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব গাড়ি। তারপর নাকের সামনে ডলার ধরল...'

'তবু, উচিত ছিল ফর্মটা পূরণ করিয়ে নেয়া...'

'কি লাভ হত? কাল সকালে আপনি যখন গাড়ি বুক করতে এলেন, টের পাননি আমি লেখাপড়া জানি না?'

'শুধু ডলার চেনো, তাই না?' মেকানিকের বুক পকেটে একটা ডলার গুঁজে দিল চার্লি ফ্রানসি, হাসি চেপে বিদায় নিল।

তেরো

প্রথম পুলিস কারের ড্রাইভার অকুস্থলে পৌঁছে দেখল একটা পাথরের গায়ে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, শরীরের অর্ধেকটা নালার পানিতে ডোবা। জ্ঞান হারায়নি, তবে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ঢাল বেয়ে লোকটাকে নামতে দেখে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তারপর ইউনিফর্মটা চিনতে পারল সে, ড্রাইভারকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল।

আড়ষ্ট ড্রাইভার শান্ত করার চেষ্টা করল তাকে, তারপর ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দু'জন। আরেকটা পুলিস কার পৌঁছুল, কিনারায় দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে পুড়তে দেখল লোকগুলো। কারও কিছু করার নেই। প্রথম কার রেডিও যোগে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছে, জুয়েলা মাদ্রের নাম শুনে রেডিওর অপরপ্রান্তে হাজির হলেন লিমার পুলিস চীফ, লোকজনদের নির্দেশ দিলেন তাঁর কাজিনকে সরাসরি বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

পুলিস চীফ ওদের আগে পৌঁছুলেন জুয়েলা মাদ্রের বাড়িতে, হেলিকপ্টার নিয়ে

এসেছেন তিনি। সদর দরজার সামনে অপেক্ষা করছিলেন, পুলিস কার থেকে নামল জুয়েলা মাদ্রে, এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, প্রায় বুকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর। এডনা দোরগোড়ায় ছটফট করছিল, তাকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিয়ে জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে সিটিংরুমে ঢুকলেন পুলিস চীফ।

'আমার লোকেরা ঘটনার যে বর্ণনা দিল,' তিনি বললেন, 'স্রেফ ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছ তুমি!'

বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, তবু ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকাল সে, কথা বলল না। পুলিস চীফ সাথে করে একজন ডাক্তারকে এনেছেন। ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন, ওখানে তিনি বুদ্ধি করে ঢুকে পড়ে হাত ধুয়ে নিয়েছেন। 'দেখা যাক কতটা কি ক্ষতি হয়েছে,' বললেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে জুয়েলা মাদ্রেকে পরীক্ষা করলেন, বললেন, 'না, কোন হাড় ভাঙেনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, সিনোরিটা।' ব্যাগ খুলে কয়েকটা স্লীপিং পিল দিলেন তিনি। 'দুটো খেয়ে নেবেন, ঘুম হলে অস্থির ভাবটা কেটে যাবে।'

ডাক্তার বিদায় হওয়ার পর জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে তার বেডরুমে চলে এলেন পুলিস চীফ। এখানে নিচু স্বরে, ফিসফিস করে কথা হলো।

'আমি ঠিক আছি,' কাজিনকে আশ্বস্ত করল জুয়েলা মাদ্রে। 'তুমি কি জানতে পেরেছ তাই বলো।'

পুলিস চীফ জানালেন, তার লোকেদের ধারণা, ব্রিজের সামনে পাথরগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ওভাবে রাখা হয়েছিল। একটা গাড়ি পাওয়া গেছে, খালি। কোত্থেকে ওটা ভাড়া করা হয়েছে তাও জানা গেছে। যে লোকটা ভাড়া করেছিল তার চেহারার বর্ণনা দিলেন তিনি–প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা, একহারা গড়ন, চোখে সানগ্লাস ছিল। 'তোমাকে শুধু আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই,' বললেন তিনি। 'উত্তর দেয়ার আগে মনে রেখো, মিডোর সেই লোকটা, মাসুদ রানা, তোমাকে অনুসরণ করেছিল, তোমার ব্যাগে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছিল। আজ যা ঘটেছে, পরিষ্কার বোঝা যায়, তোমাকে খুন করতে চাওয়া হয়েছিল। এবার বলো, তুমি কি দেখেছ? এমন কিছু চোখে পড়েছে কি, যাতে মনে হয় লোকটা মাসুদ রানা ছিল? মাসুদ রানা কিংবা তার কোন লোক?'

প্রথম ক্যাডিলাকের কথা বলল জুয়েলা মাদ্রে, কিভাবে তার পিছনে লেগেছিল। তারপর দ্বিতীয় ক্যাডিলাকের কথা। সবশেষে সানগ্লাস পরা লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল।

'লোকটা কি মাসুদ রানা, নাকি তার কোন সহকারী?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'আমার ধারণা লোকটা স্বয়ং মাসুদ রানা,' জোর দিয়ে বলল জুয়েলা মাদ্রে।

হেলিকপ্টারে করে লিমায় ফেরার সময় রেডিও টেলিফোনে নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ। প্রথম ক্যাডিলাকটার খবর যে এজেন্সি থেকে পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয়টার খবরও সেখান থেকে পাওয়া গেল। টি. সিরিল নামে একজন ভাড়া

করেছিল সেটা, ঠিকানা দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের। পুলিস সব ক'টা হোটেলে খবর নিয়ে দেখল, না, নিউ ইয়র্কের কোন টি. সিরিলকে বোর্ডার হিসেবে পাওয়া গেল না। ডিটেকটিভ চীফ মিডো লিমায় ফোন করে জানতে চাইলেন, নিউ ইয়র্ক অফিসে টি. সিরিল নামে কেউ আছে কিনা। ক্লার্ক মেয়েটা মিডো ওয়ার্ল্ড স্টাফ ডাইরেক্টরি চেক করে দেখল। 'হ্যাঁ, টি. সিরিল নামে নিউ ইয়র্কে আমাদের একজন আছে।' ডিটেকটিভ চীফের জানা নেই আমেরিকায় সিরিল একটা মেয়ের নামও হতে পারে। 'হ্যাঁ,' পুলিস চীফকে রিপোর্ট করলেন তিনি, 'টি. সিরিল নামে মিডো নিউ ইয়র্কে একজন লোক আছে বটে।'

'আমি মাসুদ রানাকে চাই,' পুলিস চীফ ডিটেকটিভ চীফকে বললেন, স্বভাববিরুদ্ধ প্রচণ্ড রাগে তিনি কাঁপছেন। 'সে যদি তোমার নাকের সামনে প্রেসিডেন্টের কোন টেলিগ্রাম নাড়ে, স্রেফ বলে দেবে তুমি পড়তে জানো না। ধরে আনো তাকে, সাথে ভিনসেন্ট গগলকেও চাই আমি।'

'ওদেরকে কোথায় আপনি চান, চীফ? আপনার অফিসে?'

'না, সেলারে।'

ডিটেকটিভ চীফের গম্ভীর মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল। এর আগে যে ভদ্রলোক পেরুর একনায়ক ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করত তাদেরকে ওই সেলারেই রাখা হত টরচার করার জন্যে।

রানা আর গগল শান্তভাবে এল। ওদেরকে নিয়ে আসার সময় হাপুসনয়নে কান্নাকাটি করল মার্ভেলা। পাহাড়ে থাকার সময় সেলার থেকে ফেরত আসা বিদ্রোহীদের সেবা-যত্ন করেছে সে। ফেরার পর খুব বেশি হলে এক হপ্তা বাঁচত তারা।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের পিছনের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন পুলিস চীফ। ওদেরকে তিনি ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, অনুরোধ করলেন পিছু নেয়ার জন্যে। পিছনের একটা হল হয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। হলে লোকজন বসে আছে, সবাই ইউনিফর্ম পরা। খুব ব্যস্ত, কেউ মুখ তুলে তাকাল না বা উঠে দাঁড়াল না। দু'জন সার্জেন্ট টেলিফোনে কথা বলছে। একটা লেদার মোড়া দরজার সামনে দাঁড়াল তিনজনের দলটা। পুলিস চীফ নিজে দরজা খুলে আলো জ্বাললেন। দরজার ভেতর দীর্ঘ সিঁড়ির পাথুরে ধাপ দেখা গেল। উৎকট দুর্গন্ধ ঘুসির মত লাগল রানার নাকে। সবার আগে থাকলেন পুলিস চীফ, মাঝখানে বন্দীরা, পিছনে ইউনিফর্ম পরা লোকজন, যারা ওদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে। সিঁড়ির নিচে পৌঁছে নিজের লোকদের কি যেন বিড়বিড় করে বললেন পুলিস চীফ, লোকগুলো ফিরে গেল। সিঁড়ির মাথায় বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছোট একটা হলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। পুলিস চীফ আরেকটা দরজা খুললেন, এটারও কবাট লেদার দিয়ে মোড়া, পিতলের নবে সবুজ শ্যাওলা জমেছে। আবার ওরা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল, দু'পাশে পাঁচটা করে দরজা। প্রস্রাবের গন্ধে বমি পেল রানার। নাকে রুমাল চেপেও থাকা যাচ্ছে না। প্যাসেজের মাথায় এসে আরেকটা দরজা খুললেন পুলিস চীফ। একটা কামরায় ঢুকল ওরা, লম্বা এবং চওড়ায়

সেটা পঁচিশ ফুটের মত হবে। দেয়ালগুলো ভেজা ভেজা, বাতাসে গুমোট ভাব। কামরার মাঝখানে কয়েকটা লোহার চেয়ার, মেঝের কংক্রিটের সাথে লোহার পায়াগুলো গাঁথা। প্রতিটি চেয়ারের সাথে রয়েছে লেদার স্ট্র্যাপ। কামরার এক কোণে দুটো টেবিল, প্রতিটি টেবিলে ভোঁতা চেহারার টরচার-ইকুইপমেন্ট। হ্যামার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন, ছুরি-কাঁচি, চামড়া মোড়া ব্ল্যাকজ্যাক, চাবুক, পানি গরম করার স্টোভ, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, স্টীলের রড ইত্যাদি সবই আছে।

'কামরাটাকে আমরা মিউজিয়াম হিসেবে রেখে দিয়েছি,' পুলিস চীফ বললেন। 'রাজনৈতিক শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্যে ডিক্টেটর মহাশয় ব্যবহার করতেন এটা। তাঁর যুগ শেষ হয়েছে, তিনি যাদের ওপর অত্যাচার করতেন তাদেরই একজন এখন ক্ষমতায় রয়েছেন–জানেন আপনারা।' ওদেরকে নিয়ে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি করিডরে। 'জানি গন্ধের কথা ভাবছেন। নিচের নর্দমায় মাসখানেক হলো একটা লিক দেখা দিয়েছিল, সেটা বন্ধ করার পরও এই অবস্থা।' করিডরের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা খুললেন তিনি, ভেতরে একটা লিফট দেখা গেল। সবাইকে নিয়ে তিনতলার নিজের অফিস স্যুইটে উঠে এলেন। বসতে বললেন ওদেরকে। তারপর বোতাম টিপে ডাকলেন তাঁর সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি মেয়েটা সুন্দরী, বয়স হবে বিশ কি বাইশ, ভেতরে ঢুকল একটা ট্রলি নিয়ে। সবার হাতে কফির কাপ তুলে দিল সে, সিগারেট আর চুরুট অফার করল।

পুলিস কার থেকে নামার পর রানা বা গগল কোন কথাই বলেনি। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ওরা, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে পুলিস চীফ আর কি বলেন শোনার জন্যে। সন্দেহ নেই, গোটা ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছেন ভদ্রলোক।

'আপনারা আবার যদি আমার কাজিনের পেছনে লাগেন,' বললেন তিনি, 'তাহলে আবার আপনাদেরকে টরচার চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেবার শুধু নিয়ে যাওয়া হবে, বের করে আনা হবে না। ওখানেই আপনাদের অস্তিত্বের ইতি ঘটবে। বুঝতে পারছেন তো কি বলছি?'

'আমরা তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' জবাব দিল রানা। 'কিন্তু আমাদের সরকার বা আপনার প্রেসিডেন্ট বুঝতে চাইবেন বলে মনে হয় না।'

'তাদেরকে জানাচ্ছে কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন পুলিস চীফ।

'জাস্ট আ মিনিট,' গগল বলল। 'আমার বন্ধুর সাথে একটু আলাপ করতে চাই।' সিনর মাদ্রে বাউ করে অনুমতি দিলেন। গগল তার গলা খাটো করল না, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝছি না, রানা। সিনর মাদ্রে বললেন, আবার। কিন্তু তুমি আমাকে জানিয়েছিলে জুয়েলা মাদ্রের ওপর থেকে সার্ভেইল্যান্স তুলে নেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, গগল, বলেছিলাম।'

পুলিস চীফের দিকে তাকাল গগল। 'তাহলে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, সিনর মাদ্রে? আমার বন্ধুকে আমি চিনি, তার কথার নড়চড় হয় না কখনও।'

পুলিস চীফ তাঁর চেহারায় শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ধরে রাখলেন। 'আপনি কি অস্বীকার করেন, সিনর রানা, আজ সন্ধ্যায় আপনি এবং আপনার নিউ ইয়র্ক অফিসের একজন সঙ্গী, আপনারা দু'জন মিলে আমার কাজিনকে একটা নালায় ফেলে দিয়ে খুন

করার চেষ্টা করেননি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'ঘটনাটা আজ সন্ধ্যায় ঠিক কখন ঘটেছে?'

'ঠিক সাতটা বিশ মিনিটে।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্লান হাসল রানা। 'আপনি লুসিয়ানা ফেরেলকে চেনেন, সিনর মাদ্রে?

'খুব ভাল করে চিনি, যদিও সামাজিক অর্থে নয়। আমাদের একটা জাতীয় সাপ্তাহিকের রিপোর্টার সে, নিউজউইক ছাড়াও কয়েকটা ইউরোপিয়ান পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধিও বটে। কেন?'

'লুসিয়ানা ফেরেলের সাথে কথা বলছিলাম, আমার অ্যাপার্টমেন্টে, সাতটা থেকে সাতটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। তার সাথে একজন ফটোগ্রাফারও ছিল, এবং সে মিনতির সুরে গগলের একটা ফটো তোলার অনুমতি চাইছিল। অবশেষে সাতটা পনেরোয় অগত্যা রাজি হয় গগল। যতদূর মনে করতে পারছি, একটা শো-কেসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গগল, শো-কেসের মাথায় ছিল একটা টেবিল ঘড়ি–ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারবেন ঠিক সাতটা পনেরোয় ছবিটা তোলা হয়েছে কিনা। ফটোগ্রাফার আমাদের তিনজনের একটা গ্রুপ ছবিও তোলে, হাতে গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। লুসিয়ানা ফেরেল পরে অবশ্য খুব করে চেয়েছিল আরেকটা ছবি তোলা হোক, গগল তার ঠোঁটে চুমো খাচ্ছে···কিন্তু আমার বন্ধু সেই মুহূর্তে তেমন উৎসাহ না দেখানোয়···'

'কারেক্ট, রানা, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে না,' তাড়াতাড়ি বলল গগল।

সিনর মাদ্রে যেন পাথরের মূর্তি। শুধু তার পুরু, কালচে ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল, 'বেয়াড়া কমপিউটরের কারণে মিডো স্টীল কত টাকা খুইয়েছে, জানতে পারি?'

'মিডো থেকে ইউ.এম.পি-তে সরানো হয়েছে চার লক্ষ সাতান্ন হাজার ছ'শো বিশ সোলস এবং একষট্টি সেন্টাভোস।'

'ফোর ফাইভ সেভেন সিক্স টু ওহ্ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান,' বললেন সিনর মাদ্রে, মাথা নিচু করে কিসে যেন সংখ্যাগুলো লিখলেন। তারপর এক টানে একটা সই করলেন বলে মনে হলো। কাগজটা যখন ছিঁড়লেন, ওরা দেখল ওটা একটা চেক। 'আমার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিলাম,' বললেন তিনি, বিধ্বস্ত এবং পরাজিত দেখাল তাঁকে। 'এবার দয়া করে আমার কাজিনকে রেহাই দিন, আমাকে রেহাই দিন, আমাদের পরিবারটিকে রেহাই দিন। মাদ্রে পরিবারে যদি কোন কলঙ্ক থাকে, সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার করার দায়িত্ব আমরাই নেব।' সিনর মাদ্রে এবার ধনী ও সৌখিন ব্যক্তি হিসেবে নন, নিবেদিতপ্রাণ পুলিস কর্মকর্তা হিসেবে নন, মাদ্রে সাম্রাজ্যের প্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

চেকটা নিয়ে গগলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

'বিচ্ছিরি 'দুর্ঘটনা'টা ঘটে যাবার পর,' পুলিস চীফ আবার বললেন, 'আমার কাজিনের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার জন্যে পুলিসের একটা দলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে যদি কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়, আমাদের

আইন অনুসারে তার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। যদি দেখা যায় আপনারা বা আপনাদের লোকজন তার পেছনে লেগেছেন, সরাসরি গুলি করার নির্দেশ দেব আমি।'

রানা বুঝতে পারল, সিনর মাদ্রে ঘাবড়ে গেছেন, সম্ভবত এই প্রথমবার পরিবারের একজনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না তিনি। আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না, এ-ধরনের চিন্তা উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন মাসুদ রানা বা ভিনসেন্ট গগলের মত মানুষ, মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের মত প্রতিষ্ঠান কোন কারণ ছাড়া কাউকে বিরক্ত করতে পারে না। মাসুদ রানা আর ভিনসেন্ট গগল যদি 'দুর্ঘটনা'-র জন্যে দায়ী না হয়, তাহলে সন্দেহ না করে উপায় থাকে না যে জুয়েলা মাদ্রে কোনভাবে হয়তো পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে বসেছে।

'কাউকে বিরক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সিনর মাদ্রে,' বলল রানা। 'আমরা শুধু একজনকে ধরতে চাই, আমাদের অ্যাকাউন্টে ঘাপলা করছে সে। তদন্তে যদি দেখা যায় সে আপনার কাজিন, আপনাকে আমরা জানাব। চেক অফার করে আপনি যে ভাবটা প্রকাশ করলেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। যখন খুশি ইচ্ছে করলেই ইউ.এম.পি. থেকে আমাদের টাকা আমরা ফিরিয়ে নিতে পারি।' চেকটা গগলের হাত থেকে নিয়ে ডেস্কের ওপর সিনর মাদ্রের সামনে রাখল ও। 'আমরা এখন যাব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সিনর মাদ্রে বললেন। 'আমার গাড়িটা আনতে বলি।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই...'

'নিদেনপক্ষে এইটুকু আমাকে করতে দিন...'

ড্রাইভার সহ পুলিস লিংকন অপেক্ষা করছিল বাইরে। পুলিস চীফের সাথে পিছনের সীটে উঠে বসল ওরা। দুশো গজও এগোয়নি গাড়ি, রেডিও টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যান্ডসেটের দিকে ফিরেও তাকালেন না পুলিস চীফ, কলটা লাউডস্পীকারে তুলে দিল ড্রাইভার। সান ক্রিস্টোবাল থেকে এল মেসেজটা, 'চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে আমাদের সাবজেক্ট।'

চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করলেন পুলিস চীফ, ব্যথায় কাতর। আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরলেন তিনি। 'ওদের জিজ্ঞেস করো কিভাবে ঘটল,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

লোকগুলোকে বাড়ির ভেতর আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এডনা। জুয়েলা মাদ্রে ওদের সবাইকে বিয়ার খেতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় ঘুমানোর জন্যে। সে-সময় বাড়ির ভেতর দু'জন লোক ছিল, অপরজন ছিল বাড়ির পিছন দিকে, বাইরে। এডনা তার মিসট্রেসের বেডরুম থেকে একবার ঘুরে আসে, দেখে জুয়েলা মাদ্রে ঘুমাচ্ছে। এরপর লোক দু'জনকে নিয়ে কিচেনে ঢোকে সে, ওদের জন্যে সাপার পরিবেশন করে। বাড়ির পিছন থেকে অপর লোকটাও সাপার খাবার জন্যে ভেতরে আসে। ওরা সবাই খাচ্ছে, এই সময় গ্যারেজের ভেতর ফেরারীটা স্টার্ট নেয়। লোকগুলো ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, কিন্তু ততক্ষণে ফেরারী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। ধাওয়া করা সম্ভব হয়নি, কারণ ওদের কারের চাকা থেকে বাতাস বের করে দেয়া হয়েছে। রেডিওটাও নষ্ট করে রেখে গেছে। জুয়েলা মাদ্রের বাড়ির টেলিফোনের তার ছেঁড়া পাওয়া গেছে। আধ মাইল দৌড়ে এসে নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে টেলিফোন করছে ওরা। এডনা তার মিসট্রেসের প্রতি চিরকাল বিশ্বস্ত, সে-কারণেই

কিনা কে জানে, ফেরারীর নম্বর মনে করতে পারছে না। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ওটার রঙ লাল।

'ওখানেই থাকতে বলো ওদেরকে,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ। 'হেডকোয়ার্টার থেকে চারটে টায়ার নিয়ে ওখানে যেতে বলো কাউকে। সবগুলো স্টেশনকে জানাও, আমরা একটা লাল ফেরারী খুঁজছি, নম্বর পরে জানানো হবে। ফেডারেল ইন্সুরেন্সে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে বলো, মাদ্রে পরিবারের সব ধরনের বীমা ওরাই করে—ফাইলে নিশ্চয়ই ফেরারীর নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বর লাগবেই, তা নয়—লিমায় ফেরারী আছেই বোধহয় চার কি পাঁচটা, সবগুলো লাল হতে পারে না।'

নির্দেশ শুনছে এবং পালন করছে ড্রাইভার, যদিও গাড়ি থেমে নেই। অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের কাছাকাছি চলে এল ওরা। রানা ইংরেজীতে বলল, 'সিনর মাদ্রে, আপনার ড্রাইভার এক মিনিটের জন্যে আমাদেরকে ছেড়ে যাবে?'

আঞ্চলিক ভাষায় নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ, গাড়ি থেকে নেমে দশ গজ এগোল ড্রাইভার, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে থাকল, স্থির একটা মূর্তি। পরবর্তী নির্দেশ না পেলে সারারাত ওখান থেকে নড়বে না সে।

'আপনার কাজিন কোথায় যেতে পারে আমি আন্দাজ করতে পারছি,' বলল রানা।

'কোথায়?'

'ইয়ে, মানে, লন্ডনে।'

'তাহলে তাকে আমরা এয়ারপোর্টে ধরব...'

মাথা নাড়ল রানা। 'লন্ডন,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'লিমায়।'

রীতিমত একটা ঝাঁকি খেলেন সিনর মাদ্রে, যেন অদৃশ্য হাতের ঘুসি খেয়েছেন, তাও আবার বেল্টের নিচে। 'তা সম্ভব নয়,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'কোন মাদ্রে কখনোই...এমনকি পুরুষরা পর্যন্ত... না, অসম্ভব!'

জুয়েলা মাদ্রেকে অনুসরণ করার ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

পুলিস কার থেকে নেমে রানার অ্যাপার্টমেন্টে উঠল ওরা। একটা নম্বরে ডায়াল করল রানা, অপরপ্রান্ত থেকে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'ওয়ান টু ফাইভ।'

দ্রুত কথা বলল রানা, 'থ্রী সিক্স। ওয়ান সেভেন, অ্যান ওল্ড ওয়ান, হিয়ার, বাট টোয়েনটি-নাইন টু ওহ্-টু-ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ-থ্রী।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

সিনর মাদ্রে এবং গগল, দু'জনেই ওর কথা শুনেছে। গগল ওর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে। পুলিস চীফের চেহারায় খানিকটা মুগ্ধ বিস্ময়।

'এত তাড়াতাড়ি এবং সাফল্যের সাথে আপনি যদি একটা টীম তৈরি করে ফেলতে পারেন, বিশেষ করে এই লিমায়,' বললেন তিনি, 'আপনার তাহলে একজন পুলিস চীফ হওয়া উচিত। থ্রী সিক্স মানে, আমি ধরে নিচ্ছি, "অলরাইট, ইট'স মাসুদ রানা" কোড। থ্রী সেভেন হলে তার মানে দাঁড়াত, সম্ভবত, "দিস ইজ মাসুদ রানা বাট আই য়্যাম আন্ডার ডিউরেস"।'

আরেকজন প্রফেশনালকে চিনতে পেরে মিটিমিটি হাসছে রানা। 'সেভেনটিন, সিনর? ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি নেবেন?'

'আপনার কোন দোষ নেই, সিনর রানা। আপনি তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছেন,

কাজেই আমাকে একটা সূত্র দিয়ে ফেলেছেন—'অ্যান ওল্ড-ওয়ান, হিয়ার"। ওয়ান সেভেন হলো একটা গাড়ি, তবে সেটা পুরানো হওয়া দরকার, ডেলিভারি চেয়েছেন আপনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। টু-নাইন টু ওহ্-টু-ফাইভ—এখানে আমাকে আন্দাজের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, রিয়েলি। টোয়েনটি-নাইন অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু যেহেতু ওটার আগে টু ওহ্-টু-ফাইভ রয়েছে, আমি ধরে নেব টোয়েনটি-নাইন একটা রেডিও, এবং আপনি চান রেডিওটা একটা ওহ্-টু-ফাইভ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। শেষটা সহজ—'ফিফটি-থ্রী"। এর মানে হলো, কাজগুলো আপনি তাড়াতাড়ি করতে বলছেন। সব মিলিয়ে দাঁড়াল—পুরানো একটা গাড়ি দ্রুত ডেলিভারি চান আপনি, তাতে ওহ্-টু-ফাইভ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে একটা রেডিও থাকবে।'

'সংকেতের ভাষা যদি সবাই বুঝেই ফেলে, তার উপকারিতা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'সিনর রানা আমাকে বোঝার সুযোগ দিয়েছেন, তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতারও খানিকটা অবদান রয়েছে,' হাসতে হাসতে বললেন পুলিস চীফ। 'ইচ্ছা করলে উনি আমার কাছেও দুর্বোধ্য থাকতে পারতেন। সে যাই হোক, সিনর রানার কাজের পদ্ধতি এবং দক্ষতা দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ।'

'কিন্তু সেলারে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময়...'

'ভুলে যান, সিনর গগল,' তাড়াতাড়ি বললেন পুলিস চীফ। 'আমি অন্ধকারে ছিলাম, এখন তিক্ত বাস্তবতার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙেছে। কোন মাদ্রে, তা সে যে-ই হোক, ওরকম একটা নোংরা জায়গায় যেতে পারে...'

'জায়গাটা এতই যদি খারাপ, বন্ধ করে দেননি কেন?' জিজ্ঞেস করল গগল। 'সে ক্ষমতা আপনাদের আছে।'

'উত্তরটা আমি দেব?' সিনর মাদ্রেকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে রানা। 'অশুভ ব্যাপারস্যাপার সব সমাজেই ছিল, এবং থাকবে। যে-কোন পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করো, সে দ্বিধা না করে বলবে নোংরামি এবং অপরাধকে বরং পরিচিত কোণায় জড়ো হতে দেয়া ভাল। টোকিওতে গিঞ্জা আছে, লন্ডনে আছে সোহো, হ্যামবুর্গে রিপারবান, ঢাকায় কান্দুপট্টি, লিমায় লন্ডন। দেখে মনে হয় বটে ওগুলো থাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, আসলে তা নয়; বরং উল্টোটা সত্যি। অবশ্য কোন সমাজে যদি সবার জন্যে সব ব্যাপারে সমান সুযোগ থাকে, যদি শোষণ-বৈষম্য-অন্যায়-বিধিনিষেধ না থাকে, তাহলে ওগুলো আপনাআপনি উঠে যাবে, তুলে দিতে হবে না।'

নক হলো দরজায়। পুরানো একটা গাড়ি হাজির, রেডিও আর ড্রাইভার সহ। হাম্বার পুলম্যান, দেখে মনে হলো সামনের মোড় পর্যন্তও বোধহয় যেতে পারবে না, তার আগেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। পাঁচটা সীট, অতিরিক্ত দুটো জাম্প সীট-ও আছে। একটা জাম্প সীটের ডালা খোলার পর দেখা গেল রেডিওটা; নতুন, একেবারে ঝকঝক করছে। পুলিস চীফ তাঁর গাড়িটাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলেন, উঠে বসলেন হাম্বার পুলম্যানে। গগল জেদ ধরল, সে-ও এদের সাথে যাবে।

'জায়গাটা যদি সত্যি এতই খারাপ হয়,' বলল সে, 'আমিও অন্ধকারে থাকতে চাই না।'

পুলিস চীফ রেডিও যোগে হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে।

রওনা হয়ে গেল ওরা।

আগের বারের মত চার্চে ওরা মিলিত হলো না, জুয়েলা মাদ্রের লাল ফেরারীটা ওখানে রাখলে বিপদ হতে পারে। ফসেট স্ট্রীটে, হোর্স শাভেজ এয়ার টার্মিনালে পরস্পরের সাথে দেখা করল ওরা, বিল্ডিঙে ঢোকার মুখে ডান দিকের কার পার্কে থাকল ফেরারী, আরও প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা গাড়ির সাথে।

'লন্ডনে' এল ওরা অরবিটাসের পন্টিয়াকে চড়ে, তার ড্রাইভার প্রবেশপথের সামনে গাড়ি থামাল। জুয়েলা মাদ্রে এখনও তার ট্রাউজার স্যুট আর বেরেট পরে আছে। বেরেটের ভেতর চুল ঢেকে নেয়ায়, ওই পোশাকে একজন সৈনিক হিসেবে পার করে দেয়া যায় তাকে। কেউ তার দিকে দ্বিতীয় বার তাকাল না। সিক্সটিনা জানে না ওরা আসছে, কাজেই দলটাকে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো বাইরে। ওদের পিছনে লাইন লম্বা হচ্ছে দেখেও কেউ কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল, ভেতরে ঢোকার পর বন্ধ দরজা আর না খুললেই হবে। চারদিকের দৃশ্য এবং দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জুয়েলা মাদ্রে। আরেকটা চিন্তা তাকে আড়ষ্ট করে তুলল—পুরুষরা এখানে যে কাজটা সারতে এসেছে। অরবিটাস, মাদ্রে আর পাকোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না সে। ভাবল, এখানকার মেয়েদেরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, ওরা কি তাকেও সেভাবে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখছে? দু'জন শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্টকে এদিকে আসতে দেখা গেল। তাদের একজনকে মন্তব্য করতে শোনা গেল, 'এটা নির্ঘাত খাসা একটা মাল হবে, দেখছ না কেমন লম্বা লাইন পড়েছে!' অপরজন তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করল, 'আহ্, আস্তে!'

এই সময় সিক্সটিনার দরজা খুলে গেল, প্রৌঢ় একলোক এক গাল হাসি নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে, বোঝা গেল পিঠে সিক্সটিনার ধাক্কা খেয়েছে। ওদেরকে দেখে কৃত্রিম রাগের বদলে হাসি ফুটল সিক্সটিনার মুখে। 'আপনারা এসে ভালই করেছেন,' ওদেরকে ভেতরে টেনে নিয়ে বলল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। 'এই সুযোগে খানিকটা বিশ্রাম পাব।' বিছানার একধারে শুয়ে পড়ল বেচারি, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাঁপাতে লাগল। 'আপনাদের যদি কিছু দরকার হয়...' কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না, ওদের মীটিং শুরু হয়ে গেছে।

'যা করার এখুনি করতে হবে,' বলল জুয়েলা। 'আমার কাজিন আমাকে চোখে চোখে রাখছে। পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। কিন্তু এর জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সব তৈরি কিনা বলো...'

আইনবিদ অরবিটাস ভারী উদ্বিগ্ন। 'এরকম তাড়াহুড়ো করার বিরোধী আমি,' বলল সে। 'সত্যি সত্যি আরও সময় দরকার আমার। তাছাড়া, গোমেজ বিউমাচারের ব্যাপারটা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত...আরেকজনের কথা ভুললে চলবে না—মেক্সিকান লোকটার কথা বলছি...' অরবিটাস সবসময় অতিরিক্ত সাবধান।

'না, আর দেরি করা চলে না,' জেদ ধরল জুয়েলা মাদ্রে।

এরপর কথা বলল ব্যাংকার মাদ্রে, 'আমার ডিপার্টমেন্টে কোন অসুবিধে নেই। আমাদের যথেষ্ট ফান্ড রয়েছে, তাছাড়া লোকজন রি-ইনভেস্ট করার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রয়োজনে আমরা কালই প্ল্যান্টটা কিনে ফেলতে পারি।'

'যদি ওটার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করে,' অরবিটাস বলল।

পাকো বলল, 'আমি যে ইনফরমেশন পেয়েছি, পলিটিক্যাল টেক-ওভারে প্রেসিডেন্ট রাজি নন।'

ব্যস্ততার সাথে তর্ক করতে লাগল ওরা। দশ মিনিট পর জুয়েলা মাদ্রে বলল, 'আমাকে তোমাদের আর দরকার নেই, ওদিকে আমার অনেক কাজ আছে। গাড়ি আর ড্রাইভারকে নিয়ে যাচ্ছি, ফেরত চলে আসবে...'

খুপরি থেকে বেরিয়ে এল সে, ভিড় ঠেলে প্রবেশপথের দিকে এগোল। কেউ একজন শিস দিল তাকে লক্ষ করে, ফিরেও তাকাল না জুয়েলা মাদ্রে। ব্রথেল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল, ড্রাইভারকে বলল, 'চলো।'

রাস্তার শেষ মাথায় হাম্বার পুলম্যানকে পাশ কাটাল পন্টিয়াক, তবে ইতোমধ্যে ব্যাক সীটে কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে জুয়েলা মাদ্রে, দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা, চেষ্টা করছে যাতে বমি না করে ফেলে।

অনেক গাড়িই আসা-যাওয়া করছে, সামনে থেকে দেখে পন্টিয়াকটাকে চিনতে পারল না রানা। ওর এই ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখা যায়, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওতে একটা মেসেজ আসতে শুরু করল। 'ওয়্-টু-ফাইভ হিয়ার, রিপোর্ট ইওর পজিশন।'

নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানাল রানা। পরমুহূর্তে স্টেশন থেকে ওকে জরুরী একটা খবর দেয়া হলো।

'এই মাত্র প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন আপনি কোথায়!'

চোদ্দ

হাম্বার পুলম্যানে বসে আছে ওরা, পতিতালয়ের সদর দরজার দিকে চোখ, এই সময় ফিরে এল পন্টিয়াক। পিছন থেকে দেখে, তোবড়ানো অংশ আর ভাঙা রিয়ার লাইটের খোপ চিনতে পারল রানা। 'এই গাড়িটাই ওরা ব্যবহার করে।'

'ওতে লোক রয়েছে মাত্র একজন,' সিনর মাদ্রে বললেন।

'বাকি সবাই হয়তো মাথা নিচু করে আছে।'

গাড়িটা থামল, ঘুরল, স্থির হলো রাস্তার একধারে। সীটে হেলান দিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল ড্রাইভার।

'এরপর কি?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'আগেই হয়তো ওরা ভেতরে ঢুকেছে,' বলল রানা, বুঝতে পারছে কোথাও ভুল হচ্ছে ওদের।

'ডাক্তার আর পুলিস দেখলে পালাত মেয়েগুলো, তাদের সাথে অর্ধেক খদ্দেরও। তাই নেট দিয়ে পিছনের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে,' বললেন পুলিস চীফ। 'নেটটা প্রতিদিন চেক করা হয়। ভেতরে যারাই থাকুক, সামনের দরজা দিয়েই বেরুতে হবে। আমি যাচ্ছি, ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে আপনারা আটকে রাখবেন।'

গাড়ি থেকে নেমে পন্টিয়াকের দিকে এগোলেন তিনি। তাঁর দিকে একটা চোখ রেখে তৈরি হয়ে থাকল রানা, দরকার হলে সাহায্যের জন্যে ছুটে যাবে। ধীর পায়ে পন্টিয়াকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ, ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে দেখালেন তার গাড়ির পার্কিং লাইট জ্বলছে না। এরপর তিনি সরে এসে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। ঝুঁকে কি বললেন তিনিই জানেন, পন্টিয়াক থেকে নেমে হাম্বার পুলম্যানের দিকে হেঁটে এল ড্রাইভার। পন্টিয়াকে ঢুকলেন সিনর মাদ্রে, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সামনের দরজা খুলে দিল রানা, পন্টিয়াকের ড্রাইভার ভেতরে ঢুকল। 'চুপচাপ বসে থাকো,' তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল রানা। 'আমরা তোমাকে ধরার জন্যে আসিনি।'

পন্টিয়াকের ড্রাইভার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ওদেরকে, বলল, 'উনি বললেন, আপনারা একটা সাব-মেশিনগান তাক করে আছেন আমার দিকে!'

'চোপ্!'

শুরু হলো আবার অপেক্ষার পালা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর জুয়েলা মাদ্রের সঙ্গীরা বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে, পন্টিয়াকে উঠল। স্টার্ট নিল পন্টিয়াক, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। লোকগুলোকে কি বলেছেন পুলিস চীফ কে জানে, তবে তারা কেউ দরজা খুলে পালানোর চেষ্টা করল না। হাম্বার পুলম্যানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পন্টিয়াক। নিচে নামল রানা।

'এদের সবাইকে আমি চিনি,' রানার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস চীফ বললেন, ইতোমধ্যে তাঁর চেহারা এবং হাবভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 'এরা সবাই আমার ক্লাবের সদস্য।'

'আর জুয়েলা মাদ্রে?'

'ওরা বলছে, তাকে ওরা দেখেনি, দেখার প্রশ্নই আসে না…'

'এখানে ওদের আসার কারণ?'

'ওরা লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। লন্ডনের কথা বহুদিন ধরে শুনছে, তাই দেখতে এসেছে পরিবেশটা।'

'আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করছেন, সিনর মাদ্রে?'

'একজন পুলিসকে কিছু বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ দেখাতে হবে, সিনর রানা। এখানে আমি তিন যুবককে পেয়েছি, যারা নিজেদেরকে ছোট করেছে। কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আমার কাজিনকে এখানে পাওয়া যাবে। ওরা তার সম্পর্কে কিছু জানে না বলে দাবি করছে।'

'মনে হচ্ছে আপনি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' বলল রানা। 'জায়গাটা একবার সার্চ করে দেখবেন না?'

'কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন, আমার কাজিন এখানে আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন পুলিস চীফ।

'না, তা পারি না। এর আগে একবার আপনার কাজিনকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলাম, এই তিনজন লোকের সাথে গোপন একটা মীটিং করেছিল সে...'

'আপনি ঠিক জানেন, সিনর রানা? এদের আপনি চিনতে পারছেন বলে দাবি করছেন?'

পন্টিয়াকে এইমুহূর্তে যারা রয়েছে, জুয়েলা মাদ্রের সাথে প্রথম দিন কি এদেরকেই দেখেছিল রানা? হলফ করে বলতে পারবে ও? অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নাড়ল রানা। কে জানে, জুয়েলা মাদ্রে হয়তো ব্রথেলের ভেতর নেই। তাকে একা রেখে লোকগুলো বেরিয়ে আসবে, সে সম্ভাবনা কম। হঠাৎ করেই পন্টিয়াকের ফিরে আসার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল রানা। 'আপনার কাজিন এখানে ছিল,' বলল ও। 'কিন্তু চলে গেছে। তাকে রেখে ফিরে এসেছে গাড়িটা।'

কিন্তু না, সিনর মাদ্রে এখন আর রানার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন। পারিবারিক সম্মান আবার তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 'আমি জানি না ঠিক কি চান আপনি, তবে এটুকু বুঝতে পারছি, আমার কাজিনের ওপর আপনার রাগ আছে। এই শেষবারের মত আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, সিনর রানা, ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আবার যদি আপনি নাক গলান, আমি আপনাকে ছাড়ব না।' পন্টিয়াকে উঠে পড়লেন তিনি, রানা বা গগলের সঙ্গ পরিহার করতে চাইছেন। ঠিক এই সময় হাম্বার পুলম্যানের রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল।

পন্টিয়াকের এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। পুলম্যান থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা। জানালার দিকে মাথা নামিয়ে বলল, 'সিনর মাদ্রে, আপনার মেসেজ।'

ছোট্ট, পরিষ্কার মেসেজ। এই মুহূর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছুতে হবে পুলিস চীফকে, প্রেসিডেন্ট তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তিনি যাবেন কিভাবে, পন্টিয়াক স্টার্ট নিচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক পর ছুরির মত ধারাল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন তিনি, গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনার গাড়িটা পেতে পারি, সিনর রানা, প্লীজ?'

রানা আর গগল দু'জনেই নেমে পড়ল পুলম্যান থেকে। সিনর মাদ্রেকে নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পুলম্যান অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্টার্ট নিল পন্টিয়াক, ওটার এগজস্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মাথা থেকে।

'ভেতরে ঢুকবে নাকি হে?' গগলকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি যাচ্ছি, ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পারো।'

'কিন্তু কেন!' আকাশ থেকে পড়ল গগল।

'জুয়েলা মাদ্রে এখানে আজ এসেছিল কিনা জানা দরকার,' বলল রানা। 'কাজটা যখন পুলিস করবে না তখন...'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার পিছু নিল গগল।

ক্যালে উকাইলির প্রাচীন একটা ইমারতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সতেরোশো পঁয়ত্রিশ

সালে তৈরি, স্থাপত্য রীতিতে আরব প্রভাব স্পষ্ট।

বাঁক নিয়ে ক্যালে উকাইলিতে পৌছুল গাড়ি, পুলিস চীফ দেখলেন তাঁর বাহিনীর অর্ধেক লোকই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার যে গুরুতর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুলিস বাহিনীর সাথে প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডরাও রয়েছে। সামনের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো তাঁকে। লম্বা হলঘর পেরিয়ে প্রশস্ত একটা চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। সোফা বা আরাম কেদারা নয়, শুধু টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো মাঝখানে একটা ডেস্ক, পিছনে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর পরনে জেনারেল অভ আর্মির পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম। দরজা থেকে আগেই সিনর মাদ্রের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ডেস্কে তাঁর সামনে রাখা কাগজ-পত্র থেকে চোখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, হাত-ইশারায় পুলিস চীফকে সামনে এগোবার নির্দেশ দিলেন। প্রেসিডেন্টের বাঁ দিকে রয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর কমার্স ও ট্রেড ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাফায়েল পেড্রো। সিনর পেড্রোর অফিশিয়াল পজিশন কি সে-সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই, তবে পুলিস চীফ গোপন সূত্রে শুনেছেন তিনি নাকি প্রেসিডেন্টের বিশেষ বাহিনী সিক্রেট পুলিসের প্রধান। ধীর পায়ে হেঁটে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ। প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর চাবুকের মত বাতাসে শিস তুলল, 'এই মুহূর্তে বলতে আপনি যদি আধ ঘণ্টা পর বোঝেন,' তিনি বললেন, 'তাহলে ধরে নিতে হয় লিমায় নতুন একজন পুলিস-চীফ প্রয়োজন।'

সিনর মাদ্রে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন, তাঁর চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। তিনি জানেন শক্তিমান লোককে পছন্দ করেন প্রেসিডেন্ট, ঘৃণা করেন দুর্বলকে। তিনি আরও জানেন, নার্ভাস বোধ করলে প্রেসিডেন্ট মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না, কণ্ঠ থেকে অকারণে আগুন ঝরে।

ডেস্কের ওপর রাখা কাগজগুলোর ওপর টোকা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'এগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে একটা গাড়িতে। একটা বিদেশী কোম্পানীর পার্কিং লটে ছিল গাড়িটা। অজ্ঞাতনামা এক লোক টেলিফোন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায়। কাগজগুলো এক সেট ইনস্ট্রাকশন, ব্লু-প্রিন্ট বলতে পারেন, ওই বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বার্থে তৈরি করা, উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়ে দেউলিয়ার পর্যায়ে নামিয়ে আনা। ডকুমেন্টগুলো পাবার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে, আলোচ্য বিদেশী কোম্পানীটি শুধু এই দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করতে চাইছে না, ধ্বংস করতে চাইছে এই দেশের সরকারকে, আমার অফিসকে। এ-ব্যাপারে এই মুহূর্ত থেকে তদন্ত পরিচালনা করবেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, আপনি তাঁকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করবেন। বুঝতে পারছেন, সিনর মাদ্রে?'

'ইয়েস, এক্সেলেন্সি। বিদেশী কোম্পানীটির নাম জানতে পারি, স্যার?'

'আমাকে বলা হয়েছে ডকুমেন্টটা একটা কমপিউটরের প্রিন্টআউট—মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের সম্পত্তি।' প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিলেন। 'দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' বললেন তিনি। 'অপারেশনের কোড নেম।'

অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ওরা মাত্র পা রেখেছে, সাদা টেলিফোনটা

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। সরাসরি মিডো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত ওটা। রিসিভার কানে তুলে অপেক্ষায় থাকল রানা, আন্তর্জাতিক লাইনের পরিচিত শব্দকোলাহল শুনতে পেল। ডিকোড বাটনে চাপ দিল ও, পরিষ্কার ভেসে এল হেলেন জার্মানের গলা, যেন পাশের কামরা থেকে কথা বলছে সে।

'মি. রানা,' বলল হেলেন জার্মান, উত্তেজিত, 'কাজটা কিভাবে করা হয়েছে ধরে ফেলেছি আমি।'

'আমাকে আন্দাজ করতে দাও,' বলল রানা। 'ভৌতিক ফিগারস্ যেগুলো বারবার ডাটা বেসে ফিরে আসছিল, তুমি সেগুলো ডিসাইফার করতে পেরেছ?'

'ঠিক তাই, মি. রানা। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত ধরা দেয় ব্যাপারটা। ওই ডিজিটগুলো একটা মেমোরির ইউনিট হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেনি। ওগুলো আসলে…আ প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন প্লাস আ মেমোরি। প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন প্রতিটি ডাটা বেসে আগে থেকেই বসানো ছিল। এই নতুন প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন-বার-এ দাঁড়িয়ে একজন লোক যেমন বলে–শুধু জানায়, সেইম এগেইন। এই ইনস্ট্রাকশন স্থায়ী, শুধুই রিপিট করতে থাকবে।'

'বেশ,' বলল রানা। 'ওটা তাহলে ইনস্ট্রাকশন-প্রোগ্রাম। কিন্তু মেসেজটা কি, ডাটা বেসের ইনফরমেশন?'

'বিভিন্ন ধরনের বটে, কিন্তু ধাঁচটা একই। ফুটকে মিটারে রূপান্তর করো, পাউন্ড ওয়েটকে গ্রাম বা কিলোয় রূপান্তর করো, ডলারকে পাউন্ডে, এরকম। তাছাড়া, সব সময় একটা "ইরেজ" সেকশনও থাকছে–চুক্তির যে অংশে রয়েছে পরিমাণ এক হাজারের বেশি হলে কম রেটে পেমেন্ট হবে, সেটুকু মুছে ফেলো। কিংবা–যে-কোন ধরনের কোয়ানটিটি ডিসকাউন্ট মুছে ফেলো।

'কিন্তু সবচেয়ে চালাকি হলো, মি. রানা, এক সেট বাইটের ওপর আরেক সেট বাইট বসানো হয়েছে, অথচ কোড করা আছে শুধু প্রথম সেটের। যখন আমরা ডাটা বেস পড়তে যাই, শুধু প্রথম সেটের বাইটগুলো পড়ার সুযোগ পাই, দ্বিতীয় সেটের বাইটগুলো বাদ পড়ে যায়। দ্বিতীয় সেটের বাইটগুলো যদি কোড করা থাকত আমাদের, অন্য রকম উত্তর বেরিয়ে আসত। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের কথা আমাদের জানা না থাকায় কোড করার প্রশ্নই…'

'দারুণ, জার্মান!' বলল রানা।

'কিন্তু, স্যার, এতে করে বিশেষ কোন লাভ হচ্ছে না। দ্বিতীয় সেট বাইটগুলো শুধু প্রথম সেট বাইটগুলোকে রিপিট করাচ্ছে, শুধু ওভারপেমেন্টের ক্ষেত্রে বাদে। এখনও আমরা জানি না কাজটা কার, তাই না, স্যার? এবং অতিরিক্ত টাকা এখনও ইউনিক প্রিন্টিং, পিলমোর এই সব কোম্পানীতে চলে যাচ্ছে।'

'লিমার ইউ.এম.পি-তেও আসছে, তাই না?'

'এখানে আরেক মজা, স্যার। লিমার সমস্ত বাইট মুছে তুলে ফেলা হয়েছে…লিমা কমপিউটর একদম পরিষ্কার–কোন হেঁচকি নয়, ভুয়া বাইটস নয়, ইউ.এম. পি-তে কোন রকম ভুয়া পেমেন্ট নয়। শুধু রেগুলার রুটিন কাজ। স্ট্যান্ডার্ড অফিস প্রসিডিওর ডাটা বেস বাদে, মিডো প্ল্যান্টের প্রতিটি ডাটা বেস চেক করেছি আমি। সবগুলো নিখুঁত…'

*

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না টিনা সিরিল। কি সাংঘাতিক, অক্টোবর মাসে তুষার পড়ছে নিউ ইয়র্কে! তারপরই তার মনে পড়ে গেল চার্লি ফ্রানসির ঝুল-বারান্দায় যত্ন করে রাখা টবগুলোর কথা। 'কি সর্বনাশ, চারাগুলো সব মারা পড়বে!' চার্লি ফ্রানসি নিউ ইয়র্কে নেই, কে ওগুলোকে সরাবে? মনে যখন পড়েছে, তারই একবার যাওয়া উচিত। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল সে।

কেয়ারটেকার লোকটা প্রৌঢ়, আগেও বেশ কয়েকবার চার্লি ফ্রানসির সাথে দেখেছে টিনা সিরিলকে। মেয়েটা চারাগুলোর কথা এমন আবেগের সাথে বলল, যেন ঝুল-বারান্দায় তার শিশুসন্তানরা তুষারে ভিজছে। একগাল হেসে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিতে রাজি হলো প্রৌঢ়।

ভেতরে ঢুকে ঝুল-বারান্দা থেকে এক এক করে টবগুলো ঘরের ভেতর নিয়ে এল টিনা সিরিল। কাজ শেষ করে ভাবল এই আবহাওয়ায় এক কাপ কফি খেতে পারলে মন্দ হত না। তার আগে অবশ্য গরম দুধ দিয়ে চারাগুলোকে ধুয়ে নেয়া দরকার।

কফি খাওয়ার পর টিনা সিরিল ভাবল, ঘরটা অগোছাল হয়ে রয়েছে, পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমে বাসন-পেয়ালা সব ধুয়ে রাখল সে। তারপর ঘর পরিষ্কার করল। রাইটিং ডেস্কের বই-পত্র এলোমেলো হয়ে ছিল, সব গুছিয়ে রাখল। এই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস-এর একটা স্টেটমেন্ট। একটা প্রিন্টআউট।

কাগজটা ওল্টাল টিনা সিরিল, ভাবল এটা এখানে এল কিভাবে! চার্লি ফ্রানসির সাথে ডেল্টার ওভারপেমেন্ট নিয়ে কথা হয়নি তার। বলতে চেয়েছিল বটে, ভেবেছিল পরামর্শ চাইবে, কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করায় তার আর সময় হয়নি।

প্রিন্টআউটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টিনা সিরিলের চোখ পানিতে ভরে উঠল। আপনমনে বিড়বিড় করল সে, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না!' স্টেটমেন্টে ছাপা সর্বমোট মূল্য পেন্সিল দিয়ে বদলানো হয়েছে, অতিরিক্ত মূল্য ধরে নতুন সংখ্যা বসানো হয়েছে তার জায়গায়। প্রিন্টআউটের পিছনটা হাইঅ্যারোগ্লিফ-এ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। তবে ওগুলোর অর্থ উদ্ধার করার জন্যে কারও মিশরীয় হবার দরকার করে না—কেউ একজন ফুটের জায়গায় মিটার ধরে মূল্যের তারতম্য জানার চেষ্টা করেছে। টিনা সিরিলের হাঁটু কাঁপতে শুরু করল, দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। ডেস্কে আরও কাগজ-পত্র রয়েছে, এক এক করে সব সে ঘাঁটতে শুরু করল। আরেকটা প্রিন্টআউট পেল সে, ইউনিক প্রিন্টিঙের। তৃতীয়টা পিলমোর কোম্পানীর। মাথায় হাত দিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল টিনা সিরিল।

অফিসে ফিরে এসে ক্লুরিখে, হেনরি নামকিকে টেলিফোন করল টিনা সিরিল।

লিফটে চড়ে বেসমেন্টে নেমে এসে হেনরি নামফি কথা বলল হেলেন জার্মানের সাথে। হেলেন জার্মান টেলিফোন তুলল, ডায়াল করল একটা নম্বরে, নম্বরটা স্ট্যান্ডার্ড মিডো টেলিফোন ডিরেক্টরীতে নেই, কথা বলল পাপিয়ার সাথে। তিনজন নিহত লোকের কথা মনে আছে পাপিয়ার, মনে আছে নিখোঁজ আরেক লোকের কথা, কাজেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের সাথে সে একটা এ-ওয়ান প্রায়োরিটি যোগাযোগ স্থাপন করল। 'মাসুদ ভাই,' জিজ্ঞেস করল সে। 'আপনি কি একা?'

'ওহ্-থ্রী।' তারমানে রানার সাথে গগল রয়েছে।

'তাহলে ঠিক আছে। চার্লি ফ্রানসি কোথায়?'

'ইউ. এম. পি. আর আমাদের কমপিউটর লিঙ্কের মাঝখানে, ট্রাফিকের ওপর চোখ রাখছে। কেন?'

'ডাবল ওয়ান ওয়ান,' বলল পাপিয়া, 'ডাবল ওয়ান ওয়ান। আপনি···যাকে খুঁজছেন···এ···সেই···লোক···'

ঝড় উঠল রানার মাথায়। চার্লি ফ্রানসি! হ্যাঁ, মেলে। প্রখর বুদ্ধি, কমপিউটর তার কাছে নিজের হাতের উল্টোপিঠের মত পরিচিত। সন্দেহ নেই, ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কেও খুব ভাল জানে সে। সেদিন রাতের কথা মনে পড়ল, হঠাৎ পিটপিট করে উঠেছিল কমপিউটরের আলো। কলকাঠি তাহলে নাড়ছিল চার্লি ফ্রানসি, ডাটা বেসের খোরাক যোগান দিচ্ছিল একটা আউটসাইড লিঙ্কের মাধ্যমে অর্থাৎ ইনপুট কনসোল ব্যবহার করছিল না। এটুকু রানা নিজেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু কে দায়ী বোঝেনি। ওর আরও একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল–ইলেকট্রিক টেলিফোন সম্পর্কে একটা আর্টিকেল পড়েছিল কোন এক পত্রিকায়, একদল যুবক আমেরিকায় বানিয়েছিল ওগুলো। পরে ওগুলো বেআইনী এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

চার্লি ফ্রানসি সে-ধরনের একটা ইলেকট্রনিক টেলিফোন বানিয়ে থাকলে যে-কোন ক্যারিয়ার ওয়েভ ধরতে পারবে, যে-কোন ডাটা বেস থেকে সমস্ত বাইট তুলে নিতে পারবে যদি সেটায় টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে খোরাক যোগান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। সে ব্যবস্থা ইউ. এম. পি-মিডো লিঙ্কে আছে। আছে ডেল্টা-মিডো নিউ ইয়র্ক লিঙ্কে, ইউনিক প্রিন্টিং-মিডো লেইসটার লিঙ্কে, কোহল-মিডো লিঙ্কে, আর পিলমোর-মিডো জুরিখ লিঙ্কে। চার্লি ফ্রানসি শুধু বিশেষ কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়েছে যে-সব জায়গার ক্লায়েন্ট এবং মিডোর কমপিউটর সিস্টেম টেলিফোনের দ্বারা সংযুক্ত, যাতে করে সে তার ইলেকট্রনিক বক্সের সাহায্যে ওই সব ডাটা বেসগুলোর বিষয়বস্তু আমেরিকায় বসে পেতে পারে। পাবার পর নিজের ইচ্ছে মত অদলবদল করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয় সব। নিখোঁজ, নিহত লোকগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। কেন, কেন? সাথে সাথে উত্তর মিলল। অ্যাকাউন্টস ডাটা বেসগুলো ঠিক কোন্ পদ্ধতি এবং সময় ব্যবহার করে ইত্যাদি প্রাথমিক তথ্য জানার জন্যে স্থানীয় লোকজনের সাহায্য দরকার হয়েছে তার। তথ্যগুলো পাবার পর লোকগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সে একাই নিউ ইয়র্ক থেকে গোটা স্কীমটা অপারেট করতে পারবে। তবে, হ্যাঁ, সে কি করছে তা অপারেটররা জানবে। কাজেই তাদেরকে খুন

করতে বা সরিয়ে দিতে হয়েছে। রানার প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস, মেগ ফিলিপও নিহত হয়েছে, কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার লাশ।

'মাসুদ ভাই?' লাইনে রানা আছে কিনা সন্দেহ হলো পাপিয়ার।

'হ্যাঁ, বলো। ফ্রানসি লোকটা, বুঝলে, ভারি চালাক।'

'মাসুদ ভাই,' উদ্বিগ্ন পাপিয়া ইতস্তত করতে লাগল। 'মানে··· ছোটবোনের পরামর্শ হিসেবে নেবেন, অফিশিয়াল নয়–লোকটা এরইমধ্যে তিনজনকে খুন করেছে। সাবধানে থাকবেন, প্লীজ।'

এখন রানা জানে জুয়েলা মাদ্রেকে কে খুন করতে চেয়েছিল। 'চারজনকে,' বলল ও। 'আরও একজনকে করতে হবে তার। ধন্যবাদ, পাপিয়া। শোনো, জার্মানকে ডেকে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোটা ব্যাপারটা আমি ডকুমেন্ট হিসেবে রেকর্ড করে রাখতে চাই। কমপিউটর লিঙ্কের মাধ্যমে পাঠাও, এখানে আমরা ছেপে নেব সব।'

'ঠিক আছে,' বলল পাপিয়া, রানাকে সব বলতে পারায় স্বস্তি এবং হালকা বোধ করছে সে। তারপর সে অনুরোধ করল, 'একটু ধরে থাকুন, প্লীজ, সাদা টেলিফোনটা বাজছে।'

লাইনে অপেক্ষায় থাকল রানা। সাদা টেলিফোনের কল পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে আসতে পারে। সম্ভবত সাধারণ কোন ব্যাপার, আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুও হতে পারে, যাই হোক না কেন সাথে সাথে জেনে নিতে হয়।

লাইনে ফিরে এল পাপিয়া।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হেলেন জার্মান। ও কি বলতে চাইছে আপনি নাকি বুঝবেন–এইমাত্র আবার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডাটা বেস চেক করেছে, আমরা দ্বিতীয় সেট বাইটের মাধ্যমে পেমেন্ট করে দিয়েছি। বুঝতে পারছেন আপনি, মাসুদ ভাই···?'

'হ্যাঁ, পারছি,' ভারী গলায় বলল রানা। 'কত?'

'জার্মান বলছে যোগে সে তেমন ভাল না, তবে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের কম নয়···'

'ওহ্, মাই গড! পাঁচ মিলিয়ন ডলার!' রানার মনে আছে হেলেন জার্মান ওকে রিপিট ফ্যাক্টর সম্পর্কে কি বলেছিল, এই পেমেন্টটা সেই দ্বিতীয় সেট নতুন বাইটের কারসাজি।

'জার্মানকে বলো ওই কমপিউটরের সমস্ত কিছু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাই আমি। ইনভয়েস, অ্যামাউন্টস, পেয়ীস, নেমস অ্যান্ড প্লেইসেস; এভরিথিং।'

'বলছি,' সাথে সাথে জানাল পাপিয়া। 'নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন···'

ধাক্কাটা সামলে নেয়ার পর আবার চার্লি ফ্রানসির অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলো টিনা সিরিল। স্নেহমাখা হাসি দেখা গেল কেয়ারটেকারের মুখে। দ্বিতীয় বার খুঁজতে গিয়ে বারোটা ব্যাংক আর বারোটা কোম্পানীর কাগজ-পত্র পেল টিনা সিরিল, সাথে বারো সেট অথোরাইজেশন–সবগুলোয় তার সই রয়েছে, অথচ ওগুলো এর আগে কখনও

দেখেনি সে বা সই-ও করেনি।

টিনা সিরিল অত্যন্ত দক্ষ বুক-কীপার, চার্লি ফ্রানসি যে পুরানো এবং সহজ একটা পদ্ধতির মাধ্যমে জালিয়াতি করার চেষ্টা করেছে সেটা বুঝতে দেরি হলো না তার। একই অঙ্কের টাকা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে পাঠিয়েছে ফ্রানসি, এভাবে একটা ক্রেডিট সিস্টেম চালু করেছে সে। তারপর একদিন, একটা ব্যাংকে গিয়ে আরেক ব্যাংকের চেক জমা দিয়ে টাকা চাইবে সে, প্রতিবার যে-টাকা গ্রহণ করে সেই টাকার চেক—দশ হাজার ডলার। ইতোমধ্যে ক্যাশিয়ার তার চেহারা চিনে ফেলেছে, জানে লোকটা প্রায়ই বড় অঙ্কের নগদ টাকা তোলে। চার্লি ফ্রানসি দশ হাজার ডলারের চেকের বিনিময়ে নগদ দশ হাজার ডলার চাইবে, চেকটা ক্লিয়ার হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়। লোকটা পরিচিত ক্লায়েন্ট, ক্যাশিয়ার দ্বিধা না করে টাকাটা দিয়ে দেবে। পরে অবশ্য চেকটা বুমেরাঙের মত ফেরত আসবে। বারোটা চেক, প্রতিটি দশ হাজার ডলার। চার্লি ফ্রানসি পালাবে, পকেটে এক লাখ বিশ হাজার ডলার।

ফ্রানসি, ইউ বাস্টার্ড!' ফুঁপিয়ে উঠল টিনা সিরিল।

পনেরো

চার্লি ফ্রানসির খোঁজে মিডো লিমায় এল রানা। ওকে জানানো হলো, সারাদিন তাকে দেখা যায়নি অফিসে। তার খোঁজে এরপর রানা ক্রিল্লন হোটেলে পৌঁছুল।

'চার্লি ফ্রানসি, স্যার? স্যুইট থারটি? উনি তো কাল সন্ধ্যায় হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

হোটেলের লবিতেই রানাকে ধরল ওরা। কৌশলে, লবির লোকজন যাতে কিছু বুঝতে না পারে। দু'জন দু'পাশে, একজন পিছনে, তিনজনই সাদা পোশাকে। একজন ওকে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুড ইভনিং, সিনর। পুলিস চীফ আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'দেখুন,' ঝাঁঝের সাথে, চাপা সুরে বলল রানা, 'আপনাদের খেলা আর ভাল লাগছে না…'

'খেলা, সিনর?' বাঁ দিকের লোকটা বলল, দ্রুত রানার আরও কাছে সরে এল সে, দেখাদেখি ডান দিকের লোকটাও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল, হ্যাঁ, ওদিকেও একজন আছে। চেহারাই বলে দেয়, ওরা প্রফেশনাল। রানাকে নিয়ে শান্তভাবে লবি থেকে বেরিয়ে এল দলটা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হাজির করা হলো রানাকে। প্রেসিডেন্ট আগেই বিদায় নিয়েছেন। সিনর রাফায়েল পেড্রো আর পুলিস চীফ সিনর মাদ্রে লম্বা টেবিলের একধারে দুটো চেয়ারে বসে রয়েছেন। প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকল রানা, কারণ আরেকটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে গগলকে, প্রতিবাদ যা করার সেই

করবে।

'বিপদ গুরুতর,' বিড়বিড় করে বলল গগল।

'আমাদের বিপদ জুয়েলা মাদ্রের চেয়ে বেশি নয়,' জবাব দিল রানা। 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিয়ে গেছে ওরা। বোঝাই যায় নিউ ইয়র্কের লোকটার সাথে সে-ও কাজ করছে, জড়িত।'

মাথা নাড়ল গগল। 'আমার কথা তুমি বুঝতে পারোনি। পেরুতে আমাদের সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট হারানোর কথা বলছি।' টেবিলে রাখা কাগজের স্তূপটার দিকে হাত বাড়াল সে, মুখের চেহারা যেন এইমাত্র চিরতার পানি খেয়েছে। 'মে আই?' জিজ্ঞেস করল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে মৌনতা বজায় রাখলেন সিনর মাদ্রে। কাগজগুলো রানার হাতে ধরিয়ে দিল গগল। টাইটেল রয়েছে—'দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট'। নিঃশব্দে পড়তে শুরু করল রানা।

বিশ মিনিট লাগল। বিষয়বস্তু সতর্কতার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, সহজবোধ্য। কোন সন্দেহ নেই, মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের আন্তর্জাতিক যে সুখ্যাতি রয়েছে, পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হলে তার বারোটা বেজে যাবে। কাগজগুলো টেবিলে রেখে দিল রানা, চেহারায় স্তম্ভিত একটা ভাব। সিনর রাফায়েল পেদ্রো ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন।

তিনি নিজের নাম উচ্চারণ করে জানালেন, 'আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। তিনিও ডকুমেন্টটা দেখেছেন। কি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সে-ব্যাপারে একমত হওয়ার জন্যে প্লীজ ডকুমেন্টের সার-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে।

'ব্লু প্রিন্টটা তৈরি করা হয়েছে মিডো জুরিখ আর মিডো লিমার টপ ম্যানেজমেন্টের জন্যে। জিনিসটা ছাপা হয়েছে লিমায়, আপনাদের একটা মেশিনে। আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চান আপনারা, সেজন্যে এই ব্লু প্রিন্টে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, এরইমধ্যে পদক্ষেপগুলো নিতেও শুরু করেছেন। আলোচ্য পণ্যদ্রব্যগুলো আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ। বুঝতেই পারছেন আমি আয়রন, স্টীল, সিলভার, কপার, লেড, জিঙ্ক, অ্যানটিমনি, ফিশ-মীল ফার্টিলাইজার, নাইট্রেটস, সুগার আর কটনের কথা বলছি। সংক্ষেপে, করার মধ্যে এইটুকু করেছেন আপনারা—পরিমাণে অতিরিক্ত কিনতে চেয়ে আমাদের উৎপাদকদের আপনারা অতিরিক্ত উৎপাদনে যেতে বাধ্য করেছেন। বিপুল পণ্যদ্রব্যের চাহিদা জানিয়ে বড় বড় অর্ডার দিয়েছেন আপনারা, উৎপাদন সামর্থ্য বাড়াবার জন্যে কারখানা বড় করার প্রস্তাব রেখেছেন, এবং পুঁজি বাড়ানোর জন্যে আমাদের কোম্পানীগুলোকে বিপুল পরিমাণে লোন দিয়েছেন।

'এখন, হঠাৎ করে আপনারা বড় সব অর্ডার বাতিল করে দিয়ে লোন ফেরত চাওয়ার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন, ফলে আমাদের প্রডিউসারদের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প থাকবে না। আমেরিকা এবং জুরিখে গোপন চুক্তি করেছেন আপনারা, যাতে আমাদের কোম্পানীগুলো বিপদের সময় মানি-মার্কেট থেকে টাকা ধার করতে না পারে। যে-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব আপনারা রেখেছেন তার

মধ্যে আরেকটা হলো, আমাদের মুদ্রা সম্পর্কে জোরাল গুজব ছড়ানো হবে, যার ফলে আমরা মুদ্রামান হ্রাস করতে বাধ্য হব। এই সব পদক্ষেপ যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে নতজানু করতে ব্যর্থ হয়, আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সারা দেশে জাল নোট ছড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো। আমরা যখন তলিয়ে গিয়ে হাবুডুবু খাব, আপনারা তখন এগিয়ে এসে আমাদের কোম্পানীতে আপনাদের শেয়ার সম্পর্কিত অধিকার দাবি করবেন অথবা সরাসরি কিনে নেবেন কোম্পানীগুলো, ভাব দেখাবেন জনহিতকর একটা কাজ করছেন।

'এই মুহূর্তে সব কিছু চেক করে দেখা সম্ভব নয়, জানা কথা, তবে ইউ.এম.পি-র ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মেশিনপত্র কেনার জন্যে ইউ.এম.পি-কে আপনারা একশো মিলিয়ন সোলস লোন দিয়েছেন। এগুলো নতুন মেশিন, কেনার দরকার হয় কারণ আপনারা অতিরিক্ত চাহিদার কথা জানিয়ে বড় বড় অর্ডার দিয়েছেন। লোন দেয়ার শর্ত ছিল, চাওয়া মাত্র টাকাটা ইউ.এম.পি. আপনাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে, ঋণস্বীকার পত্রে আপনাদের এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ইউ.এম.পি-র শেয়ার কিনে নেয়ার অধিকারও আপনাদের দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে।

'এই মুহূর্তে, আমাকে জানানো হয়েছে, লোন ফিরে চাওয়ার ব্যাপারে মিডোর সামনে কোন বাধা নেই। এবং ইউ.এম.পি. যদি টাকা ফেরত দিতে না পারে তাহলে অবশ্যই আপনারা হয় কোম্পানীটা দখল করবেন, নাহয় বন্ধ করে দেবেন। আপনাদের কমপিউটরই ইউ.এম.পি-র অ্যাকাউন্টস প্রসেস করে, কাজেই ইউ. এম.পি-র ব্যালেন্স শীট কি অবস্থায় রয়েছে তা আপনারা প্রতিমুহূর্তে জানতে পারছেন, ফলে ইউ.এম.পি-র ফান্ড যখন সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ে থাকবে তখনই আপনারা ধার দেয়া টাকা ফেরত চাইবেন। ইউ.এম.পি. যদি জুরিখ ব্যাংক এবং ওয়ালস্ট্রীট ফান্ডের নাগাল না পায়, এই দেশ যদি মুদ্রাস্ফীতিতে কাহিল হয়ে পড়ে, আমাদেরকে যদি মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘোষণার প্রস্তুতি নিতে হয়, তাহলে ইউ.এম.পি, আমাদের সর্ববৃহৎ প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি, সরাসরি আপনাদের হাতে চলে যাবে। তারমানে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম তখন এককভাবে পেরুর প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করবে। আর, এটা শুধু একটা মাত্র উদাহরণ। এরকম আরও বহু আছে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, দু'হাতের আঙুলগুলো এক করলেন। তাঁর বক্তব্য যে ডকুমেন্টের নিখুঁত সারমর্ম সে-ব্যাপারে ওরা সবাই একমত হলো। গভীর চিন্তামগ্ন চেহারা নিয়ে গগলের দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হতে মৃদু মাথা ঝাঁকাল গগল। পরস্পরকে বুঝতে পারছে ওরা। যা সাধারণত ঘটে, রানা কথা বলতে শুরু করায় গগল শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল।

ইউ.এম.পি-র সাথে মিডোর সম্পর্ক চিরকালই অত্যন্ত ভাল,' বলল রানা। 'আমরা ওদের ম্যানেজমেন্ট এবং প্রোডাক্ট পছন্দ করি। চুক্তিটা হয় পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সন্তুষ্টির মধ্যে। ইন্ডাস্ট্রি বড় করার জন্যে পুঁজির দরকার হয় ওদের, আমরা তা যোগান দিই। লোনটা ফেরত চাওয়ার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, আর কোম্পানীটাকে দখল করে নেয়ারও কোন প্রশ্ন আসে না।'

'আপনি বলছেন বটে আপনাদের কোন ইচ্ছে নেই, সিনর রানা,' সিনর পেড্রো বললেন, 'কিন্তু অস্বীকার করতে পারছেন না যে সে আইনসঙ্গত অধিকার মিডোর রয়েছে–চাওয়া মাত্র লোন ফেরত দিতে না পারলে সেই মুহূর্তে ইউ.এম.পি. আপনাদের দখলে চলে যাবে। আমরা সবাই মরণশীল মানুষ, সিনর রানা। আমি মেনে নিতে রাজি আছি যে মিডোর বর্তমান বোর্ড অভ ডিরেক্টররা সদিচ্ছা থেকেই চুক্তি করেছিল, কিন্তু বর্তমান বোর্ড অভ ডিরেক্টর কতদিনের জন্যে স্থায়ী? আমাকে জানানো হয়েছে আপনি যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন তাতে মাঝে মধ্যেই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে শারীরিক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। আমি ভাবতেও কেঁপে উঠছি, যদি পেরুর বদলে ব্রাজিলে ঠিক এই পরিস্থিতিতে পড়তে হত আপনাকে...?'

পেরুতে শ্রমিক অসন্তোষ কম, শ্রমও খুব সস্তা, এবং ইউ.এম.পি. কর্তৃপক্ষের সাথে মিডোর সম্পর্ক প্রথম থেকেই অত্যন্ত মধুর, চুক্তিটা বাস্তবে রূপ নেয়ার পিছনে এ-সবের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মিডো বোর্ড আসলেও চেয়েছিল ইউ.এম.পি. নিজের পায়ে দাঁড়াক। কিন্তু এ-সব রানা ব্যাখ্যা করবে কিভাবে? শুধু যদি চুক্তির ভাষার ওপর চোখ বুলানো হয়, কেউ যদি দুটো কোম্পানীর বিশেষ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে না পারে, চুক্তিটাকে সত্যি সন্দেহজনক বলেই মনে হবে। যে-কোন মুহূর্তে লোন ফেরত চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে মিডো। সমস্ত শেয়ার কিনে নেয়ার অধিকারও। যদিও সেরকম কোন ইচ্ছে মিডোর ছিল না বা নেই।

'প্রিন্টআউটের অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলা যাক,' বলল রানা। 'তার আগে ধন্যবাদ জানাই, অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে। আমি এবং সিনর ভিনসেন্ট গগল, দু'জনেই আমরা মিডোর ডিরেক্টর, ওই কোম্পানী যদি কোন অন্যায় করে থাকে তার দায়-দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। কিন্তু এই মুহূর্তে, বোর্ডের আর সবার সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না থাকায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছি, কোম্পানীর তরফ থেকে নয়। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, ভিনসেন্ট গগল নিজের বক্তব্য রাখবেন।' কিছু না, স্রেফ কার্টেসি রক্ষার জন্যে কথাগুলো বলা, পেরুভিয়ানরা এ-ধরনের আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার খুব মূল্য দেয়। এ-ব্যাপারে মিডোর তরফ থেকে তার কর্মচারী এবং ডিরেক্টরদের নির্দেশও দেয়া আছে। লিমায় যখন আছ, সব সময় কার্টেসি বজায় রাখবে, বড় বড় পার্টি দেবে, দামী পোশাক পরবে, ভাব দেখাবে যেন বিনয়ের অবতার। 'এই প্রিন্টআউট আগে কখনও দেখিনি আমি। এই কামরায় ঢোকার আগে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমার কিছু জানা ছিল না। এটা তৈরি করার ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই।' গগলের দিকে তাকাল রানা।

একই ভাষায় গগলও রানার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল।

এরপর রানা বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, মিডো যদি সত্যি কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া ইউ.এম.পি. দখল করে নেয়ার কোন পদক্ষেপ নেয়, আমি পদত্যাগ করব।'

আবার রানার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল গগল।

'আমাকে তাহলে সরাসরি একটা প্রশ্ন করতে দিন,' সিনর রাফায়েল পেড্রো বললেন। 'প্রিন্টআউটটা আপনাদের মেশিনে ছাপা হয়নি বলে দাবি করছেন-

আপনারা?'

টাইটেল পেজটা আলোর সামনে ধরে খুঁটিয়ে দেখল রানা। মিডোতে ওরা ওয়াটারমার্ক দেয়া যে কাগজ ব্যবহার করে, এটা সেই কাগজই। হেডিংগুলো পরীক্ষা করল ও, মিডো যে টাইপফেস ব্যবহার করে এখানেও হুবহু তাই ব্যবহার করা হয়েছে, পাইকা অ্যামব্যাসাডর। তবে অনেক কমপিউটরের টাইপরাইটারই পাইকা অ্যামব্যাসাডর টাইপফেস ব্যবহার করে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল রানা। এটাও একটা প্রিন্টআউট, চার্লি ফ্রানসির পরিষ্কার করা ডাটা বেস থেকে চার্লি ফ্রানসির মাধ্যমেই রানার হাতে এসেছে। দুই সেট টাইপ মেলাল রানা। ওর পার্কার পেনের মাথায় একটা লেন্স তৈরি করা আছে, নমুনাগুলো বড় আকারে দেখতে পাবার জন্যে লেন্সটা ব্যবহার করল ও। এফ অক্ষরটা লাইনের সামান্য ওপরে, ও অক্ষরটা ডান দিকে বাম দিকের চেয়ে একটু বেশি মোটা। 'হ্যাঁ, ডকুমেন্টটা আমাদের প্রিন্টআউট মেশিনেই ছাপা হয়েছে।'

'কমপিউটর মেশিনে কিছু ছাপছে, কখনও তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার,' বললেন রাফায়েল পেড্রো, তাঁর হাবভাব শান্ত এবং নরম। 'যদি ব্যবস্থা করা যেত...'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এখুনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

গগলের দিকে তাকাল রানা। দু'জনেই ওরা সিনর রাফায়েল পেড্রোর উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছে। গগল কি আরও সামনে বাড়ার আগে ব্যারনেস লিনার সাথে আলোচনা করে নিতে চায়? রানা হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। ভিক্টর মার্ভিনকে নিয়ে ব্যারনেস লিনা এই মুহূর্তে মিডোর আলফায় রয়েছে, জাপান থেকে অস্ট্রেলিয়ার পথে। ইচ্ছে করলে ওরা টেলিফোন বা কমপিউটরের সাহায্যে কথা বলতে পারে তার সাথে। আলফায় একটা প্রিন্টআউট মেশিন আছে, মিডোর যে-কোন কমপিউটরের ইনকামিং সিগন্যাল গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে ওরা গোটা পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট 'ট্র্যান্সমিট' করতে পারবে। কিন্তু কল্পনায় রানা দেখতে পেল স্যাটেলাইটে পাঠানো ডকুমেন্টটা মেগা-বক্সের সাহায্যে চার্লি ফ্রানসিও গ্রহণ করছে।

মাথা নাড়ল ও। 'আমার কলিগ যদি রাজি হন, আপনাকে আমাদের একটা মেশিনের কাছে নিয়ে যেতে পারি আমি, সিনর পেড্রো। ওখানে গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পারেন কিভাবে কাজ করে ওটা।'

জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করতে যাচ্ছে চার্লি ফ্রানসি, তারপর আপাতঃদৃষ্টিতে নিজেকে খুন করবে সে। সেজন্যে কয়েকজন সাক্ষী দরকার হবে তার। সে জানে, পাঁচ মিলিয়ন ডলার কামাবার জন্যে যে-পথ সে অবলম্বন করেছে তার সন্ধান অচিরেই পেয়ে যাবে মাসুদ রানা, জেনে ফেলবে সে টি. সিরিলের নাম ব্যবহার করেছে। কাজেই ওই নামের একটা সুতো সাবধানে ছেড়ে এসেছে সে গাড়িটা ভাড়া করার সময়। যখন দেখল লিমা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জুয়েলা মাদ্রের গাড়ি, আপনমনে হাসল সে। খোলা রাস্তায় কাজটা করা যাবে না, আশপাশে যথেষ্ট লোকজন থাকার সম্ভাবনা কম, কিন্তু প্যান আমেরিকান হাইওয়ে আঁকড়ে থাকলে জুয়েলা মাদ্রেকে

কোন না কোন শহরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, এবং কোথাও না কোথাও গাড়ি থেকে নামতে হবে তাকে। দীর্ঘ হাইওয়ের কোথাও সুযোগ পাওয়া গেল না, ফেরারীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যেন কোন ভূতে পাওয়া উন্মাদিনী। চার্লি ফ্রানসি একটা এমজি এম চালাচ্ছে, কয়েকবারই দৌড় প্রতিযোগিতায় ফেরারীর কাছে হেরে গেল সেটা। পিসকোয় পৌছুল চার্লি ফ্রানসি, ফেরারীটাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তুফান বেগে এল আইকায়, দেখল স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল ফেরারী। সম্ভবত মুখে কিছু দেয়ার জন্যে থেমেছিল জুয়েলা মাদ্রে।

অ্যারিকুইপায় পৌছে দেখল, একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেরারী। ভেতরে ঢুকে খোঁজ নিয়ে জানল, খাতায় নাম লিখিয়েছে জুয়েলা মাদ্রে। এরপর কষ্টকর একটা রাত কাটাল সে গাড়িতে। গায়ে কম্বল, কখনও ঢুলছে, কখনও চোখ মেলে সিগারেট ধরাচ্ছে, ফেরারীর দিকে নজর। সকালে যদি শহর দেখতে বেরোয় জুয়েলা মাদ্রে, পায়ে হেঁটে, তাহলে একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। সরাসরি তার গায়ের ওপর গাড়ি তুলে দেবে সে, দিনে-দুপুরে এবং লোকজনের সামনে, তারপর চলে যাবে মোলেনডো উপকূলে। ওখানে পৌছে একটা পাহাড়ের মাথা থেকে ফেলে দেবে এমজিএম। পুলিস গাড়িটা উদ্ধার করবে, কিন্তু লাশ পাবে না, ধরে নেবে স্রোতে ভেসে অন্য কোন দিকে চলে গেছে। কিন্তু সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে, সাঁতরে উঠে আসবে তীরে। সেখান থেকে চিলির পথ ধরবে সে, দূরপাল্লার যে-কোন একটা ট্রাক লিফট দেবে তাকে।

রাতটা গাড়ির ভেতর কাটানোয় ধারণার বাইরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল চার্লি ফ্রানসি। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রে বাজারে পৌঁছুলেও, সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাকে খুন করতে ব্যর্থ হলো সে। গাড়ি নিয়ে আবার হোটেলের কাছাকাছি ফিরে আসার পর দেখল পুলিস পৌছে গেছে। দেখল পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, পুনোর পথ ধরল। অরমানে লেক টিটিকাকা পেরুবার জন্যে হাইড্রোফয়েল-এ চড়বে মেয়েটা।

আপনমনে আবার একবার হাসল চার্লি ফ্রানসি। দেখে যেন মনে হচ্ছে সে কি চায় জুয়েলা মাদ্রে জানে। টিটিকাকার ওপর হাইড্রোফয়েল তার উদ্দেশ্য পূরণে দারুণ সহায়তা করবে। গাড়ি নিয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়ার চেয়ে আরও নিরাপদে কাজ সারতে পারবে সে।

মিডোর কমপিউটর সেট-আপ দেখে মুগ্ধ হলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, তবে তাঁর প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল যতটুকু ভাব দেখান কমপিউটর সম্পর্কে তারচেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি। 'এটার মত কোন ডকুমেন্ট আছে আপনাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'মেশিনটা কিছু ছাপছে দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

কমপিউটর প্রোগ্রামার পেরুভিয়ান প্রিন্টআউটের দিকে তাকাল, সাথে করে ওটা নিয়ে এসেছেন সিনর পেড্রো। তবে অবশ্যই খোলা অবস্থায় নয়।

'হ্যাঁ, আছে,' বলল প্রোগ্রামার, 'স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ-এর সাইজ বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'সেটা আবার কি জিনিস?'

জবাব দিল রানা, 'মিডো কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে বিদেশে কোথাও কর্মচারীরা যেন কারও সাথে বেয়াদপি না করে। কর্মচারীরা কি ধরনের আচরণ করবে তার একটা লিখিত ডকুমেন্ট আছে—"স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ"।'

'পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া আর ভেনেজুয়েলায় মিডোর যারা কর্মচারী তাদের জন্যে তৈরি করা এক সেট নির্দেশ রয়েছে আমার কাছে,' বলল অপারেটর। 'আপনাকে আমি এটা ছেপে দেখাতে পারি...'

সিনর রাফায়েল পেড্রো মহা খুশি। 'হ্যাঁ, দেখতে চাই।' ইঙ্গিতে হাই-স্পীড প্রিন্টআউট মেশিনটা দেখাল অপারেটর। সংখ্যার একটা তালিকা ছাপছে ওটা, প্রতি মিনিটে একশো লাইন। 'ইউ.এম.পি-র কাজ করছি আমরা,' অপারেটর বলল। এক্স-রে ক্রিসটালোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্যারামিটার অ্যানালাইসিস। আধ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর প্রিন্টার থামল। ট্রলি নিয়ে মেশিনের পিছনে হাজির হলো একজন অপারেটর, ছাপা শেষ পাতাটা ছিঁড়ে নিল। ছাপা কাগজগুলো ট্রলিতে করে রেখে এল সে। এরপর লোকটা মেশিনের পিছনে তাকাল যেখানে লেখা রয়েছে পরবর্তী প্রিন্টআউটের জন্যে ক'টা কাগজ লাগবে। চব্বিশটা পাতা। কাগজের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, যথেষ্ট রয়েছে। মেশিনের পিছনের একটা বোতামে চাপ দিল অপারেটর।

প্রিন্টআউট শুরু হলো, কী-গুলো এত দ্রুত নড়ছে, মনে হলো একবারেই গোটা একটা লাইন ছাপা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম পাতায় থাকল একগাদা কোড নাম্বার আর অক্ষর, যে ডকুমেন্টটা আসছে তার পরিচয় জানিয়ে দিল, জানিয়ে দিল মোট কত বাইট থাকবে ওটায়, ইত্যাদি। দ্বিতীয় পাতায় ডকুমেন্টের টাইটেল। স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ। আ মিডো পাবলিকেশন। কপিরাইট রিজার্ভড। ডিসট্রিবিউশন, স্টাফ ওনলি। সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশম এন ফাইভ অ্যান্ড অ্যাবাভ। তারপরই প্রিন্টআউট মেশিন হেঁচকি তুলে একটা পাতা বাদ দিয়ে গেল।

'ফর গডস সেক সুইচ ইট অফ,' চিৎকার করে বলল রানা, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ও। ওর কথা শেষ হয়নি, চতুর্থ পাতাটা উদয় হলো। টাইটেলে লেখা রয়েছে—দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট।

সিনর রাফায়েল পেড্রোর হাতে ধরা ডকুমেন্টটার হুবহু নকল ওটা।

সম্মোহিত রানা দেখল, মেশিনে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে ডকুমেন্টটা। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, মেশিনটাকে থামানোর কোন উপায় জানা নেই। প্রিন্টআউট শেষ হতে মাত্র দু'মিনিট লাগল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল মেশিন, নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর।

গগল, হতভম্ব, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'তুমি জানতে, রানা,' অভিযোগ করল সে। 'জানতে ডকুমেন্টটা মেশিনে আছে।'

অস্বীকার করতে পারল না রানা। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ, বোধহয় জানতাম,' বিড়বিড় করে বলল ও।

পুনোর ট্যুরিস্ট অফিসে এল চার্লি ফ্রানসি, টিটিকাকা হাইড্রোফয়েলের ওপর ছাপা একটা পুস্তিকা নিল ওদের কাছ থেকে। জলযানটিকে চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একটা কোম্পানীকে, সেই কোম্পানীর অফিসে এসে জানাল, সে একজন এঞ্জিনিয়ার, জিজ্ঞেস করল তাদের কাছে হাইড্রোফয়েলের ডিটেলস ড্রইং আছে কিনা। তারা তাকে সবগুলো সার্ভিস প্ল্যান দেখাল, সাথে গাইড দিয়ে পাঠাল বোটটা দেখার জন্যে, এবং বিনা খরচায় খানিকটা ঘুরে আসার প্রস্তাবও দিল।

'আমিও একদিন আপনাদের চড়াব,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

সারাটা রাত সিনর পেড্রো, সিনর মাদ্রে আর গগলের সাথে কাটাল রানা; ব্যাখ্যা করল ঠিক কিভাবে কাজটা করা হয়েছে। জুরিখের সাথে একটা লাইন খুলে দিল ও, হেলেন জার্মানের সাথে কথা বললেন রাফায়েল পেড্রো। ওর নির্দেশ পেয়ে হেলেন জার্মান ক্ষতিকর নয় এমন কিছু অ্যাকাউন্টস ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটা ডাটা বেস সাজাল। অ্যামস্টারডামে অনুষ্ঠিত কমপিউটর সিম্পোজিয়াম সম্পর্কে ওর সন্দেহের কথা জানাল ওদেরকে, তারপর অনভ্যস্ত আঙুলের সাহায্যে বোতামে খোঁচা দিয়ে বের করে আনল ইনস্ট্রাকশনগুলো, যেগুলো অ্যাকাউন্টস বদলে দেবে। ইনস্ট্রাকশনগুলো জুরিখে পাঠাল রানা, বদলানো ডাটা বেস ওর কাছে ফেরত পাঠাল হেলেন জার্মান, প্রতিটি বাইটের মাঝখানে ওর দেয়া ইনস্ট্রাকশন ঢোকানো হয়েছে। এরপর প্রিন্টারে অ্যাকাউন্টস ছাপতে দিল রানা, প্রথমে দ্বিতীয় সেট বাইটের সাহায্যে, তারপর প্রথম সেট বাইটের সাহায্যে। দুটো অ্যাকাউন্টের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেল এক লাখ সোলস-এর। দুটো অ্যাকাউন্টই ওদেরকে দেখাল রানা।

প্রতিবাদ জানালেন রাফায়েল পেড্রো। 'কেন কেউ এক লাখ সোলস চুরি করতে যাবে?' তিনি বলতে চাইছেন কেন কোন মাদ্রে।

'গোটা ব্যাপারটা আমি হয়তো আরও আগে জানতে পারতাম,' বলল রানা, 'কিন্তু এই অ্যাকাউন্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়েই সময় নষ্ট করেছি। শুনুন, আপনার কাজিন কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে ছিলেন। তাঁর কাছে প্রস্তাবটা আসে যুবকদের একটা গ্রুপ থেকে। তারা তামাশা করার ভাব দেখিয়ে বলে, এসো আমরা এক মিলিয়ন ডলার চুরি করি। গ্রুপের লীডার ছিল মিডোর একজন স্টাফ। একধরনের খেলার মত, মজা হবে ভেবে তাদের সাথে যোগ দিতে রাজি হলেন জুয়েলা মাদ্রে। ওই পর্যায়ে ব্যাপারটা ছিল অ্যাকাডেমিক এক্সপেরিমেন্ট। সবাই মিলে এই ডাবল ইনভয়েস সিস্টেমটা চালু করল ওরা। কিন্তু পরে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে জুয়েলা মাদ্রে উপলব্ধি করলেন ইনভয়েস ছাড়াও অন্যান্য কাজে সিস্টেমটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি হয়তো সম্পূর্ণ নির্দোষ একটা ডকুমেন্টকে বদলে পলিটিক্যাল বোমায় পরিণত করাও সম্ভব, যার সাহায্যে মিডোকে পেরু থেকে উৎখাত করা যাবে।'

'ফর গডস সেক, কেন সে তা করতে চাইবে?'

গগলের দেয়া পার্টিতে জুয়েলা মাদ্রের সাথে কথা হয়েছিল রানার। মেয়েটা যে

জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পেরু পেরুবাসীদের জন্যে, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই নিজেদের চেষ্টায়, বিদেশী পুঁজি আমরা চাই না—কোন সন্দেহ নেই গোপন বৈঠকে এ-সব কথাবার্তাই জোর গলায় উচ্চারণ করা হয়। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছিলেন, প্রেসিডেন্ট ডকুমেন্টটা পড়েছেন।'

'হ্যাঁ। ইতিমধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে গেছে গাদা গাদা ফটোকপি। আজ রাতে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট।'

'আপনার কাজিন,' সিনর মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কখনও কি রাজনীতি করেছেন? অ্যাকটিভলি? তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন—লেফট অর রাইট?'

'লেফটিস্ট? একজন মাদ্রে? আমরা লিবারেলস সিনর, তবে অতটা লিবারেল নই!'

নতুন কোন খবর নয়, ভাবল রানা। যার অঢেল আছে বা প্রচুর রোজগার করতে জানে, সে কোন্ দুঃখে সম্পদের সমবন্টনে রাজি হতে যাবে? তবে এদের ভাঁড়ামিটা হলো সমাজের অধোগতি, বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইত্যাদি নিয়ে আর সবার চেয়ে বেশি হৈ-হল্লা করা। এদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসও করে যে তার হৃদয়ের গভীরে গরীবদের জন্যে বিপুল দয়ামায়া আছে, এবং টেলিভিশনে বা খবরের কাগজে দুঃস্থদের করুণ ছবি দেখে কেউ কেউ কেঁদেও ফেলে। তুমি গরীবের শত্রু, এ-কথা শুনলেও বোধহয় তারা কেঁদে ফেলবে, রাগে। 'আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার কাজিন কোন ধরনের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন কিনা।'

'মাদ্রে পরিবারে কোন মেয়ে রাজনীতি করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না···'

কিন্তু রানা জানে জুয়েলা মাদ্রে আর দশটা মেয়ের মত নয়, জানে সিনর মাদ্রে পুরোপুরি সত্যি কথা বলছে না। বিদুষী, কমপিউটর নিয়ে পড়াশোনা করেছে, ঘুরেফিরে দেখা আছে দুনিয়াটা, পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িতে একা বাস করে। ডান হোক আর বাম, জুয়েলা মাদ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি একটা না থেকেই পারে না। 'প্রমাণ করতে পারব কিনা সন্দেহ,' বলল ও। 'সে-চেষ্টা করব কিনা তা-ও জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, এই ডাটা বেসে যে কৌশলটা করা হয়েছে তার জন্যে আপনার কাজিন জুয়েলা মাদ্রেই দায়ী, সিনর।'

'উদ্ভট! উদ্ভট এবং অবাস্তব!' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন পুলিস চীফ। 'কিসের আশায়, কিসের লোভে এ-ধরনের একটা কাজ করতে যাবে···'

'লোভ নয়, সিনর, লাভ,' বলল রানা। 'এবং যে লাভ তিনি চেয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে পেয়েও গেছেন। লাভটা হলো পাবলিসিটি, বিশেষ এক ধরনের পাবলিসিটি। তিনি বুদ্ধিমতী, ভুলে যাবেন না। ইউ.এম.পি-র সাথে আমরা যে চুক্তি করেছি সেটা দেখার সাথে সাথে ওটার সম্ভাব্য তাৎপর্য ধরে ফেলেন তিনি। কথা তো সত্যি, যে-কোন সময় চাইলেই মিডো দখল করে নিতে পারে ইউ.এম.পি., স্রেফ অর্ডার বাতিল করে এবং লোন ফেরত চেয়ে। লোন শোধ করতে সমর্থ হবে না ইউ.এম.পি, তখন আইন অনুসারেই স্টক অপশন প্রয়োগ করে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ

গ্রহণ করব আমরা।

'এটা পেরুর আরও সাতটা কোম্পানীর বেলায়ও সত্যি, যাদের সাথে মিডোর চুক্তি রয়েছে। মেভেজ স্টীল করপোরেশনের কথা ধরুন। ওদেরকে আমরা একটা ব্লাস্ট ফারনেস বসিয়ে দিয়েছি, এখনও ওরা টাকা শোধ দিতে পারেনি। কিংবা ধরুন ফরচুন রিমাক মাইনের কথা। সেপারেটর প্ল্যান্ট আর বল মিল-এর জন্যে লোন দিয়েছি আমরা। কেমিক্যাল প্ল্যান্ট বসিয়ে দিয়েছি...উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। কথা দাঁড়াল, হ্যাঁ, শুধু লোন ফেরত চেয়ে পেরুর প্রধান প্রধান ইন্ডাস্ট্রিগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারি আমরা।

'আপনার কাজিন ব্যাপারটা উপলব্ধি করেন, এবং সরকারকে সচেতন করার জন্যে সম্ভাব্য নাটকীয় পথ বেছে নেন। তাঁর মাথা থেকে পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট বেরিয়ে এল। ডকুমেন্টটা তিনি নিজে রচনা করেছেন, এবং লিখেছেন আমাদের কমপিউটরে। তার উদ্দেশ্য যে পূরণ হয়েছে, আজ রাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। মন্ত্রীসভার মীটিঙে, আপনাদের সরকার জরুরী একটা আইন জারি করবে, তাতে আমরা যে-ধরনের চুক্তি ইউ.এম.পি. বা অন্যান্য কোম্পানীর সাথে করেছি সে-ধরনের চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বলা হবে, ধার দেয়া টাকা ফেরত পাবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে স্টক এবং নিয়ন্ত্রণ খরিদ করার অধিকার কোন বিদেশী কোম্পানীর থাকবে না।'

দুই সিনরকে বোঝাতে রাত প্রায় কাবার হয়ে গেল রানার, তারপর গগলকে বোঝাতে হলো ডকুমেন্টটা রচনা করার ব্যাপারে ওর কোন ভূমিকা নেই। ভোর পাঁচটায় মিডো একটা বোর্ড মীটিঙে বসল। মীটিং বসল মিডো লিমার বড়সড় এক অফিস কামরায়, সশরীরে উপস্থিত থাকলেন লিমার পুলিস চীফ, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী, মাসুদ রানা এবং ভিনসেন্ট গগল। উপস্থিত থাকল মিডোর বোর্ড অভ ডিরেক্টরের চেয়ারপারসন এবং তার বিশেষ উপদেষ্টা ভিক্টর মার্জিন, যদিও সশরীরে নয়। ওরা দু'জন মিডো আলফায় রয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে সরাসরি পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে। মিডো বোর্ড একটা মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট। লোন সংক্রান্ত চুক্তি সংশোধনের প্রস্তাব করা হলো, প্রস্তাবে বলা হলো যে-সব পেরুভিয়ান কোম্পানীকে লোন দেয়া হয়েছে তা চাওয়ামাত্র ফেরত পাওয়ার অধিকার ত্যাগ করবে মিডো, কোম্পানীগুলো তাদের সুবিধে মত সময়ে লোন পরিশোধ করবে, তবে শোধ করতে হবে একশো বছরের মধ্যে। প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে গেল।

সকাল ছ'টায় পেরুর প্রেসিডেন্ট বিশেষ একটা ডিক্রি জারি করলেন, তাতে বলা হলো কোন বিদেশী উৎস থেকে দেশী কোম্পানীর ঋণ গ্রহণ করার চুক্তি যদি স্টক কিনে নেয়ার শর্তযুক্ত হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে, এবং এখন থেকে এ-ধরনের চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এক হাজার মিলিয়ন সোলসের পেরুভিয়ান ন্যাশনাল ফান্ড গঠনের কথাও ঘোষণা করা হলো, ষোলো আনা দেশীয় কোম্পানীগুলো নতুন প্ল্যান্ট বা মেশিনারি বসানোর কাজে ওই ফান্ড থেকে টাকা ধার করতে পারবে।

'এই সিদ্ধান্তের পিছনে আমার কাজিনের যে অবদান,' এক গাল হেসে বললেন সিনর মাদ্রে, 'তা যদি কোনদিন প্রকাশ পায়, ন্যাশনাল হিরোইন হয়ে যাবে সে।' পুলিস চীফ আক্ষরিক অর্থেই আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করলেন।

তাকে থামিয়ে দিলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো। 'ভবিষ্যতে কখনও পেরুভিয়ান প্রিন্টআউটের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করা হবে না।'

তাঁর সাথে একমত হলেন সিনর মাদ্রে।

'তবে,' সিনর পেড্রো বলে চললেন, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রেসিডেন্টের সামনে আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ রহস্য উন্মোচিত করায় সিনর মাসুদ রানার প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন। এবং কোন সন্দেহ নেই তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হবেন না।'

'তারমানে, রানা,' ফোড়ন কেটে ফিসফিস করে বলল গগল, 'ওরা তোমাকে 'অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান-এ ভূষিত করবে।' হাসছে সে। 'তারমানে, তোমাকে আমার কম্প্যানিয়ন শেভ্যালিয়্যার বলে ডাকতে হবে।'

রানা অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা করছে। লিমার চলতি পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ সময় অজ্ঞ রয়েছে ও। 'সিনর মাদ্রে,' পুলিস চীফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আপনার সাহায্য দরকার আমার। গোটা ব্যাপারটা আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিসের এক লোকের মাথা থেকে বেরিয়েছিল, আপনার কাজিন সেটা অ্যাক্সেপ্ট করে। লোকটা আমাদের কোম্পানী থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে। পাঁচজন লোক জানত কাজটা কিভাবে করেছে সে। তাদের মধ্যে চারজন হয় মারা গেছে নয়তো নিখোঁজ হয়েছে। বাকি একজন হলেন আপনার কাজিন।'

'আপনার এই লোক, বলছেন, নিউ ইয়র্কে আছে?'

'না, সিনর মাদ্রে। সে এখানে, লিমায়।'

ষোলো

পুলিস হেলিকপ্টারে চড়ে সান ক্রিস্টোবালে পৌঁছুল ওরা। 'আমার মিসট্রেস চলে গেছে,' ছলছল চোখে বলল এডনা। কোথায় তা সে জানে না।

পুলিস জুয়েলা মাদ্রে আর চার্লি ফ্রানসির ফটোগ্রাফ বিলি করল। চার্লি ফ্রানসির ফটোটা আনানো হয়েছে মিডো নিউ ইয়র্কের স্টাফ ফাইল থেকে। এয়ারপোর্টে লোক পাঠিয়ে চেক করে করে দেখা হলো ইমিগ্রেশন ফাইল। হোর্স শাভেজ এয়ারপোর্ট থেকে যারাই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে চড়ল, তাদের অজ্ঞাতে প্রত্যেকের ফটো তোলা হলো। হাইজ্যাকার বিরোধী ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে ডিপারচার গেটের কাছে লুকিয়ে রাখা ছিল ক্যামেরাটা।

চারজন আবার ওরা পুলিস চীফের অফিসে মিলিত হলো।

'দেশ ছেড়ে পালাতে হবে আপনাকে,' সিনর মাদ্রেকে বলল রানা। 'কিভাবে

পালাবেন?'

'গাড়িপথে হয় ইকুয়েডর নয়তো চিলিতে যাব, প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে। লোকাল ফ্লাইটও ধরতে পারি–লিমা থেকে ইকুইটস, সেখান থেকে প্লেন বদলে ব্রাজিল। গাড়িপথে অ্যারিকুইপা যাব, রাতটা থাকব ওখানে, তারপর হাইড্রোফয়েলে চড়ে লেক টিটিকাকা পেরিয়ে বলিভিয়ায় চলে যাব। পালাতে চাইলে, পথের কোন অভাব নেই। সাহস থাকলে পাহাড় টপকেও যেতে পারি আমি। জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়া যায়, আমাজনের তীর ধরে, কিন্তু তাতে বিপদ হতে পারে...'

যে লোক পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে, বিপদের ঝুঁকি সে নেবে না। নিরাপদে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তা না হলে টাকাটা খরচ করবে কে!

একের পর এক রিপোর্ট আসছেই। কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, কোনটা নয়, সবগুলোই অসমাপ্ত। প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখা গেছে জুয়েলা মাদ্রেকে। দেখা গেছে চার্লি ফ্রানসিকে। ক্যালে কাপুনে এক দম্পতি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে, সারারাত ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে তারা, আজ সকালে আর্তচিৎকার শোনা গেছে, তারপর সব চুপচাপ। ফটো দুটোর সাথে তাদের চেহারায় মিল আছে। জুয়েলা মাদ্রে এইমাত্র একটা লোকাল প্লেন থেকে ময়য়োবামবায় নেমেছে। এ-ধরনের প্রতিটি সূত্র পরীক্ষা করে দেখা হলো, সবই ভুয়া। সকাল দশটার দিকে প্রেসিডেন্টের সামারপ্যালেস থেকে একটা ফোন কল রিসিভ করল রানা। সরকারী গাড়িতে চাপিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হলো ওকে, খাতির করে বসানো হলো কাল যে কামরায় ইন্টারোগেট করা হয়েছিল সেখানে, তারপর প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ওর বুকের ওপর কোটে পিন দিয়ে আটকে দিলেন অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান। তাড়াহুড়ো করে পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসার সময় গাড়িতে থাকতেই অর্ডারটা খুলে পকেটে রেখে দিল রানা। না, এখনও কোন আশাপ্রদ খবর আসেনি। জুয়েলা মাদ্রে আর চার্লি ফ্রানসি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি।

দুপুরের দিকে ক্লান্ত শরীর আর মনমরা ভাব নিয়ে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল রানা, অনেকদিন পর গভীর দিবানিদ্রায় পার করে দিল দুটো ঘণ্টা, তারপর বেরিয়ে এসে রওনা হলো ক্রিলন হোটেলের উদ্দেশে।

ফটো দেখে সিনর চার্লি ফ্রানসিকে চিনতে পারল ডোরম্যান। সিনরের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছিল সে, তবে সিনরের নির্দেশে গাড়িটা ভাড়া করেছিল টি. সিরিলের নামে। গাড়ি? কেন? কোম্পানীর কয়েক ডজন গাড়ির যে-কোনটা ইচ্ছে করলেই ব্যবহার করতে পারত চার্লি ফ্রানসি, ভাড়া করা গাড়ি তার দরকার হবে কেন? কোন্ এজেন্সির গাড়ি? ডোরম্যান রানাকে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল। 'ঝামেলামুক্ত গাড়ি, সিনর।' সন্দেহ নেই এজেন্সিটা তার ভাই বা শ্যালকের। এজেন্সির অফিস অ্যাভেনিডা উইলসনের সরু একটা গলিতে। হ্যাঁ, টি. সিরিলকে তারা গাড়ি ভাড়া দিয়েছে–একটা ব্রিটিশ এমজি স্পোর্টিং কার। কোন ধারণা আছে সিনর টি. সিরিল কোথায় যেতে পারেন? নেই, তবে আন্দাজ করা যায়। নেগ্রায় গেছে? এরকম ধারণা করার কারণ? কারণ ট্র্যাফিকেটর চেক করার জন্যে সিনর টি.

সিরিল যখন এজেন্সি অফিসে ফিরে আসেন, ব্যাক সীটে স্কিন ডাইভিঙের সরঞ্জাম দেখা গেছে। স্কিন ডাইভিঙের জন্যে পুনৃটা নেগ্রার চেয়ে ভাল স্পট আর কি হতে পারে, বলুন?

পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে হেলিকপ্টারে চড়ল রানা, চলে এল পুনৃটা নেগ্রায়। কালো ব্যাসাল্ট পাথরের আধিক্যের কারণেই জায়গাটার নাম পুনৃটা নেগ্রা রাখা হয়েছে, জানানো হলো ওকে। স্থানীয় পুলিসের চোখ ঘুমে ঢুলঢুলু হয়ে আছে, চেহারা নির্লিপ্ত। তবে অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান দেখাতে তৎপর হয়ে উঠল তারা। চার্লি ফ্রানসি আর তার এমজি স্পোর্টিং কারের সন্ধানে সাগরতীর চষে ফেলল। কিন্তু লাভ হলো না কোন, হতাশ হয়ে লিমায় ফিরে এল রানা। পুলিস চীফের কামরায় ঢুকে দেখল সিনর মাদ্রে সাংঘাতিক উত্তেজিত।

'আমরা তাকে পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'জুয়েলাকে পাওয়া গেছে। একা এবং নিরাপদে আছে সে।'

'গুড। কোথায় তিনি?'

'অ্যারিকুইপায়।' দেয়ালে সাঁটা একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়ালেন সিনর মাদ্রে। অ্যারিকুইপা লিমার দক্ষিণে, প্যান আমেরিকান হাইওয়ের ধারে। 'জুয়েলা সারারাত গাড়ি চালিয়েছে,' ধারণা করলেন তিনি। 'গাড়িতে পনেরো ঘণ্টার রাস্তা।'

'আপনার কোন ধারণা আছে কেন তিনি ওখানে গেছেন?'

'অনেক মাদ্রে আছে ওখানে। জুয়েলা সম্ভবত কোন আত্মীয়ের সাথে থাকতে গেছে।'

'কিভাবে তার খোঁজ পাওয়া গেল?'

'অদ্ভুত ব্যাপার। সাইকেলের চাকা লাগানো ফলের দোকানগুলো দেখেছেন তো? ধাক্কা দিয়ে তার একটা উল্টে দেয় ও।'

'গাড়ির ধাক্কায়?'

'উঁহুঁ, হাঁটছিল ও। বাঁক পেরিয়ে ছুটে এল একটা গাড়ি, আরেকটু হলে ওকে চাপা দিয়ে চলে যেত। ভাগ্যিস লাফ দিয়ে দোকানটার ওপর পড়ে জুয়েলা। দোকানদার পুলিস ডেকেছিল, জুয়েলার নাম লিখে নেয়। দোকানদারকে অবশ্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে জুয়েলা...'

'মাদ্রেসুলভ আচরণ, সন্দেহ নেই–কি ধরনের গাড়ি?'

'কোন গাড়ি?' ক্লান্তি দূরীকরণে দিবানিদ্রার আশ্রয় নেননি সিনর মাদ্রে, রাত জাগার শ্রান্তি চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব এনে দিয়েছে।

'যেটা জুয়েলা মাদ্রেকে চাপা দিতে যাচ্ছিল?'

'তা তো জানি না। পুলিস খানিক পর পৌঁছায় ওখানে...'

'আপনার কাজিন এখন কোথায়?'

'অ্যারিকুইপার হোটেলে। তার ঘরে। পাঁচমিনিটও হয়নি অ্যারিকুইপা পুলিস চীফের সাথে ফোনে কথা বলেছি আমি।'

'আপনার কাজিনের দরজায় লোক রাখতে বলুন তাকে।'

'সেকি! কেন?'

'আমার ধারণা, গাড়িটা চার্লি ফ্রানসি চালাচ্ছিল।'

'কিন্তু অ্যারিকুইপা পুলিস চীফ বললেন তাঁর ওদিকে ফ্রানসিকে দেখা যায়নি। তাছাড়া, একটা ক্লু পেয়ে মনে হচ্ছে দেশের উল্টোদিকের সীমান্তের কাছে আপনার চার্লি ফ্রানসিকে পাওয়া যাবে...'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদিকেও তদন্ত করে দেখুন। তবে আমার ধারণা অ্যারিকুইপাতেই পাওয়া যাবে তাকে।'

'ওহ্-ফোর-সিক্স-টু. ওয়ান-ফোর,' বলল রানা।

'রজার। কোথায়? এবং কখন?'

'অ্যারিকুইপা। এখনই।'

'ঠিক আছে।'

ফসেট এয়ারলাইন্স থেকে রানার জন্যে একটা বোয়িং চার্টার করল ওহ্-টু-ফাইভ। মুহূর্তের নোটিশে এরচেয়ে ছোট কোন প্লেন পাওয়া গেল না।

রানা পৌঁছে দেখল, হোটেল আবাটানাকার নয় নম্বর স্যুইটটা দু'জন পুলিস পাহারা দিচ্ছে। খাতায় নাম লিখিয়ে আগের দিন রাতে হোটেলটায় উঠেছে জুয়েলা মাদ্রে। আজ সকালে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল সে, ফিরে আসে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে, সাদা লিনেনের স্যুটে ধুলো আর টমেটোর রস লেগে ছিল। নিচের তলায়, হোটেলের লবিতে তার সাথে কথা হয় পুলিসের। তারপর সে ওপরতলায় তার স্যুইটে ঢোকে, রুম-সার্ভিসকে বলে দেয়, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। সেই থেকে নিজের স্যুইটেই আছে সে, বেরোয়নি বা খায়নি। লিফটে চড়ে তিনতলায় উঠল রানা, করিডর ধরে হেঁটে স্যুইটের সামনে পৌঁছুল, কথা বলল পুলিসদের সাথে, তারপর নক করল দরজায়।

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। এবার আগের চেয়ে জোরে নক করল রানা। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি আনার জন্যে একজন পুলিসকে নিচে পাঠানো হলো। আরও কয়েকবার নক করল রানা। তারপর তালা খুলল ও, সাবধানে উঁকি দিল স্যুইটের ভেতর।

সামনের কামরাটা খালি। এক এক করে সবগুলো কামরা দেখা হলো। বেডরুমের মেঝেতে টমেটোর রস লাগা স্যুটটা পড়ে রয়েছে। বাথরুমে কোন কসমেটিকস পাওয়া গেল না, অন্য কোন কাপড়চোপড়ও রেখে যায়নি জুয়েলা মাদ্রে। তবে স্যুইটের ভেতর একটা সেন্টের গন্ধ রয়েছে। লাঞ্চ পার্টিতে এটা মেখেই গিয়েছিল জুয়েলা মাদ্রে।

পুলিস দু'জনের দিকে কঠিন চোখে তাকাল রানা। 'দরজার সামনে সব সময় ছিলেন আপনারা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, তারপর দু'জন একসাথে বিড়বিড় করে বলল, 'জী, ছিলাম, সিনর।' রেগেমেগে কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। মিথ্যে কথা বলছে তারা।

*

সারা বছর নৌ চলাচল উপযোগী টিটিকাকা লেক আন্তর্দেশীয় পানির দীর্ঘতম বিস্তৃতি। আকাশের হ্রদ নামে পরিচিত টিটিকাকা বহু যুগ ধরে প্রতিবেশী দেশ বলিভিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। টিটিকাকাকে আন্তর্দেশীয় সাগর বলা যেতে পারে, সী লেভেল থেকে সাড়ে বারো হাজার ফুট ওপরে তার অবস্থান, আয়তনে লেক জেনেভার চেয়ে বিশগুণ বড়। একশো ত্রিশ মাইল লম্বা, নয়শো ফুট গভীর, তার বুকে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রাউট, এক একটা পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড ওজন।

কিংবদন্তী আর রহস্যে ছেয়ে আছে গোটা এলাকা, আর আছে জমাট নিস্তব্ধতা। লেকের দু'পাশে লোক বসতি খুবই কম, গভীর বনভূমিতে শেষ কবে মানুষের পা পড়েছে বা আদৌ কখনও পড়েছে কিনা কে জানে। পুনো থেকে লা পাজ পর্যন্ত যাওয়া আসা করে হাইড্রোফয়েল, ওটাই সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে নিস্তব্ধতা ভাঙার কাজটা সারে। পুনো থেকে হাইড্রোফয়েল ছাড়ে প্রতি বুধ, বৃহস্পতি আর শনিবার, ফিরে আসে প্রতি সোম, মঙ্গল আর শুক্রবার। এঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজ শুনে মনে হয় লেকে যুদ্ধ বেধে গেছে।

রানা যখন পৌঁছুল পুনোয় তখন বেশ ঠাণ্ডা। সারা দিন ভাড়া করা একটা ফিয়াট চালিয়ে অ্যারিকুইপা থেকে এল ও, পথে পিছনের সাসপেনশনটা ভেঙে ঝুলে পড়েছিল। পাহাড়ী এলাকার দুর্গম রাস্তা, দুঃস্বপ্নের ভেতর সময় কেটেছে রানার। রাস্তার ধারে কদাচ দু'একটা ঘর দেখা গেছে, প্রতিবার থেমেছে রানা, পাহাড়ী লোকদের প্রশ্ন করেছে।

হ্যাঁ, তারা একটা সাদা মেয়েকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে। হ্যাঁ, একজন সাদা লোককেও দেখেছে। পাটীর একটা গ্যারেজে থামতে হলো রানাকে, সাসপেনশনটা মেরামত করিয়ে নিল। মেকানিক লোকটাও গাড়ি দুটোকে দেখেছে। মেয়েটা তো পরী, সিনর। হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই তার দোকান থেকে গ্যাসোলিন নিয়েছে। আশপাশে সুগন্ধ ছড়িয়ে গেছে মেয়েটা। গাড়ি? লাল ফেরারী। পুরুষ লোকটা পুরানো একটা এমজিএম চালাচ্ছিল। দুটো গাড়ির মাঝখানে সময়ের ব্যবধান? এক ঘণ্টা, নব্বুই মিনিট, কমবেশি ধরে নিন, সিনর।

ব্রাউন বোলার হ্যাট পরা ইন্ডিয়ান যুবতীরা আশপাশ দিয় হেঁটে যাচ্ছে, পুরুষদের মাথায় সাদা পানামা। অভ্যেসবশত কোকার পাতা চিবোচ্ছে প্রায় সব পুরুষ। কিশোর ছেলেরা ট্রানজিসটর রেডিও কানে ঠেকিয়ে ভাষা শিক্ষার অনুষ্ঠান শুনছে। গ্যারেজ মেকানিক মাটিতে বসে নিজের কাজ করছে আর কথা বলছে রানার সাথে। রাস্তা দিয়ে এক পাল লামা হেঁটে গেল, বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওগুলোকে, পিঠে বোঝা। এদিকের পাহাড়ে ঝাঁক ঝাঁক বন্য লামা ছাগল, ভেড়া আর গরু চরে বেড়ায়। ধরে এনে পোষ মানালেই নিজের সম্পত্তি হয়ে গেল। পেরুর প্রত্যন্ত অঞ্চল দেখে রানা উপলব্ধি করল, ওর নিজের জন্মভূমির সাথে এই দেশটার অন্তত একটা ক্ষেত্রে প্রচুর মিল আছে। বেশিরভাগ মানুষ বুদ্ধির দোষে অধিকার থেকে বঞ্চিত, গা ঝাড়া দিয়ে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে না, খাটাখাটনির কাজকে বড় ভয়। ও কাজ করছে না, আমি কেন করব–এই মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের বিস্তার

ঘটাচ্ছে। মানুষের মধ্যে যে বিপুল উদ্ভাবনী শক্তি আছে, কাজের মধ্যে ডুবে না গেলে কেউ কিভাবে তা আবিষ্কার করবে? সম্পদের অভাবের কথা বলা হয়, শুনতে শুনতে কান পচে যাবার অবস্থা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রাজনীতিক উঁচু গলায় এই সাধারণ সত্য কথাটা দেশবাসীকে শোনাবার সাহস করেনি–সম্পদ তুমি নিজে, সম্পদ তোমার দুটো হাত। বাংলাদেশী মুদ্রার হিসাবে তিনশো কোটি টাকার মালিক এক জাপানীকে দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বিরতিহীন পরিশ্রম করতে দেখে রানা তার সাথে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। কথা প্রসঙ্গে জাপানী যুবক তার হাত দুটো দেখিয়ে রানাকে বলেছিল, 'এই হাত আমার প্রতিপালক।' বুঝতে অসুবিধে হয় না, কাজের প্রতি এ-ধরনের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলেই জাপানীরা আজ এই পর্যায়ে পৌছুতে পেরেছে। আর পেরুতে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গৃহপালিত পশুর বড় বড় ডেয়ারি ফার্ম গড়ে ওঠেনি বলেই তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে পেরুর নামটা মোছা যাচ্ছে না।

সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে পুনোয় পৌছুল রানা। সরাসরি পুলিস চীফের সাথে দেখা করতে এল ও। পুলিস চীফ চারদিকে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাইড্রোফয়েল স্টেশনের কাছে একটা গ্যারেজে আড়াল করে রাখা হয়েছিল ফেরারীটাকে। আর হোটেল ট্যুরিস্টাস-এর কাছে একটা গলিতে ছিল এমজিএম। ট্যুরিস্টাসে টি. সিরিল বা চার্লি ফ্রানসি নামে কোন লোক নাম লেখায়নি। তবে জুয়েলা মাদ্রে ওই হোটেলেই উঠেছে।

লিমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করল রানা। সিনর মাদ্রে পুনোর পুলিস চীফকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন সম্মানীয় কম্প্যানিয়ন-এর সাথে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

কাল সকাল সাতটায় রওনা হবে হাইড্রোফয়েল, লা পাজ-এর পোর্টে পৌছুবে সন্ধ্যা ছ'টায়। সিভিলিয়ান পুলিস ফোর্স ব্যবহার করা ইচ্ছা নয় রানার, অবশ্য কোন বিকল্পও নেই। উঁচু পার্বত্য এলাকায় দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ও, তিরিক্ষি হয়ে উঠছে মেজাজ। হোটেল ট্যুরিস্টাসের দোতলায় উঠে জুয়েলা মাদ্রের কামরার সামনে থামল ও, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে জুয়েলা মাদ্রে।

বাদামী রঙের উলেন ট্রাউজার স্যুট পরে আছে সে, তার ওপর চড়িয়েছে উলেন পোলো-নেকড সোয়েটার। চুলগুলো টান টান হয়ে আছে পিছন দিকে, ঘাড়ের পিছনে খোঁপা। রানাকে দেখে তার চেহারায় অবাক কোন ভাব ফুটল না। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল সে, রানার পিছনে বন্ধ করল দরজা, কবাটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত।

সোজা জানালার সামনে হেঁটে এল রানা, হোটেলের পিছনের রাস্তাটা দেখল। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোয় সার সার কাঠের ঝুল-বারান্দা, কোত্থেকে যেন বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে। রাস্তাটা ফাঁকা। জানালার দিকে পিছন ফিরল ও।

'বসবেন না, সিনর মাসুদ রানা?' টুংটাং যন্ত্রসঙ্গীতের মত মৃদু কণ্ঠস্বর জুয়েলা মাদ্রের, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি নিয়ে একটু যেন বেঁকে আছে।

একটা সোফায় বসল রানা। 'অনেক ভুগিয়েছেন আমাকে, নিদেনপক্ষে একটা

ড্রিঙ্ক অফার করুন।'

বেল কর্ডটা টানল জুয়েলা মাদ্রে। খানিক পর নক হলো দরজায়। কবাট জোড়া সামান্য ফাঁক করল সে, রুম-সার্ভিসকে আঞ্চলিক ভাষায় দ্রুত কিছু বলল, অর্ডার নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিশোরী মেয়েটা। রানা চুপ করে থাকল, জুয়েলা মাদ্রেও কথা বলছে না। একটা ট্রে হাতে ফিরে এল কিশোরী, তাতে কয়েকটা বিয়ারের ক্যান আর দুটো গ্লাস।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'প্ল্যানটা ভালই ছিল,' বলল ও। 'উতরেও গেছে।'

'অবশ্যই উতরে গেছে। আপনি বাধা দিতে কসুর করেননি, তারপরও।'

'চার্লি ফ্রানসি নামে কাউকে কখনও চিনতেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, নামটা কখনও শুনিনি,' বলল জুয়েলা মাদ্রে, চোখের পাতা একবার কাঁপল না পর্যন্ত।

'শুনুন, নষ্ট করার মত সময় নেই। রেডিও-টিভি শোনেননি, তাই জানেন না আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট একটা ডিক্রি জারি করেছেন। কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, বুঝতে পারি। বোমা ফাটিয়ে নিরাপদ দূরে সরে থাকতে চাইছেন, তাই তো? পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে ফিরে-গিয়ে পরিবারের সাথে মিলিত হবেন, দেশপ্রেমিকা জুয়েলা মাদ্রেকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে দেশবাসী। ঠিক?'

'আপনি অনেক কিছুই বোঝেন,' মুচকি হেসে বলল জুয়েলা মাদ্রে। 'আমি দুঃখিত, আমাদেরকে প্রতিপক্ষ হতে হলো। আমি আমার দেশকে ভালবাসি, সেজন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি। যদি ভেবে থাকেন প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রে পরিবারের আভিজাত্য আমার কাছে খুব মূল্যবান, আপনি ভুল করবেন। মাদ্রে পরিবার যে-সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে, আমার কাছে সেগুলো কোন গর্বের বিষয় নয়। তা যদি হত, ওদের মত দেশের জন্যে শুধু নাকি কান্নাই কাঁদতাম, সাহস করে কিছু করার কথা ভাবতাম না। আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন, সিনর রানা?'

'হ্যাঁ, বোধ হয় পারছি।'

'আপনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কিছু নেই আমার,' বলল জুয়েলা মাদ্রে, রানার সামনে একটা আরামকেদারায় বসেছে সে, হাতের গ্লাসে এখনও চুমুক দেয়নি। 'কিংবা আপনার কোম্পানীর বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু হঠাৎ যখন জানতে পারলাম আমার দেশকে দেউলিয়া হবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, উপলব্ধি করলাম আমার কিছু না করলেই নয়...'

'আপনি বেছে নিলেন মিডোকে...'

'ইউ.এম.পি-র সাথে আপনাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিখুঁত অজুহাত পাইয়ে দিল আমাকে...'

'আর অ্যামস্টারডামের বৈঠক থেকে আপনি পেয়ে গেলেন উপায়।'

'চার্লি ফ্রানসি,' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল জুয়েলা মাদ্রে। 'মেগ ফিলিপ।

কেকারিয়া উইলিয়ামস। ডেল্টা টিউবসের ওই লোকটা, তার নাম আমি ভুলে গেছি। সবাই চোর, জঘন্য চরিত্র—অল্পসময়ে প্রচুর টাকা কামাবার জন্যে যে-কোন ক্রাইম করতে পারে। টাকা ওরা কামিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ওদেরকে ধরা খুব সহজ কাজ হবে না...'

'আপনি জানেন না, জুয়েলা?'

'কি জানব?' লোকগুলো সম্পর্কে জুয়েলা মাদ্রের কোন আগ্রহই নেই।

'আপনার কি ধারণা, সান ক্রিস্টোবালে কে আপনার গাড়ি নালায় ফেলে দিয়েছিল?'

'জানা কথা, আপনি। আপনাকে আমি দোষ দিই না। আমরা দু'জন যে যার বিশ্বাস নিয়ে লড়ছিলাম। পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে আপনাকে যদি আমার খুনও করতে হত, আমি পিছপা হতাম না।'

'কে আপনাকে অ্যারিকুইপায় গাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল?'

'আপনি ছাড়া কে! সেজন্যেই কি এখানে আপনি আসেননি আবার?' এমন সুরে কথাগুলো বলল জুয়েলা মাদ্রে, যেন গ্রাহ্য করে না সে। 'বুঝতে পারেননি, লিমা থেকে এত দূরে কেন আমি পালিয়ে এসেছি? আপনাকে এড়ানোর জন্যে। ভাবতেও পারিনি এতদূরে আপনি আমার নাগাল পাবেন। ভেবেছিলাম, আমার খোঁজ যদি পানও, প্রেসিডেন্টের ডিক্রি শোনার পর আমার পিছু ধাওয়া না করে আপনি বরং নিজের কোম্পানীর সুখ্যাতি উদ্ধারে ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু আমার ভুল হয়েছে। আপনি প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ, তাই না, সিনর রানা?'

জুয়েলা মাদ্রের ব্যাগটা টেবিলের ওপর, তার হাতটা সেদিকে একটু একটু করে এগোল। তার ধারণা, রানা লক্ষ করছে না। সোফা ছেড়ে জানালার দিকে এগোল রানা, পিছন ফিরল জুয়েলা মাদ্রের দিকে। তারপর ঘুরল বিদ্যুৎবেগে, চরকির মত জুয়েলা মাদ্রের হাত পৌঁছে গেছে ব্যাগে, কিন্তু তার আগে রানাই ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিল সেটা।

ব্যাগটা খুলল রানা। যা ভেবেছিল, ভেতরে ছোট্ট একটা বেরাত্তিয়ান অটোমেটিক রয়েছে, ফোর মিলিমিটার বোর। একটা প্রজাপতিকেও থামাতে পারবে না। ব্যাগটা ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলল ও, ক্লিপ খুলে নিয়ে অটোমেটিকটাও ছুঁড়ে দিল ব্যাগটার দিকে।

'সাবধানে শোনো, বোকা মেয়ে,' বলল রানা, কণ্ঠস্বর কঠিন এবং রূঢ় 'তোমাকে যে ধাওয়া করছে সে আমি নই। কমপিউটারে কৌশল খাটিয়ে তুমি যা করেছ...'

সবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। জুয়েলা মাদ্রে যা করেছে তার পিছনে দেশপ্রেম এবং আদর্শ ছিল, স্বীকার করে ও। ব্যক্তিগতভাবে রানা নিজেও ইউ. এম. পি-মিডো চুক্তির ওই বিশেষ শর্তটা পছন্দ করেনি কখনও। মিডোর বদলে অন্য কোন বিদেশী কোম্পানী হলে পেরুর অর্থনীতি হয়তো এতদিনে তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। রানার একমাত্র উদ্বেগ ছিল চার্লি ফ্রানসির চুরি। সর্বশেষ খবর, পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করেছে সে, এবং তার ধারণা জীবিতদের মধ্যে একমাত্র জুয়েলা

মাদ্রেই তার এই চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে। জুয়েলা মাদ্রেই শুধু বলতে পারবে কিভাবে চুরিটা করেছে সে। সান ক্রিস্টোবাল রোডে রানা নয়, চার্লি ফ্রানসি তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। অ্যারিকুইপাতেও। সবশেষে রানা বলল, জুয়েলা মাদ্রের কোন গুরুত্ব দেয় না সে, গুরুত্ব দেয় চার্লি ফ্রানসিকে। এই মুহূর্তে আশপাশেই রয়েছে সে, এই হোটেল থেকে এক মাইলের মধ্যে। দুটো উদ্দেশ্য তার। দুনিয়ার বুক থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া। এবং জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করা।

শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জুয়েলা মাদ্রের চেহারা। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটা মূর্তি। 'আমি...আ-মি আপনার ক-কথা বিশ্বাস করি না।'

আঙুলের গিঁটে নখ ঠেকিয়ে গুনতে শুরু করল রানা। 'মেগ ফিলিপ, নিখোঁজ, ধারণা করা হচ্ছে নিহত। কেকারিয়া উইলিয়ামস, গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। ডেল্টা টিউবসের সেই লোকটা, যার নাম তুমি মনে করতে পারছ না, বাড়িতে মেরামতের কাজ করতে গিয়ে ইলেকট্রিক তারে জড়িয়ে মারা গেছে। জুয়েলা মাদ্রে, কি লেখা হবে তার সমাধি ফলকে? সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত?'

সেদিন তো প্রায় মারাই গিয়েছিলাম, ভাবল জুয়েলা মাদ্রে, বেঁচে গেছি গাড়ির টপ খোলা ছিল বলে।

'একটা জিনিস অবশ্য বুঝছি না আমি,' বলল রানা। 'অ্যারিকুইপায় বোকামি করেছে চার্লি ফ্রানসি। বাজারের মধ্যে কেন যে সে তোমাকে গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা করল! লিমা থেকে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক। হয়তো হঠাৎ তোমাকে দেখে সে, সহজ টার্গেট ভেবে সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করেনি।'

'আপনি বলতে চাইছেন...'

'আমি বলতে চাইছি,' ধমকের সুরে বলল রানা, 'সাবধান না হলে চার্লি ফ্রানসির হাতে খুন হতে যাচ্ছ তুমি, জুয়েলা মাদ্রে। কাল তুমি হাইড্রোফয়েলে চড়ে টিটিকাকা লেক পেরোতে চাইছ, তাই না? বলিভিয়ায় পৌঁছুনোর শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনাও নেই তোমার।' এগিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রের কাঁধে হাত রাখল রানা। 'জুয়েলা, চার্লি ফ্রানসি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার হিংস্র লোক। সে এরই মধ্যে অনেকগুলো লোককে খুন করেছে। লোকটা পারফেকশনিস্ট, তার আর নিখুঁত একটা ক্রাইমের মাঝখানে একমাত্র বাধা তুমি। শুধু যদি তার অহমিকার স্বার্থেও হয়, তোমাকে সে বেঁচে থাকতে দিতে পারে না।'

'নিয়তির পরিহাস, তাই নয় কি?' আবার সেই ব্যঙ্গাত্মক ক্ষীণ হাসি নিয়ে ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হলো জুয়েলা মাদ্রের। 'যার বিরুদ্ধে লড়েছি আমি সেই আমাকে সাহায্য করতে চাইছে?'

জুয়েলা মাদ্রের কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়ল। 'অতীত,' বলল রানা, 'ভুলে যাও। একটা আদর্শের জন্যে কাজ করেছ তুমি। যা করেছ তা আমি সমর্থন করি না, সে-কথা ঠিক। তাছাড়া, সানসেজের মৃত্যুর দায়-দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না...'

'তার ওপর যারা নির্ভরশীল ছিল তাদের নাম-ঠিকানা পেলে,' বলল জুয়েলা

মাদ্রে, 'আমি আর্থিক সমস্যার সমাধান করব।'

'সে দায়িত্ব ইতিমধ্যে পালিত হয়েছে,' জানাল রানা, 'তুমি যাদেরকে কিক মেরে পেরু থেকে বের করে দিতে চাইছ সেই মিডোর দ্বারা।'

জুয়েলো মাদ্রে মাথা নত করল; লজ্জা তার কাছে নতুন একটা ভাবাবেগ।

'থাক এ-সব কথা,' বলল রানা। 'কাল তুমি হাইড্রোফয়েলে থাকছ। আমি জানি, চার্লি ফ্রানসিও থাকবে। সে তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে, আর তখনই তাকে আমি ধরতে চাই। অবশ্য ইচ্ছে করলে হাইড্রোফয়েলে না-ও তুমি চড়তে পারো...'

'তাহলে সে-ও চড়বে না। তাকে ধরবেন কিভাবে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আমি জানি না।'

'তাকে থামানোর কোন উপায় নেই? মানে, বলতে চাইছি, আমার কাছাকাছি পৌঁছুনোর আগে তাকে গ্রেফতার করা যায় না? পুলিস যদি ওত পেতে থাকে, হাইড্রোফয়েলে সে যখন চড়তে যাবে...?'

'তুমি ভাবছ আর সব আরোহীর মত প্রকাশ্যে হেঁটে আসবে সে?' হেসে উঠল রানা।

'হাইড্রোফয়েলে চড়তে হলে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরেই তো আসতে হবে তাকে, ওই একটাই তো...'

মাথা নাড়ল রানা। 'চার্লি ফ্রানসি সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না। উদ্ভাবনী ক্ষমতা না থাকলে এতগুলো লোককে এতদিন ধরে ঘোল খাওয়াতে পারত সে?'

আগের দিন রাত তিনটের সময় পুনো থেকে এক মাইল উত্তর-পুবে গাড়ি থামাল চার্লি ফ্রানসি। গাড়ি থেকে নেমে স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের ওপর খিচড়ে আছে মেজাজ। কারণ হিসেবে তার ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে। আগে থেকে সবই চিন্তা করা ছিল, শুধু মনে ছিল না এত ওপরে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। তার দৃষ্টি ঝাপসা লাগছে, পেশীতে অস্বস্তিকর টান, শরীর অসম্ভব ক্লান্ত, উৎসাহে ভাটা পড়েছে। গাড়ির পিছন থেকে চারটে এয়ার বটল নামাল সে। প্রতিটি বটল নব্বুই মিনিট অক্সিজেন সরবরাহ করবে। তার ইচ্ছে হলো এখুনি খানিকটা অক্সিজেন নেয়, মাথার ভেতরটা তাহলে হালকা আর পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু না, অপব্যয় করা উচিত হবে না লী হার্ভের জন্যে অক্সিজেন মানে জীবন। ওয়েট-স্যুট পরল সে, পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিল বটলগুলো। বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, অসম্ভব ভারী লাগল বোঝাটা। সদ্য ছাড়া কাপড়চোপড় একটা ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগে আরও রয়েছে ওয়ালেট, কাগজ-পত্র, একটা কোল্ট অটোমেটিক। ক্লিপে রাউন্ড রয়েছে নয়টা; কোল্টটা পয়েন্ট ফরটিফাইভ। দুটোর বেশি গুলি করার দরকার হবে না। একটা জুয়েলো মাদ্রেকে মারার জন্যে, অপরটা নিজের বগলের নিচে করার জন্যে।

মেয়েটা রেস্তোরাঁর এক কোণে বসবে, ভিড় থেকে যতটা সম্ভব দূরে। জুয়েলো মাদ্রে অভিজাত, ভিড় সে পছন্দ করে না। আরও অনেক জিনিস পছন্দ করে না সে।

অ্যামস্টারডামের কথা মনে আছে, যেখানে ওর সাথে পরিচয় হয় তার। কে যেন বলেছিল ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েরা উনুনে বসানো কেটলির মত গরম? স্রেফ গালগল্প, অন্তত জুয়েলা মাদ্রের বেলায় কথাটা খাটে না। জুয়েলা মাদ্রে একটা ঠাণ্ডা মাছ, জড়িয়ে ধরতে গিয়ে এমনকি চড়ও খেতে হয়েছে তাকে। মর শালী, তোকে আমার দরকার নেই। পকেটে পাঁচ মিলিয়ন ডলার থাকলে তোর মত অমন কত কাছে ভিড়বে। বরং খেদ জাগে টিনা সিরিলের জন্যে, তাকে সাথে নিতে পারছে না বলে। টিনা সিরিল সত্যি খাসা একটা মাল বটে! সাথে নেবে কি করে, সব জানাজানি হবার পর বেচারিকে চোদ্দ শিকের ভেতর থাকতে হবে যে। পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরির ঘটনাটা ফাঁস হয়ে যাবে, সূত্র ধরে পুলিস জেনে ফেলবে বারমুডা অ্যাকাউন্টের কথা, জেনে ফেলবে টি. সিরিল কোম্পানীগুলো চালু করেছিল। হ্যাঁ, চার্লি ফ্রানসির ব্যাপারটাও টের পাবে পুলিস, তবে কেস-বুকে টিনা সিরিলের সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হবে তার নাম।

সাবধানে গাড়িতে উঠল চার্লি ফ্রানসি। শালার গাড়ি বটে এক খানা! আগামী হপ্তায় একটা রোলস রয়েস কিনবে সে। গাড়ি ছেড়ে দিল, খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। মাটি এদিকে উঁচু নিচু, ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো সে।

কিনারা থেকে দু'ফুট নিচে লেক, লাফ দিয়ে সরাসরি পানিতে পড়ল এমজিএম। গতি রুদ্ধ হবার আগে পানির কিনারা থেকে খানিকটা দূরে চলে এল গাড়ি, আট ফুট গভীরে ডুবে গেল। বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন।

সীট থেকে উঠে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। জলজ আগাছা সরিয়ে পানির ওপর মাথা চাড়া দিল। সাঁতরে তীরে এসে উঠল সে। চারটে বাজে। শুকনো ঝোপের ভেতর থেকে বের করল ব্যাগটা, বের করল আন্ডারওয়াটার স্লেজ। জিনিসটা প্রায় তিন ফুট লম্বা, পনেরো ইঞ্চি চওড়া, সামনের দিকে জোড়া ব্যাটারির বড় দুটো খোপ। সুইচ অন করে ব্যাটারি পরীক্ষা করল সে, পুরোপুরি চার্জ করা রয়েছে। স্লেজের নিচে রাবার/প্রোপিলিন প্রপেলার নাইলন বেয়ারিঙের ওপর নিঃশব্দে ঘুরতে শুরু করল। জলজ আগাছা এড়িয়ে লেকের পরিষ্কার পানির দিকে স্লেজ চালাল সে, এয়ার বটল আর ব্যাগটা স্ট্র্যাপ দিয়ে স্লেজের সাথে বেঁধে নিল।

পানির নিচে তলিয়ে গেল স্লেজ, পাম্পের সাহায্যে বয়্যান্সি ব্যাগগুলোয় আরও বাতাস ভরল চার্লি ফ্রানসি। বোঝাসহ স্লেজ ভেসে থাকতে পারছে দেখে বাতাস পাম্প করা বন্ধ করল সে, তারপর স্লেজের পিছু পিছু সাঁতরে বেরিয়ে এল চ্যানেলে।

চ্যানেলে বেরিয়ে এসে অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলল সে, স্লেজের ব্যাটারি অফ করল—অক্সিজেন এবং ব্যাটারি দুটোই বাঁচাচ্ছে। ভাসমান স্লেজটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলো খানিকটা অক্সিজেন নেয়, কিন্তু নিল না, জানে প্রয়োজনের সময় না পেলে মারা পড়তে হবে।

জুয়েলা মাদ্রেকে মারার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার না করলেও চলত, কিন্তু অ্যামস্টারডামের সেই রাতটার কথা ভোলেনি চার্লি ফ্রানসি, জানে শুধু খুনের জন্যে খুন নয়, জুয়েলাকে তার মারতে হবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। জুয়েলার বেডরুমে ছিল সে, কৌশলে ঢুকে পড়েছিল, বিছানার ওপর তাকে চেপে ধরে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা

করছিল রাজি করানোর। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত জুয়েলাকে বলে সে। পাঁচ মিলিয়ন ডলার কিভাবে চুরি করবে মিডো থেকে, কিভাবে এফ.বি.আই-কে ফাঁকি দেবে। জুয়েলা যদি তার সাথে যায়, সুখী হবে ওরা। কিন্তু মন দিয়ে শুনছিল না জুয়েলা, সে তার হাত সরাতেই ব্যস্ত ছিল সারাক্ষণ। তবে বলাও যায় না, হয়তো সবই শুনেছিল, মনেও করতে পারে। না, ঝুঁকি নেয়া চলে না। জুয়েলাকে খুন করলে তবেই তার পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিরাপদ, নিরাপদ তার নতুন পরিচয়। দুনিয়ার আর কেউ জানবে না কিভাবে কি করেছে সে।

আরেক চ্যানেলে চলে এসেছে চার্লি ফ্রানসি, এটাই চলে গেছে পুনোর ডকে। হঠাৎ হাইড্রোফয়েলটাকে আসতে দেখল সে। স্পীড কমল হাইড্রোফয়েলের, ক্যানাডিয়ান গীজের মত নেমে পড়ল পানিতে, তারপর জেটির একটা পাশ লক্ষ করে ভেসে গেল। প্রায় চমকে উঠল চার্লি ফ্রানসি, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। কোথায় গিয়েছিল ওটা? সন্ধ্যায় লা পাজ থেকে এসেছে, সকাল সাতটায় রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত রাতটা জেটিতেই থাকার কথা। তাহলে? কোথায় গিয়েছিল? কোথেকে ঘুরে এল?

বোধহয় এঞ্জিন টেস্ট করতে, হ্যাঁ তাই হবে। হয়তো কিছু মেরামত করা হয়েছে, পরীক্ষা করা হলো।

বাতাস ছেড়ে দিতে ধীরে ধীরে স্লেজটা পানির ওপর থেকে নেমে গেল। এয়ার-রিলিজ বাটন থেকে হাত সরাল চার্লি ফ্রানসি, ঠিক পানির নিচে ভেসে থাকল স্লেজ। চিৎ হলো সে, স্ট্র্যাপের ভেতর হাত গলাল, বটলগুলো সেঁটে গেল পিঠে। কোমরে বেল্ট বেঁধে মাস্ক পরে নিল সে। অক্সিজেনের সরবরাহ পেয়ে স্বস্তিকর একটা ভাব ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। মাথা আর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

পানি থেকে নয় ফুটের মত নিচে রয়েছে, এবার সাঁতার দিয়ে সামনে এগোল, এখনও স্লেজের ব্যাটারি ব্যবহার করছে না। হাইড্রোফয়েল স্থির হয়ে রয়েছে, একটা বাদে সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ। বিলজ পাম্প, ইলেকট্রিক জেনারেটর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস পাবার জন্যে এঞ্জিনটা চালু রাখা হয়েছে। পানিতে সাবধানে ফ্লিপারের ঝাপটা দিয়ে বোট ঘেঁষে এগোল চার্লি ফ্রানসি, সামনে ভেইনগুলো দেখতে পেল, প্লেনের ডানার মত, তবে তার চেয়ে মোটা। গতি নির্দিষ্ট একটা মাত্রায় পৌঁছুনোর পর এই ভেইনগুলোই হাইড্রোফয়েলকে পানি থেকে তোলে। বোটের ভেতর থেকে ভেইনগুলোর আকৃতি বদলানো হয়, এক কোণ থেকে আরেক কোণে দিক বদলানোর দরকার হয়, তার পরই বিশাল আকার এবং বিপুল ওজন সহ জলযানটা পানি ছেড়ে উঠে পড়ে, ছুটে চলে পানির গা ছুঁয়ে।

ভেইনের নিচে ডুব দিল চার্লি ফ্রানসি, লোহার আঙটার সাথে বাঁধল স্লেজটা, জানে আঙটা একটা থাকবে ওখানে। এরপর সেই কাজটা, যার ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করবে। স্লেজ থেকে নাইলন রশি নিল সে, স্লেজের নাকের সাথে শক্ত করে বাঁধল। রশির অপরপ্রান্তটা লোহার আঙটার সাথে আটকাল ফসকা গেরোর সাহায্যে। রশিতে একটু টান পড়লেই স্লেজ ছাড়া পেয়ে যাবে। এরপর লোহার আঙটার সাথে স্লেজকে যে রশি দিয়ে বেঁধেছিল সেটা খুলে নিল। ফসকা গেরোটা পরীক্ষা করে

দেখল, সময় হলে ঠিক মতই কাজ করবে।

ডেইনের নিচে স্থির হলো চার্লি ফ্রানসি, বোট থেকে উঁকি দিয়ে কেউ নিচে তাকালেও তাকে দেখতে পাবে না। হাইড্রোফয়েল যদি সময়মত রওনা হয়, মাত্র এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

সতেরো

বোটের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করল পুলিস, এমনকি পানিতে একজন ডাইভার নামিয়ে লিমপেট মাইন আছে কিনা তা-ও পরীক্ষা করে দেখা হলো।

কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর লেক ধরে বেশ খানিক দূর চালানো হলো বোট, নির্দেশ পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কিপার ফুল স্পীড তুলল–তাকে অবশ্য জানানো হয়নি স্যাবোটাজের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিছুই ঘটল না। কাস্টমস অফিসাররা প্রত্যেক আরোহীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, বেশিরভাগই তারা ছোটখাট ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, লা পাজ আর পুনোয় ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখাশোনা করে। দশ-বারো জন ট্যুরিস্টও আছে, আছে দশজন বলিভিয়ান, যারা খনিতে কাজ করতে এসেছিল, ছুটি কাটাতে ফিরে যাচ্ছে দেশে। ক্রুদেরও চেক করা হলো, চেক করা হলো সাপ্লাইয়ারদের, যারা ঘন ঘন বোটে ওঠা-নামা করছে। চার্লি ফ্রানসির ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও, কারও চেহারা তার বর্ণনার সাথে মিলল না। জেটিতে, জেটির দু'পাশে তীরে পুলিস পাহারা থাকল। চ্যানেলে বেশ কয়েকটা লঞ্চ রয়েছে, লঞ্চ বা নৌকো যোগে যাতে কেউ হাইড্রোফয়েলে উঠতে না পারে সেদিকে তাদের তীক্ষ্ণ নজর। অবশেষে মাসুদ রানা ও জুয়েলা মাদ্রে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে উঠল বোটে। চার্লি ফ্রানসি বোটে ওঠেনি।

লাইনস্ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে জেটি থেকে সরে এল হাইড্রোফয়েল। আরোহীরা তীরে দাঁড়ানো লোকজনদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। একটু পরই চ্যানেলে বেরিয়ে এল বোট। চ্যানেল ধরে দশ মিনিট এগোবার পর টারবাইন খোলা হবে, ডেইনের ওপর ভর করে পানি ছেড়ে ওপরে উঠবে বোট, তখন শুরু হবে সত্যিকার দ্রুতগতি যাত্রা।

রানা আর জুয়েলা ফরওয়ার্ড ডেকে রয়েছে, রেইলিঙে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে লেকের দিকে। লেকের পানি আয়নার মত মসৃণ। ছোট ছোট বোট নিয়ে উরো নেটিভরা অপেক্ষা করছে, হাইড্রোফয়েল দূরে সরে গেলে আবার তারা মাছ ধরতে শুরু করবে।

রানার দিকে ফিরল জুয়েলা, নিজেও জানে না ওর একটা হাত চেপে ধরে আছে সে। 'তুমি ভুল করেছ,' বলল সে, সম্বোধনে আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'তোমার কথা ফলেনি। বোটে নেই সে। কাজেই আমি নিরাপদ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে আমি লিমার পুলিস-চীফের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত

তুমি নিরাপদ নও। কিংবা তার লাশ না দেখা পর্যন্ত।'

শিউরে উঠে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল জুয়েলা। মাসুদ রানা নামের এই বিদেশী লোকটা তার জীবনে একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ এত নিবেদিতপ্রাণ হতে পারে? ওর শক্তির উৎস কি, এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় কি করে! লোকটার চেহারা মনে রাখার মত, ভাব দেখে মনে হয় সব সময় হালকা মেজাজে আছে, কিন্তু বাইরের আবরণ সরে গেলে টের পাওয়া যায় ভেতরটা নিখাদ নিরেট ইস্পাত। এরকম এক পুরুষের ভালবাসা পেলে যে-কোন নারীর জীবন সার্থক হতে পারে, ভাবল সে। শুধু যদি বদ-চরিত্রের চোরগুলোর পরিবর্তে রানার সাথে পরিচয় হত তার, আনন্দময় একটা স্রোতধারা পেয়ে অন্য এক রোমাঞ্চকর খাতে বয়ে যেত জীবনটা। ওরা যদি দু'জনেই দু'জনের প্রেমে পড়ত, কি ঘটত তাহলে? কি ঘটত কল্পনা করতে গিয়ে পুলকে অবশ হয়ে এল জুয়েলার সারা শরীর। তার জীবন থেকে ভয় দূর হত, অনিশ্চয়তার অবসান ঘটত, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত সে। হ্যাঁ, তার জীবনে এই একজন পুরুষ এসেছে, যার কাছে নিঃশর্তভাবে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে পারা যায়। কিন্তু তা কি হবার!

তাকে নিয়ে ডাইনিং সেলুনে চলে এল রানা, স্টীল বাল্কহেডের কাছে একটা কোণায় বসাল। সাথে করে পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসেছে জুয়েলা। 'এখন থেকে নড়বে না তুমি,' বলল রানা। 'কোন কারণে যদি কোথাও যাবার দরকার হয়, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে থাকবে এক মিনিট। কিন্তু ওয়াশরুম ছাড়া আর কোথাও যেয়ো না—ওই যে রেস্তোরাঁর কোণে ওটা।'

'তুমি কোথায় থাকবে?' জিজ্ঞেস করল জুয়েলা, চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'কাছাকাছি কোথাও থাকব, তবে তুমি জানতে পারবে না। তাহলে চার্লি ফ্রানসি রেস্তোরাঁয় যখন ঢুকবে, আমার দিকে তাকাতে পারবে না তুমি।'

'ফ্রানসি? কিন্তু সে তো বোটে নেই। আমরা জানি সে…'

'সত্যিই কি জানি?' প্রশ্ন রেখে বেরিয়ে গেল রানা।

চার্লি ফ্রানসি বোটে আছে। হাইড্রোফয়েল রওনা হবার সাথে সাথে ভেইন হাউজিঙের ভেতর দিয়ে এগোল সে। ভেইনের পিছনে বোটের গা, গা বেয়ে অর্থাৎ ইন্সপেকশন ল্যাডার-এর ধাপে পা দিয়ে ওপরে উঠল। পানির গা থেকে একটু ওপরে, এবং ওভারহ্যাঙের নিচে, যেখানে কাত হয়ে ঝুঁকে থাকা ভেইনের মেকানিজম বোটের সাথে মিলিত হয়েছে, ওখানে দু'ফুট লম্বা একটা ইন্সপেকশন কাভার রয়েছে, বাইরের দিকে একটা হাতল সহ। ঢাকনিটা খুলল সে। ভেতরে লম্বা একটা চেম্বার, মেঝেতে সার সার স্টীল রড, ওগুলো গায়ে খাঁজ কাটা চাকা আকৃতির একটা তিন ফুট উঁচু অ্যাপারেটাসের ভেতর ঢুকে গেছে। চেম্বারে ঢুকল সে, সতর্ক থাকল ওয়েট-স্যুট যাতে কিছুর সাথে আটকে না যায়। রডগুলোর ওপর বসে ওয়েট-স্যুট খুলল সে। ব্যাগ থেকে বের করে পরে নিল স্যুট, মোজা আর জুতো। এখন তাকে

দেখে সাধারণ একজন আরোহী বলেই মনে হবে। নাইলন রশির একটা প্রান্ত রয়েছে তার কাছে, অপরপ্রান্তে বাঁধা রয়েছে বোটের গায়ে স্লেজটা। ওয়েট-স্যুট ভাঁজ করে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরল, ব্যাগটা বাঁধল অক্সিজেন বটলগুলোর সাথে। এরপর বটল আর ব্যাগ বাঁধল নাইলন রশির সাথে, যেটার আরেক প্রান্তে রয়েছে স্লেজ। বটল আর ব্যাগ কিনারা থেকে পানিতে ফেলে দিল সে, ওগুলো এখন স্লেজ থেকে ঝুলছে। এবার দ্বিতীয় নাইলন রশিটা নিয়ে কাজ শুরু করল, যেটার সাহায্যে বোটের গায়ে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে স্লেজটাকে। দ্বিতীয় রশির মুক্ত প্রান্তটা ইন্সপেকশন ডোরের ঠিক ভেতরে একটা লোহার বার-এর সাথে বাঁধল, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা, রশির অবশিষ্ট অংশ কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় ঝুলে থাকল চ্যানেলের পানিতে।

এবার ভেইন গিয়ার রুম থেকে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি, কয়েকটা ধাপ টপকে উঠে পড়ল এঞ্জিনরুমে। এঞ্জিনরুমের দরজা সাবধানে খুলল সে, একটু একটু করে। এঞ্জিনিয়ার হাতে কালো ন্যাকড়া আর অয়েল বটল নিয়ে এঞ্জিনের যত্ন নিচ্ছে। যান্ত্রিক শব্দে কান পাতা দায়, চার্লি ফ্রানসি শব্দ করলেও এঞ্জিনিয়ার শুনতে পাবে না। তবে তার চোখে ধরা না পড়ে কামরাটা পেরোবার কথা ভাবা যায় না। সাহস করে ভেতরে ঢুকল সে, ঝুঁকি নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। যখন বুঝল, এবার এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিপথে পা ফেলতে হবে তাকে, ঘুরে দাঁড়াল সে, লোকটার দিকে চোখ রেখে পিছু হটতে শুরু করল। চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখতে পেল এঞ্জিনিয়ার, মাথা ঘোরাল তার দিকে।

'দুঃখিত,' বলল চার্লি ফ্রানসি, 'ভুল করে ঢুকে পড়েছি।'

হাত তুলে তাকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজাটা দেখিয়ে দিল এঞ্জিনিয়ার। ঘুরল চার্লি ফ্রানসি, শান্তভাবে হেঁটে বেরিয়ে এল এঞ্জিনরুম থেকে। আপনমনে হাসছে সে। পানির মত সহজ।

হাইড্রোফয়েলে উঠেছে সে, পকেটের ভেতর হাতে ধরা রয়েছে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। সে জানে তার টার্গেট জুয়েলা মাদ্রেও উঠেছে এই বোটে।

রেস্তোরাঁর বাইরে, বার-এ বসে রয়েছে রানা, বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। বারের পিছনে আয়না রয়েছে, আয়নার ভেতর দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকার পথ ও ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও। টেবিলের ওপর হাত রেখে বসে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, ম্যাগাজিন পড়ছে বা পড়ার ভান করছে। তার কাছ থেকে তিন টেবিল দূরে দু'জন বলিভিয়ান বসে রয়েছে। বলিভিয়ানদের একজন রেস্তোরাঁয় ঢোকার পরপরই জুয়েলা মাদ্রেকে দেখে প্রথমে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, তারপর দু'চোখ দিয়ে বুভুক্ষুর মত গিলতে শুরু করেছিল, কিন্তু জুয়েলার আগুন ঝরা দৃষ্টি তাকে সামনে এগোতে বাধা দেয়। চারজন ট্যুরিস্ট বসেছে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা লম্বা বেঞ্চের ওপর। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায়, ওরা ক্যানাডিয়ান।

বারম্যান টের পেল এঞ্জিনের পালস্ দ্রুত হলো। একমাত্র রানাই কিছু পান করছে, ইঙ্গিতে ওকে সতর্ক করে দিল সে। খপ্ করে গ্লাসটা ধরে ফেলল রানা,

বোট ওপর দিকে উঠতে শুরু করায় পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। গ্লাসটা ধরে ফেললেও, কিনারা থেকে ছলকে খানিকটা বিয়ার পড়ল টেবিলে। চোখাচোখি হতে হাসল বারম্যান। 'বিশ্বাস করবেন না, অনেকে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে।' রানা উপলব্ধি করল পেটে নিরেট কিছু পড়া উচিত ছিল। খেতে বসে সময় হারানোর সাহস হয়নি ওর।

রেস্তোরাঁয় ঢুকল চার্লি ফ্রানসি। চট্ করে একবার বারের দিকে তাকাল সে, কিন্তু রানা বসে আছে মাথা নিচু করে, মুখের অর্ধেকটা হাতে-ধরা গ্লাসে ঢাকা। ঘাড় সোজা করে রেস্তোরাঁর ভেতর তাকাল ফ্রানসি। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে, জুয়েলা মাদ্রের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে। বলিভিয়ানদের অর্ডার নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল ওয়েটার, মুহূর্তের জন্যে ফ্রানসির দৃষ্টি থেকে জুয়েলাকে আড়াল করল সে। জুয়েলা কিছু না বুঝেই, কিংবা মন খুঁত খুঁত করে ওঠায়, মুখ তুলে তাকাল।

চার্লি ফ্রানসিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে, দেখল তার দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো। সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জুয়েলা, চিৎকার করতে ভুলে গেছে। ইতোমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে রানা, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে।

'হ্যালো, জুয়েলা,' শান্তভাবে বলল ফ্রানসি, তবে তার গলা রেস্তোরাঁর আরেক প্রান্তে পৌঁছুল। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল জুয়েলা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু পকেট থেকে হাত বের করার কোন লক্ষণ ফ্রানসির মধ্যে দেখা গেল না।

পকেটের ভেতর আগ্নেয়াস্ত্রের চারদিকে শক্ত হলো ফ্রানসির মুঠো। আর ঠিক তখন ডাকল রানা, ভরাট গলার চিৎকার, 'চার্লি, বিপদ, মাথা নামাও।'

মাথা নামাতে শুরু করে ট্রিগার টেনে দিল ফ্রানসি, গুলিটা বলিভিয়ানদের একজনের কাঁধ উড়িয়ে নিয়ে গেল, যেখানে জ্যাকেট ছিল সেখানে থ্যাতলানো রক্ত মাংসের বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠল, খানিকটা মাংস টেবিলে রাখা প্লেটের ওপর পড়ল। তখনও মাথা নিচু করছে ফ্রানসি, সেই সাথে ঘুরছে, ভাঁজ হয়ে গেছে একটা হাঁটু। ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে উড়ে এল রানা, ফ্রানসির কিডনিতে মাথা ঠুকল, চরকির মত ঘুরে গিয়ে একটা টেবিলের কিনারায় আছাড় খেলো ফ্রানসি, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতায় জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল হাত। পকেটের বাইরের দিকে আগ্নেয়াস্ত্রের রেখা ফুটতে দেখল রানা, কিন্তু সেই মুহূর্তে টের পেল ফ্রানসির ভাঁজ করা হাঁটু ওর দিকে উঠে আসছে।

আঘাতটা মুখে লাগল। হাড়সর্বস্ব শক্ত হাঁটু চোয়ালের ওপর হাতুড়ির বাড়ি মারল, চ্যাপ্টা করে দিল নাক, অক্ষিগোলকের ভেতর দিকে ঠেলে দিল একটা চোখকে। হড়হড় করে পানি বেরিয়ে এল দুই চোখ দিয়ে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজের ওপর সামনের দিকে ঘুসি চালাল রানা, অনুভব করল, অন্তত একটা ঘুসি ফ্রানসির পাঁজরে বাড়ি মারল। গুঙিয়ে উঠে টেবিলের ওপর হেলে পড়ল ফ্রানসি, কিন্তু তার পা উঠে এসে আঘাত করল রানার হাঁটুর নিচে, জুতো ঘষে তুলল হাঁটু পর্যন্ত, কাঁচা চামড়া ছিঁড়ে। পড়ে গেল রানা, দুই হাতে ধরে থাকল ফ্রানসির জ্যাকেট। পকেটের কাছে ধরেছে রানা, টেনে ছিঁড়ছে জ্যাকেটের কাপড়, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রটা

আটকে গেছে লাইনিঙে। তারপর সেটা বেরিয়ে এল, পড়ল টেবিলের পাশে মেঝেতে। টেবিলের আরেক কিনারা দিয়ে ওদিকে পড়ল ফ্রানসি। এতক্ষণে চিৎকার শুরু করেছে জুয়েলা। বলিভিয়ানরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। তাদের আহত সঙ্গী টেবিলে মাথা দিয়ে রয়েছে, তার সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। খপ্ করে অটোমেটিকটা ধরতে গেল রানা, আঙুলের ডগায় লেগে নাগালের বাইরে চলে গেল সেটা। টেবিলের তলায় মাথা ঢোকাল রানা, ওর বাড়ানো হাতে কপাল ঠুকল ফ্রানসি। ব্যথায় ডান কাঁধ পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল রানার। অপর হাতটা বাড়িয়ে অটোমেটিকটা ধরে ফেলল ও, কার্পেটে মাজল্ ঠেকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার।

বিস্ফোরণের ফাঁপা আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল রেস্তোরাঁটাকে। কার্পেটের ওপর আগেই শুয়ে পড়েছে ওয়েটার, অটোমেটিকের গুলি একশো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কামরার চারদিকে। অটোমেটিক ধরা রানার হাত লক্ষ্য করে পা চালাল ফ্রানসি, টেবিলের লোহার পায়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে রানার কব্জি যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। হাতের মুঠো থেকে অস্ত্রটা ছিটকে বেরিয়ে গেল, কার্পেটের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে দূরে সরে গেল সেটা। দাঁড়াবার জন্যে ঘুরল ও, টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রানসি। রানার একটা হাত দু'হাতে ধরে কামরার অবলম্বন ইস্পাতের পিলারে আছড়ে ফেলল সে, একই সাথে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল রানার পেটে। রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। বাতাস টানতে শুরু করে শরীর ঢিল করে দিল রানা, বিস্মিত হয়ে ভাবছে আজ বোধহয় ওর চেয়ে অনেক শক্ত একজনের পাল্লায় পড়েছে সে। না, রানাকে নিচের দিকে পড়তে দিল না ফ্রানসি, কাপড় খামচে ধরে খাড়া রাখল ওকে, ধাক্কা দিল পিলারের দিকে।

দেয়ালে ধাক্কা লাগা বলের মত ফেরত এল রানা, লাফ দিল, শূন্যে উঠে জোড়া পা দিয়ে লাথি মারল ফ্রানসির তলপেটে। ছিটকে কাঁচ লাগানো দরজার ওপর পড়ল ফ্রানসি, ভাঙা কাঁচের ওপর হামাগুড়ি দিল, তারপর সিধে হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল করিডর ধরে।

ধাওয়া করল রানা, কিন্তু ভাঙা কাঁচে পা পিছলে দোরগোড়ায় আছাড় খেলো, হড়কে বেরিয়ে এল করিডরে। ফ্রানসি ইতোমধ্যে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেছে, লাফ দিল সেখান থেকে, বিশ ধাপ নিচে পড়ল। নিজেকে খাড়া করে করিডর ধরে ছুটল রানা, এক সাথে তিনটে করে ধাপ টপকে নেমে এল নিচে। এক পলক দেখা গেল ফ্রানসিকে, এঞ্জিনরুমের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ভারী লোহার দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলল রানা। ফ্রানসির সামনে লোহার একটা রড হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এঞ্জিনিয়ার। চোখের কোণ দিয়ে রানাকে ঢুকতে দেখল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে। একলাফে সামনে এগিয়ে এঞ্জিনিয়ারের নাকে মুখে থাবড়া মারল ফ্রানসি, রেইলিঙের ওপর পড়ল লোকটা, পা দুটো শূন্যে উঠে গেল, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল রেইলিঙের অপর দিকে। ঘুরল ফ্রানসি, রানার দিকে।

রানা ধীরে ধীরে এগোল, হাত দুটো সামনের দিকে সামান্য বাড়ানো, গোটা শরীর ঝুঁকে আছে। ধীরে ধীরে পিছু হটল ফ্রানসি। এক সময় দরজার গায়ে তার পিঠ ঠেকল। এই পথেই যেতে চায় সে, ভেইন গিয়ার রুম দিয়ে।

ফ্রানসি দাঁড়িয়ে পড়ল, রানা এগোচ্ছে। ক্যাটওয়াক-এর দু'পাশের রেইলিং দু'হাত দিয়ে ধরে তৈরি হলো ফ্রানসি।

কেউ কাউকে কিছু বলছে না। দু'জনেই পরস্পরের হাতের দিকে লক্ষ রাখছে, জানে এই লড়াইয়ের একটাই মাত্র পরিণতি হতে পারে। ফ্রানসির কাছ থেকে চার ফুট দূরে থামল রানা, হাত দুটো কংক্রিট পিলারের মত স্থির। ফ্রানসি দু'দিকের রেইলিং শক্ত করে ধরে আছে, কিন্তু সে লাফ দেবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কথা বলল ফ্রানসি, 'ওই পাঁচ মিলিয়ন তুমি কোনদিন খুঁজে পাবে না। একটা আপোষ করতে রাজি আছি আমি। টাকাটা কোথায় আছে বলব। তুমি আমাকে চলে যেতে দেবে।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা, শত্রু ভীতি প্রকাশ করায় বিজয়ের একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে।

এই সুয়োগটাই নিল ফ্রানসি। ধরে নিয়েছিল, এ-ধরনের একটা অনুভূতি হবে রানার। কথা শেষ করেনি তখনও, হঠাৎ এক কদম এগিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল রানা ডান হাঁটুর ওপর। একেবারে আচমকা। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো রানার। বুঝতে পারল এরপর কি ঘটবে–তলপেটের ওপর আরেকটা লাথি, গলায় কনুইয়ের গুঁতো, তারপর অন্ধকার এবং মৃত্যু। কিন্তু রানার অতিরিক্ত কাছে সরে এসে ভুল করল ফ্রানসি। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে রানা। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। আশ্চর্য শক্তি লোকটার গায়ে। মরণ পণ লড়ছে সে। কোন কৌশলই খাটছে না ওর ওপর। রানা বুঝল, জুডো জানা আছে ফ্রানসির। ওকে নিয়ে মেঝেতে পড়বার চেষ্টা করল–কিন্তু পড়ল শুধু রানা, রেইলিং ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নিল লোকটা। দরজা খুলে ফেলল ফ্রানসি। একটা পা দরজার ভেতর গলিয়ে দিল রানা, দরজা বন্ধ করা গেল না। ভেইন গিয়ার রডের পাশে চলে গিয়ে ইন্সপেকশন ডোর খোলার চেষ্টা করছে ফ্রানসি।

ক্যাটওয়াকে সিধে হলো রানা, হাতে অসম্ভব ভারী স্টীলের একটা বল। ওটা ওখানে রাখা হয়েছিল ডিজেল এঞ্জিন গভর্নরের জন্যে একটা কাউন্টারওয়েট হিসেবে। বলটা ছুঁড়ে মারল রানা ঠিকমত লাগল না, ফ্রানসির মাথা ছুঁয়ে দরজায় আঘাত করল। তাতেই প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ফ্রানসির, পড়ে গেল সে, তবে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিতে পারল। দরজা খুলে গেছে বলের ধাক্কায়, খোলা দরজা দিয়ে শরীরটা বের করে দিল সে, কিন্তু হাত দুটো দরজার দু'পাশে আটকে গেল। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা, চোখে যদিও সরষে ফুল দেখছে এখনও।

হাইড্রোফয়েলের পাশ ঘেঁষে সগর্জনে পিছনদিকে ছুটছে বাতাস, সেই তীব্র বায়ু প্রবাহের মধ্যে ধরা পড়ল ফ্রানসি, বাতাস তাকে টেনে নিয়ে হাইড্রোফয়েলের গায়ের সাথে সেঁটে ধরল, কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। পিঠের হাড়

ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ পেল রানা। তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল ও, একটা কব্জি চেপে ধরে টান দিল, কিন্তু বাইরের বাতাস আর হাইড্রোফয়েলের পাশে ফুঁসে ওঠা পানির অবিরাম ছিটা আরও জোরে টেনে রাখল তাকে। রানা অনুভব করল, ধীরে ধীরে ওর মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ফ্রানসি। একেবারে শেষমুহূর্তে তাকে ছেড়ে দিল রানা, প্রাণপণ চেষ্টা করে ঝুলন্ত নাইলন রশিটা ধরে ফেলল, কিন্তু তবু ঝুলে থাকতে পারল না। বাতাসের হ্যাঁচকা টানে আগেই লেকের পানিতে অদৃশ্য হয়েছে ফ্রানসি, একই পরিণতি হলো রানারও।

অকস্মাৎ পানিতে পড়ে প্রথম কয়েক সেকেন্ড নাকানিচোবানি খেলো রানা, তারপর নাইলন রশিটা কোমরে জড়িয়ে নিল। পানির ওপর মাথা তুলে দেখল হাইড্রোফয়েল দ্রুত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে, চারদিকে কোথাও কোন চিহ্ন নেই ফ্রানসির। ধীরে ধীরে ওর চারপাশের পানি শান্ত হয়ে গেল। কোমরে পেঁচিয়ে থাকা রশিটা ওর ফুসফুস থেকে অবশিষ্ট বাতাস বের করে দিয়েছে। মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। ফুসফুসের অর্ধেকটা ভরে আছে পানিতে। আধমরাই বলা যায় তাকে। এতক্ষণে হিমশীতল পানির কামড় অনুভব করতে পারছে ও।

মরিয়া হয়ে তীরের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, মাঝ লেক থেকে তীরের কোন রেখাই দেখা যাচ্ছে না।

মনটাকে শক্ত করল রানা। আশা একেবারেই নেই, তবু বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মৃত্যুর আগে মরে কাপুরুষরা। প্রথম কাজ রশিটাকে ফেলে দেয়া। ওর ধারণা, ওটা হাইড্রোফয়েল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। দ্বিতীয় কাজ, ভারমুক্ত হবার পর, সাঁতার কেটে এগোনো। কোথায় যাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, যাচ্ছে সেটাই আসল কথা। রশিটা কোমর থেকে খুলল ও, ছেড়ে দিতে যাবে এই সময় একটা টান টান ভাব অনুভব করল, যেন কিছুর সাথে আটকে আছে। হয়তো কাঠের কোন দরজার সাথে বাঁধা ছিল, দরজাটাও পানিতে পড়ে গেছে। তা যদি হয়, ভাগ্য বলতে হবে। দরজাটাকে ভেলার মত ব্যবহার করতে পারবে ও। নাইলন রশি টানতে শুরু করল।

শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে টানছে রানা। যখন আর পারছে না, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে, তলিয়ে যেতে চাইছে শরীরটা, হঠাৎ হাতে চলে এল অক্সিজেন বটলগুলো। বুক ভরে শ্বাস টানল রানা, ঝাপসা লাগলেও চোখের সামনে চলে আসায় ব্যাগটা চিনতে পারল ও। লাইটওয়েট স্যুট খুলে ফেলল, নতুন আশায় উজ্জীবিত। খুলল টাই আর শার্ট। ওয়েট-স্যুট পরে পিঠে অক্সিজেন বটল বাঁধল। হাত দুটো কাঁপছে, প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দে নাকি চরম ক্লান্তিতে বলা কঠিন। রশিটা তখনও রয়েছে, সেটা আরও খানিক টানার পর বুকের সামনে উঠে এল স্লেজটা। আনন্দে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল রানার।

স্লেজে চড়ে রওনা হলো ও। ঠিক এভাবেই রওনা হতে চেয়েছিল চার্লি ফ্রানসি। তবে সে যেত বলিভিয়ার দিকে, রানা যাচ্ছে পুনো, পেরুর দিকে।

মাইল খানেক এগিয়েছে রানা, উড়ে এসে মাথার ওপর স্থির হলো

হেলিকপ্টারটা। রানার পায়ে জ্বালা করছে, সারা শরীরে অন্তত গোটা বিশেক কাটা-ছেঁড়ার দাগ, প্রায় সবগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাস্ক খুলে আকাশের দিকে মুখ তুলল ও।

রশির সিঁড়ি নামিয়ে রানাকে তুলে নিল ওরা। সিঁড়ির সাথে একটা ক্রেডল নিয়ে নেমে এল গগল, জিজ্ঞেস করল, 'লিফট লাগবে নাকি হে, কম্প্যানিয়ন শেভ্যালিয়্যার?' রানার রক্তমাখা চেহারা দেখে সহাস্যে একটা চোখ টিপল সে। 'কোথায় যেতে চাও তুমি? জুয়েলা মাদ্রে খুব সম্ভব দু'হাত বাড়িয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। নাকি তার কাছ থেকে দূরে কোথাও পালাতে চাও?'

'দূরে, দূরে!' জবাব দিল রানা। ঠাণ্ডায় হি হি করছে।